প্রতীচী
The West

শারদীয় দুর্গোৎসব ২০২৫

Bengali Association of Greater Atlanta

DO CHECK OUT OUR EXCLUSIVE
FESTIVE SPECIALS
Suvidha
INTERNATIONAL MARKET
The convenience you can trust!
Suvidha Wishes you a Happy
Durga Puja
SUVIDHA INTERNATIONAL MARKET
International Groceries | Garden Fresh Vegetables | Pooja Samagri |
Frozen Foods from All Leading Brands | Unmatched Selection & Service
SUWANEE | MARIETTA | ALPHARETTA
/SuvidhaGA
/suvidhaonline.com

Suvidha
INTERNATIONAL MARKET
The convenience you can trust!
HAPPY
DIWALI &
DHANTERAS
May the festival of lights brighten your path
toward growth and prosperity.
SUVIDHA INTERNATIONAL MARKET
SUWANEE
3495 Peachtree Parkway, Ste 105,
Suwanee, GA 30024
MARIETTA
2821 Chastain Meadows Pkwy. NW.,
Marietta, GA - 30066
ALPHARETTA
670 N. Main St., #113,
Alpharetta, GA - 30004

- Navigation system
- Automatic temperature control
- Power moonroof
- Wireless phone connectivity
- Auto high-beam headlights
- Speed sensitive wipers
- Perimeter/approach lights

Plus ALL New Hondas come with a FREE LIFETIME POWERTRAIN WARRANTY!

LABOR DISCOUNT

20% OFF LABOR

UP TO $50!

Plus tax and any applicable fees. Must present coupon at time of write-up. This offer cannot be used on a service or repair that is already discounted. Speak with an advisor for details. A service fee of 3% of total bill will be added to all credit and debit card charges to offset fees charged by your credit or banking institution. By paying in cash, you can avoid this fee.

FULL SYNTHETIC OIL CHANGE

$59.95

Regular $69.95

Up to 5qts of oil. Honda Vehicles Only. Must present coupon at time of write-up. We reserve the right to confirm coupon and price. Plus tax and shop fees. Cannot combine offers. This offer cannot be used on a service or repair that is already discounted. A service fee of 3% of total bill will be added to all credit and debit card charges to offset fees charged by your credit or banking institution. By paying in cash, you can avoid this fee.

Visit Honda Carland and Carland Service Center to schedule service and additional savings!

HONDA | HondaCarland

Carland SERVICE CENTER

Honda Carland
11085 Alpharetta Highway, Roswell, GA 30076
Sales Hours: M-Sat 9a-8p • Last Sunday of Every Month 12p-6p
Service & Parts Hours: M-Fri 7a-7p • Sat 7a-5p • Sun Closed
Sales: 470-235-2084 Service: 770-998-2327 Parts: 770-641-8807
www.HondaCarland.com

Carland Service Center
11300 State Bridge Road, Alpharetta, GA 30022
(678) 624-0050
Store Hours: M-Fri 7a-6p • Sat 7a-5p • Sun Closed
www.CarlandService.com

Disclaimer

The statements and opinions contained in the advertisements and writings are solely those of the advertisers/authors and do not necessarily reflect those of the editors or the publisher. Images and art used in this magazine have been either legally generated using AI or limited to sourcing public-domain, royalty-free materials from the Internet. BAGA assumes no legal responsibility for copyright infringement around republishing, reprinting, or resale of any originals published in Pratichi; such protective actions remain the sole discretion and responsibility of the participating authors or artists. The appearance of advertisements in this publication is not a warranty, endorsement or approval of the products or services advertised or of their safety. The editors and the publisher disclaim responsibility for any injury to persons or property resulting from any ideas or productions referred to in the articles or advertisements. Moreover, BAGA reserves the discretion and right to accept, or reject any creation submitted with or without cause. BAGA assumes implicit permission for publishing any photograph of the participant or contributor including digital media, unless a written objection is made by the participant or his/her guardians before the publication. BAGA desires to distribute a copy of printed Pratichi to all contributors but can't guarantee that all contributors will receive a copy.

Contents

Editorial - 1
President's Message - 2
Executive Committee 2025 - 3
Board of Directors - 4
Sports Committee - 5
Youth Committee - 7
Puja Committee - 8
Past Executive Committee - 8

Women who defined empowerment - 9
A Tribute to Our Departed Souls - 90

আমন্ত্রিত সাহিত্যিক
- আমি ও পর্ণা - 12
- আমেরিকার অ্যালবাম - 17
- রি-ইউনিয়ন - 18

গল্পের জগৎ
- ফিরিঙ্গি দুর্গাপুজো - 25
- লড়াই - 31
- প্রতিবেশী - 40
- রনথম্ভোরের বাঘ - 44

কবিতার সফর
- ঘর - 24
- বোধ - 24
- শিউলিস্মৃতি - 28
- দুর্গাস্তোত্র - 28
- সবুজের অসমাপ্তি - 39
- শিলালিপি - 43
- চায়ের কাপে তুফান - 43

The Writer's Desk
- *Exotic Jaisalmer and the Andaman Islands - 51*
- *Echoes of a New Dawn - 58*
- *Poltu's Penance - 65*
- *The Universe and the Creator - 69*

Heart's Echo
- *History or Allegory - 50*
- *A girl who never imagined - 64*

Kids' Creation
- আমার দেখা বসন্তকাল - 80
- *Sophia the Robot's Citizenship - 82*
- *The Final Battle - 85*
- *Ode to Jilipi - 81*
- *Where I Am From - 84*
- *What are we - 89*

Arts Corner - 73

Pratichi Team

রবীন্দ্র চক্রবর্তী
Rabindra Chakrabarty

সংযুক্তা রায়
Sanjukta Roy

প্রশান্ত হাজরা
Prosanto Hazra

মৌমিতা দত্ত
Moumita Dutta

মালবিকা বোস (নীতা)
Malabika Bose (Nita)

সজল চট্টোপাধ্যায়
Sajal Chattotpadhyay

মৌমি পাঁজা
Moumi Panja

সুদেষ্ণা শীল কর
Sudeshna Sil Kar

সম্পাদকীয়

তখন আমেরিকা-ভিয়েতনামের যুদ্ধ সদ্য শেষ হয়েছে। যুদ্ধের ব্যাকলাশ সবর্ত্র অনুভূত। এর মধ্যে ইরান-বিপ্লব সারা বিশ্বে সাড়া ফেলে দিয়েছে। পৃথিবীর চোখ আমেরিকা আর রাশিয়ার ওপর। একজন আটলান্টা-বাসিন্দা আমেরিকার কর্ণধার। নাম জিমি কার্টার। সালটা ১৯৭৯। সময়ের স্রোতে ভেসে আসা কিছু বাঙালির জমায়েত হয়েছে আটলান্টায়। স্থির হয়েছে পুজো হবে। বাড়িতে পুজো। স্বল্প সামর্থ্যে কিন্তু অপরিসীম উদ্যোগে পুজো সুসম্পন্ন হলো। জন্ম হলো বেঙ্গলি এসোসিয়েশন অফ গ্রেটার আটলান্টা ওরফে 'বাগা'র। আটলান্টার মাটিতে সেই ছিল বাঙালির অস্তিত্বের প্রথম পহচান।

তারপর বহুবছর কেটে গেছে। বাঙালির সংখ্যা বাড়তে বাড়তে গলাগলি থেকে গালাগালির পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। আটলান্টায় পুজোর সংখ্যা এখন দশের বেশি; তবে আদি-সংস্থা বাগা আজও সবথেকে বড়ো। দুর্গাপুজোর সময়ে তিনদিন ধরে ধুমধামের সঙ্গে নাচে-গানে-নাটকে আর অতিথি-শিল্পীদের সান্নিধ্যে বাংলার দমকা হাওয়া আটলান্টাকে মাতিয়ে তোলে। পুজোর অনুষ্ঠানে হাজারের কাছাকাছি মানুষের সমাগম হয়। আবালবৃদ্ধবণিতার কোলাহলে, পুজোর মন্ত্রে, গানের সুরে, খাবার-পরিবেশনায়, লম্বা-লাইনে, মিষ্টি-বিতরণে, সিঁদুর-খেলায় জেগে ওঠে বাঙালিদের আসল পরিচয়। সেই সনাতন সহজ ছন্দ। বাগার শারদীয় পত্রিকা 'প্রতীচী' প্রতিবছর পুজোর স্বাক্ষর বহন করে চলে। বাগার পুজোর হৈচৈ শুরু হয় মহালয়ায়, তার রেশ চলে লক্ষ্মীপুজোয়, কালীপুজোয় আর শেষ হয় বসন্ত-পঞ্চমীতে মা সরস্বতীর চরণ-বন্দনায়। এ ছাড়াও আছে পিকনিক, কবি-জয়ন্তী বা বৈশাখী মেলা।

গত দশবছরে বাগার কর্মক্ষেত্র অনেক প্রসারিত হয়েছে। শুধু পুজো-আচ্চা আর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের গন্ডিতে আজ আমরা আবদ্ধ নই। ক্রিকেট, সকার, টেবিল-টেনিস, ব্যাডমিন্টন, দাবা ইত্যাদি অনেক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় অনেক সদস্য অংশগ্রহণ করেন। ছোটদের বাংলা সংস্কৃতির সঙ্গে আলাপ করানোর প্রচেষ্টা করে বাগা ইয়ুথ কমিটি। ইন্টারনেটের 'বিশ্ব-জোড়া ফাঁদে' ধরা দিয়েছে বাগাও। আধুনিক হয়েছে তথ্য পরিবেশনা, ক্রেডিট কার্ড পেমেন্ট, সদস্যদের মতামত সংগ্রহের প্রয়াস; এমনকি বাগার এক নতুন এন্থেমে সুর দিয়েছেন এ-আই! সময়ের সাথে সাথে ধরন-ধারণ বদলায় বটে কিন্তু মৌলিক সুর বদলায় না।

সম্প্রতি কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা বাগাকে কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে বাধ্য করেছে। সার্বজনীন সংস্থায় মতের অমিল স্বাভাবিক। কিন্তু সে অমিল যেন বিভাজনের দিকে নয়, গঠনমূলক দিশায় আমাদের নিয়ে যায়। বাগা সদস্যদের কাছে অনুরোধ তাঁরা ক্ষুদ্র চিন্তার পরিসরে বদ্ধ হবার আগে বাগার ইতিহাস ও বিবর্তনের কথা যেন ভাবেন। বিদেশের মাটিতে শিকড় গাঁথা সহজ কাজ নয়। অগণিত মানুষের পরিশ্রম, স্বার্থত্যাগ আর যত্নের ফল আজকের বাগা। সেই প্রচেষ্টার সম্মান করা আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব। বাগার কাজ স্বেচ্ছার কাজ, সেখানে অর্থের লাভ নেই। পরিশ্রমের একমাত্র ফল কিছু হাসির ক্ষণ, কিছু মধু-স্মৃতি আর বিদেশের মাটিতে কিছুক্ষণ দেশের বাতাসে শ্বাস নেওয়া। যে বাতাবরণ আমরা দীর্ঘ ৪৬ বছর ধরে ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছি, সেই পরিবেশ যেন আমরা অন্তত বজায় রাখতে পারি আর তার মর্যাদা যেন আমরা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারি।

পৌরাণিক সময় থেকে আজ অবধি যুগে যুগে দেবী বা নারী শক্তির আবির্ভাব সমাজকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। এবছর সেই বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রতীচী সম্পাদনা করা হয়েছে। প্রচ্ছদে যাঁদের ছবি স্থান করে নিয়েছে তাঁদের প্রত্যেকের অবদান আমাদের জানা কর্তব্য। ওঁরা চলেছিলেন প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে রাতের আঁধারে, সন্ধ্যা-প্রদীপের ক্ষীণ আলোয় পথ দেখে। প্রসঙ্গত মনে পড়ছে, ১৮৮২ সালে এক বাঙালি লেখক লিখলেন 'আনন্দমঠ'। লিখলেন যে মাটিতে দেবী প্রতিমা তৈরি সেই মাটি দিয়েই দেশ তৈরি। মুহূর্তে মাতৃমূর্তি মিশে গেলেন দেশমাতৃকায়। সৃষ্টি হলো অমর মন্ত্র 'বন্দেমাতরম'। সারা ভারতবর্ষে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল সেই মন্ত্র - আস্তিক, নাস্তিক, হিন্দু, অহিন্দু, কমুইনিস্ট, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে। কারণ একটাই। মায়ের যে কোনো জাত নেই! আর সেই মন্ত্রের হাত ধরেই স্বাধীন হলো ভারতবর্ষ!

আবার 'আজ সবার রঙে রঙ মিশাতে হবে'। পৃথিবীর কোণায় কোণায় ভারতীয়রা ছড়িয়ে আছে; প্রায় সমস্ত দেশে দুর্গাপুজো হয়। যতদিন আমরা আমাদের পরিচয় খুঁজে পাব মায়ের বন্দনায়, ততদিন কোনো মানসিক দৈন্য আমাদের বিভাজিত করতে পারবে না। ততদিন আমাদের অস্তিত্ব কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।
বন্দেমাতরম!

রবীন্দ্র চক্রবর্তী

President's Message

From the President's Desk

What an incredible journey 2025 has been so far for the BAGA Cultural Club Executive Committee!

We began the year on a high note with Saraswati Pujo on February 1st, where our talented kids truly stole the spotlight. From the debut of our community Kids Band and Kids Quiz to group songs, dances, and "Go As You Like" – the energy was infectious! This year's theme of Reuse & Recycle came alive through a stunning "Tree of Life" installation (inspired by Shohoj Path) made entirely with recyclable materials, thanks to the creativity of our decoration team.

Next came the BAGA Mela on April 19th – and what a celebration it was! With 550+ tickets sold, 17+ vendors, and 27 cultural programs, it was a record-breaking day for BAGA. The vibrant mix of performances reflected the diversity and richness of Indian culture from across regions. A special highlight was the BAGA Book Stall, a first for us – and an instant hit with book lovers!

We kept the momentum going with our BAGA Picnic on June 1st at Red Top Mountain. It was a picture-perfect day filled with laughter, nature, and some unforgettable food. Who can forget the delicious luchi-cholar dal breakfast, followed by mutton kasha and paneer korma – lovingly prepared by our very own BAGA super chefs? This year, we also introduced Tambola, raising funds for a meaningful cause – children's education in India.

In that spirit of giving, we are proud to share that this year BAGA has partnered with Ramakrishna Mission Chicago to support education initiatives for underprivileged children in India. This marks an important step in deepening our community's impact beyond borders.

None of this would have been possible without the wholehearted support of our members and volunteers. Your time, donations, and spirit of community made these events possible – and for that, we are deeply grateful.

As we now gear up for the much-anticipated Pujo season, we're thrilled to welcome Bollywood artist Mahalakshmi Iyer and her team to BAGA – a first for our community! We look forward to celebrating this Pujo with joy, togetherness, and the spirit of tradition.

Wishing you all a beautiful, meaningful, and fun-filled festive season ahead.

Warm regards,

Tanushree Guha
President, BAGA Cultural Club EC 2025

Executive Committee

President

Tanushree

Vice Presidents

Annesha

Tandrima

Arpita

Mousam

Anirban

Saurav

Secretary

Debasis

Treasurer

Sankar

Board of Directors

Dear BAGA Members and Friends,

On behalf of the Board of Directors, I extend our warmest greetings to you and your families as we celebrate Durga Puja 2025. This cherished occasion is not only a time of devotion but a celebration of our vibrant Bengali heritage and the close-knit community we have nurtured here in Greater Atlanta.

For us, Durga Puja is more than a religious festival. It is a joyful reunion—filled with familiar rhythms of the dhaak, the fragrance of shiuli, heartfelt prasad, and the warmth of being together. It is through these shared moments that we pass forward the values, stories, and traditions that define who we are.

As we honor over four decades of BAGA's legacy, we reflect on how far we have come. What once began as intimate gatherings among a few families has flourished into one of the most dynamic Bengali cultural organizations. This transformation has been made possible by the dedication of our volunteers, the vision of past leaders, and the unwavering support of our members.

In 2025, the Board of Directors remains committed to thoughtful leadership, increased community engagement, and sustainable growth. Whether through cultural programs, sports, youth outreach, charity, or long-term planning, our focus is to ensure that BAGA continues to be a vibrant hub where tradition meets progress.

As Ma Durga inspires us with her strength, compassion, and courage, let us carry those values forward in our own lives and in how we care for one another.

Thank you for being part of this incredible journey. May this Puja bring peace, joy, and prosperity to you and your loved ones.

Shubho Sharodiya!

Partha Mukherjee
Chairperson, Board of Directors
Bengali Association of Greater Atlanta

Partha	Avro	Debatirtha	Shanta	Sonjukta	Subroto	Rajib
Chairperson	Secretary	Treasurer	Director	Director & Election Officials		

Sports Committee

At BAGA, the Sports Committee plays a vital role in promoting physical well-being and community spirit. We believe in the power of athletic engagement to inspire leadership, encourage teamwork, and build a resilient, connected community. Our initiatives reflect this commitment to excellence and inclusivity.

We are proud to share some key milestones that reflect our collective growth and achievements as a community:

- Publication of the Annual Sports Calendar in January for the first time since sports committee was formed which helped members plan and engage actively.
- Digital Scorecards for the Baga Premier League Cricket Tournament, powered by CricClubs, enhanced transparency and fan engagement. BPL has been able to establish its name within the cricket fraternity.
- Strong Sponsor Support, with several sponsors committing to continue their partnership with BSC.
- Prize Distributions featuring City Council members and sponsors, highlighting the value of the community and recognition.
- Enhanced Social Media outreach, bringing wider visibility to BSC events and accomplishments

Table Tennis Tournament 2025:

- In March, we hosted its annual Table Tennis Tournament at the prestigious Atlanta International Table Tennis Academy. With more than 45 participants across various skill levels, the tournament highlighted the growing enthusiasm for table tennis within our community.

Cricket Tournament 2025:

- We successfully organized our Cricket Tournament across two weekends in April and May. Hosted at ACL-approved Category 2 cricket grounds in Atlanta, the tournament welcomed more than 80 participants and featured high-quality matches marked by sportsmanship, teamwork, and enthusiastic community support.

Badminton Tournament 2025:

- In August, we successfully hosted its annual Badminton Tournament at one of the newest and most advanced badminton facilities in the city. With 40 participants competing across various categories, the event reflected BAGA's commitment to nurturing sporting talent and fostering community spirit.

Soccer Tournament 2025:

- The Soccer Tournament was held in September over two consecutive weekends. With teams showcasing skills and passion, this tournament memorable sporting moments for participants and spectators alike.

BAGA Run 2025:

- Later this year, BAGA will mark a historic milestone with its first-ever Community Run, inviting members of all ages to come together in a celebration of health, unity, and shared purpose.

Saurav Deb Roy, on behalf of BSC Team 2025

Sports Committee

Saurav

Asit

Arabinda

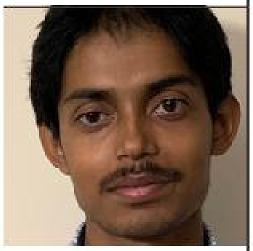
Baishampayan

Shoumadip

President | Secretary | Treasurer | Vice Presidents

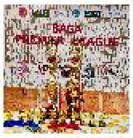

Youth Committee

The BAGA Youth Committee (BYC) is the youth-led organization of BAGA. This group is composed of passionate and service-driven middle and high school students. Each member is committed to uplifting their community and preserving their culture.

BYC members actively participate in a variety of impactful activities throughout the year, including fundraising, supporting donation drives, and raising money for charitable organizations.

This year, BYC has proudly volunteered at Med Share, helping sort and pack critical medical supplies for underserved communities, and at Meals by Grace, preparing and delivering meals for local families in need. In September, members will also take part in Vibha's annual Dream Mile event, a global run/walk fundraiser dedicated to empowering underprivileged children, which originated in Atlanta and now draws over 5,000 participants worldwide. In addition to these service projects, BYC supports BAGA through cultural and sporting events, including Puja decoration and event organization. The committee's core mission is to foster social awareness among youth and nurture a strong sense of community and belonging.

Executive committee

Memorable moments

Puja Committee 2025

The Bengali Association of Greater Atlanta Puja Committee (Soma De, Mala Basu, Devjani Purkayastha, and Chandra Roy) has been dedicated to upholding the tradition of BAGA and conducting puja ceremonies throughout the year including Saraswati Puja, Mahalaya, Durga Puja, Laxmi Puja and Kali Puja with the help of volunteers (Anuva Goswami, Shanta Gupta, Sharon Roy, Amrita Kumar, Devi Banerjee, Barnali Nandy, Somdutta Mondal, Suvarthi Bhol, Sutapa Majhi). The BAGA Puja Committee makes every effort to maintain our sacred Bengali rituals and protocols under the direction of our dedicated priest, Ayan Banerjee. In keeping with our ancient tradition, the committee envisions a successful and joyful celebration of the Puja festival in 2025.

Soma

Mala

Devjani

Chandra

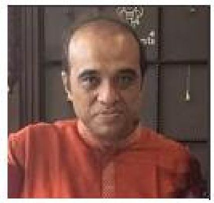
Ayan

Past Executive Committe

Information about past committees can be found on:
www.Baga.net/pastexecutivecommittees

Decoration Team

Basanti Saha, Purba Das, Samrat Gupta, Sanchita Saha, Sonjukta Haldar, Surajit Auddy, Sushmita Kundu, Upasana Sarkar

Donations

2025 Donor list will be uploaded on www.Baga.net by December 2025.

Women Who Defined Empowerment

Moumi Panja

You may be wondering about the inspiring Bengali women in our cover photo. They are pioneers who embody women's strength and empowerment in every facet of life and the professional world. These extraordinary trailblazers, along with many other Bengali women who have shaped the world in remarkable ways, have made the world a better place for generations of women to come. Today, we pause to remember and celebrate a few of them.

Kadambini Ganguly was the first Indian woman to practice Western medicine breaking barriers in a male-dominated field.

Matangini Hazra led a procession at the age of 71 during the Quit India Movement and was shot while holding the national flag and chanting Vande Mataram.

Sarojini Naidu née Chattopadhyay (1879–1949) was the first Indian woman to serve as the President of Indian National Congress.

Dr. Asima Chatterjee was a pioneering Indian chemist who became the first woman to receive a Doctorate of Science from an Indian university.

Sunayani Devi born in the Tagore family, was the first Indian woman to widely gain international recognition as a modern artist.

Devika Rani was hailed as the First Lady of Indian Cinema who co-founded Bombay Talkies that helped shape Bollywood's early identity.

Suchitra Sen was a legendary Bengali actress and the first Indian woman to win an international film award.

Sandhya Mukherjee received Banga Bibhushan and also the National Film Award for Best Female Playback Singer.

Nabaneeta Dev Sen was a Bengali writer, academic, and feminist and founder of West Bengal Women's Writers' Association.

Sudipta Sengupta is one of the first Indian women along with Aditi Pant to set foot on Antarctica.

Aparna Sen is an Indian filmmaker, screenwriter, and actress and the first Indian woman director to adapt Shakespeare for the screen.

Jhulan Goswami is the highest wicket-taker in Women's ODIs. She captained India and received the Padma Shri award.

Dr. Nandini Bhowmik is the first female Bengali priest, and shattered patriarchal norms by becoming the first female to lead a Durga Puja.

Bengali Association of Greater Atlanta

Presents

Empowering Through Education

A Mission with a Heart

The 2025 Executive Committee of BAGA is proud to announce its dedicated focus on supporting the education of underprivileged children in India, with special attention to the West Bengal / Kolkata region.

RAMAKRISHNA MISSION
Chicago

To bring this vision to life, we are collaborating with the Ramkrishna Mission, Chicago—an organization rooted in service and education—to make a real, lasting impact on young lives.

Stay connected • Get involved • Make a difference

BAGA SHAROD UTSAV GUEST OF HONOR

Swami Ishatmananda Ji , Vivekananda Vedanta Society of Chicago

A revered monk of the **Ramakrishna Mission,** Swamiji has dedicated his life to spreading the ideals of **Sri Ramakrishna and Swami Vivekananda** through education and service. He has established schools, vocational centers, and homes for orphans, and continues to inspire communities through spiritual discourses and humanitarian work.

BAGA is honored and grateful to welcome Swamiji as our Guest of Honor for the upcoming Durgotsav celebrations on October 4th and 5th. Our members and guests look forward to hearing more from Swamiji.

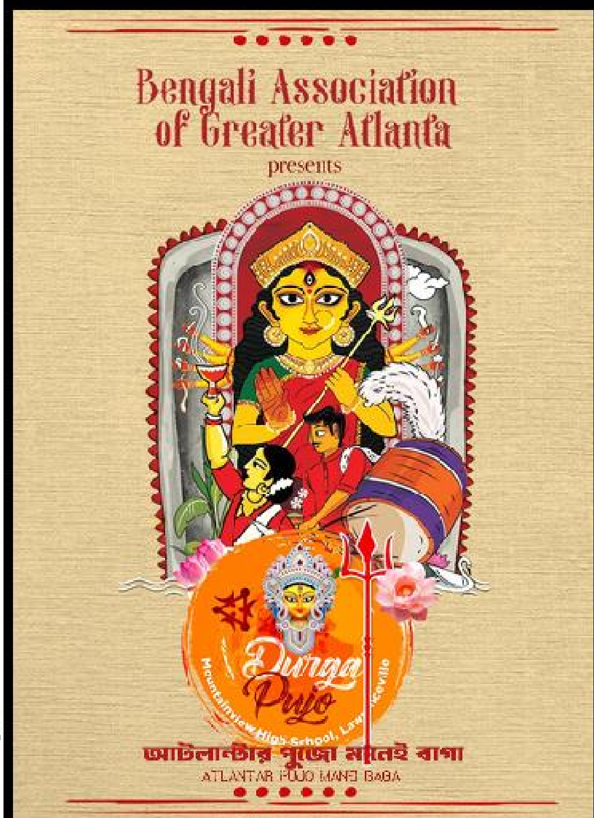

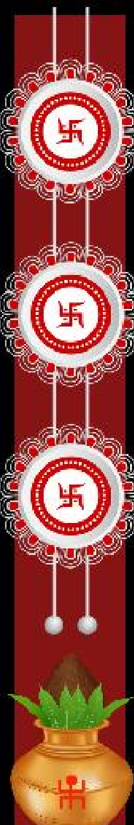

Subho Sharodiya from our BAGA family!

The Bengali Association of Greater Atlanta (BAGA) extends a heartfelt invitation to you and your cherished family to join us for our magnificent Durga Pujo celebration. Come, let us unite in joy and reverence as we honor the Divine Mother and immerse ourselves in the timeless traditions that connect us to our roots and to each other.

Venue: Mountain View High School
Dates: October 3rd, 6:00 PM – October 5th, 6:00 PM

Let this Pujo be a time of divine blessings, cultural pride, and cherished memories with our beloved community.

শারদ শুভেচ্ছা

Festival Highlights

Sacred Rituals
Participate in the soul-stirring Pushpanjali ceremonies and evening Sandhya Aarti, filling your heart with divine blessings

Culinary Delights
Savor authentic Bengali Bhog prepared with love and tradition, along with sumptuous dinner offerings that celebrate our culinary heritage

Cultural Extravaganza
Enjoy captivating live performances showcasing Bengali arts, from classical dance to contemporary expressions of our cultural identity

Vijayadashami Tradition
Join the beautiful and emotional Sindoor Khela ceremony, marking the farewell to Ma Durga with traditional customs

আমি ও পর্ণা

প্রচেত গুপ্ত

আবার পর্ণাকে দেখতে পেলাম।

ওই তো। ওই তো শপিং মলের সামনে গাড়ি থেকে নামছে। লাল শাড়ি, কালো স্লিভলেস ব্লাউজ, খোলা চুল। সেই চুল খানিকটা সামনে, খানিকটা পিঠের ওপর পড়েছে। গাড়ি থেকে নেমে একবার এদিকে তাকালো পর্না, তারপর সামনের চুলগুলো আলগোছে সরিয়ে পিঠে পাঠিয়ে দিল। ডান হাতে শাড়ির কুচি আলতো করে তুলে এগিয়ে গেল মলের দরজার দিকে। ইউনিফর্ম পরা দারোয়ান সেলাম ঠুকে, মস্ত কাচের দরজা খুলে সরে দাঁড়ালো। বিয়ের পর থেকে আজ পর্যন্ত, এই তিন বছরে যে তিনবার আমি আর তন্দ্রা শপিং মলে ঢুকেছি, দারোয়ানই দরজা খুলেছে, কিন্তু সেলাম করেনি। এই মেয়েকে তো সেলাম দেবেই, কত বড় গাড়ি থেকে নামল! আমরা দু'বার বাসে করে গিয়েছিলাম, একবার শেয়ার ট্যাক্সিতে।

দাঁড়িয়ে পড়েছি ফুটপাতে এক পাশ ঘেঁষে। কেকের দোকানের সামনে যে মোটা থাম রয়েছে, তার আড়ালে লুকিয়েছি। একহাতে অফিসের ব্যাগ, অন্য হাতে ছাতা। পর্ণা আমাকে দেখতে পায় নি তো? দেখতে পেলেই খুবই লজ্জার ব্যাপার হত। নিশ্চয় ভাবত, আমি পিছু নিয়েছি। যদিও এটা মনে করার কোনও যুক্তি নেই। ও এসেছে গাড়িতে চেপে। আর আমি অফিস ছুটির পর মেট্রো স্টেশনের দিকে যাচ্ছি পার্ক স্ট্রিট ধরে হাঁটতে হাঁটতে। যেমন রোজ যাই। আমি কী করে পিছু নেব? আমি কি গাড়ি করে তাকে তাড়া করেছি? নাকি আমি জানতাম পর্ণা এই সময়ে এই ঝা চকচকে, কাচে মোড়া শপিং মলে আসবে? তাহলে? তবে কিনা সন্দেহে যুক্তি লাগে না। একবার যদি মনে ঢুকে যায় যে পিছু নিয়েছি, তাহলে সেটা মনে গেঁথেই থাকবে।

আচ্ছা, পর্ণা যদি আমাকে এখন দেখতে পেত, চিনতে পারত কি? অসম্ভব। স্মৃতি শক্তি প্রখর হলেও সম্ভব নয়। আমাদের দেখা হয়েছিল মোটে একবার। তাও কতক্ষণ আর, সব মিলিয়ে চল্লিশ–পঁয়তাল্লিশ মিনিট

তো ছিলাম। পর্ণা তো আর পুরো সময়টা আমাদের মুখের সামনে বসেছিল না। চা–মিষ্টির ট্রে হাতে এল, মিনিট বারো–চোদ্দো থেকে চলেও গেল। বেশিরভাগ সময়টাই মুখ নামিয়ে বা মুখ ফিরিয়ে বসে ছিল। ওই টুকু সময়ের মধ্যে আমাকে আর কতটা দেখেছে? আমিই বা কতটা দেখেছি? তবে আমি আগে ফটো দেখেছিলাম। বড়মামীর আনা ফটো। দেখে মাথা ঘুরে গেল।

বড়মামীমা মাকে বলল,"একবার গিয়ে দেখই না। মেয়ের বাবা তো শান্তশিষ্ট ছেলে খুঁজছে। ছোটোখাটো পরিবার।"

মা ভুরু কুঁচকে বলল,"মানুতো বড় চাকরি টাকরি তেমন করে না। এরা রাজি হবে?"

মানু হলাম আমি। মানস। সাঁইত্রিশ বছর বয়স। পাকা চাকরি পেতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। বালক বয়েসেই বাবাকে হারিয়েছি। সংসার পড়েছিল টানাটানিতে। যদিও সংসার বলতে আমি আর মা, তাও তো একটা খরচ আছে। সেই সব সামলাতে গিয়ে পড়াশোনা তেমন হয়নি। কোনরকমে কলেজ পাশ। পড়াশোনা করতে হয় মেধা লাগে, নয় টাকা পয়সা। দুটোর একটাও আমার ছিল না। আমি একজন 'মাঝারি মানুষ'। চাকরি পেতে দেরি, বিয়েরও তাই দেরি হয়ে গেল। আমি আরও দেরি করতে চেয়েছিলাম। এখন তো ছেলেরা আরও বেশি বয়েসে বিয়ে করে। মা শুনল না। চাপ দিল, আত্মীয়রাও চাপ দিল।

"মানুষটা এতদিন তোমার জন্য হাড়মাস এক করে খেটেছে। এবার বউ এনে তাকে একটু বিশ্রাম দাও।" অনিচ্ছা নিয়ে আমি রাজি হলাম। কিন্তু কাকে বিয়ে করব? প্রেম করা তো দূরের কথা, আমি কখনও মেয়েদের ধারে কাছে যাইনি। সেই অর্থে মেয়েদের বিষয়ে আমার তেমন উৎসাহ নেই। ফলে শুরু হল পাত্রী সন্ধান। সেই সন্ধানে আমি যায়নি। ভাবতেই আমার লজ্জা করেছিল। তাছাড়া, যদি পছন্দ না হয়? ছিছি। মেয়েটি কী মনে করবে? আমি ওসব পারব না। তাছাড়া আমার তো কিছু চাওয়ার নেই। সাদামাঠা, ছিমছাম একটা বউ হলেই হবে। আমার মত 'মাঝারি মানুষ' কে নিয়ে খুশি হলেই হল। আমার অত দেখা, টেখার কী আছে?

মা বলেছিল,"ওমা, আমরা ঠিক করে আসব, তারপর তুই যদি ক্যালসেল করিস?"

আমি বললাম, "করব না। আরে বাবা, আমি তো আগে ছবি টবি দেখে নেব...তোমার কথাই ফাইনাল।"

মা বলল, "আরে দেখাটাই সব! মেয়েটা কেমন বুঝতে হলে কথা বলতে হবে, জানতে বুঝতে হবে..."

আমি বললাম,"কথা বলে আর কটা মানুষকে বোঝা যায়?"

কদিন মা, মাসী, বড়মামী পাত্রীর খোঁজ চালাতে লাগল। আমি সেসবে মন দিই না। দিয়ে কী হবে? ফটো নেড়ে চেড়ে সরিয়ে দিতাম। পর্ণার সময় সব আটকে গেল! বড়মামীমা যখন তার ফটো এনে আমার হাতে দিয়েছিল, আমার চোখের পলক পড়ছিল না। মেয়ে এমন সুন্দর হয়! চোখদুটো এত মায়াময়! যেন ফিসফিস করে আমাকে বলল,"এই যে মাঝারি মানুষ, আমরা তোমার জন্য অপেক্ষা করছি কবে থেকে তা কি তুমি জান?"

মা, বড়মামীমা আমার মুখ দেখে বুঝতে পারল। তারা মুখ চাওয়াচায়ি করল। মায়ের কেন যেন সংশয় ছিল। মামীমাই মেয়ে দেখতে যাবার জন্য জোর করে।

আমি মাথা নামিয়ে বললাম,"আমিও যাব।"

তিনদিন ঘোরের মধ্যে ছিলাম। রাতে পর্ণার মুখ আমার ঘুম ভাঙিয়েছে। দিনে তাড়িয়ে বেরিয়েছে। বারবার মনে হয়েছে, ফটোটা চেয়ে নিজের কাছে চেয়ে রাখলে হত। পরক্ষণেই বুঝেছি, ছি, সে তো ভীষণ একটা নিলর্জের কাজ হবে। বিয়ের পর তো এই মেয়েকে সবসময় দেখতে পাব। তারপর? তারপর আর কী, পর্ণা নামের মাথা ঘুরিযে দেওয়া পাত্রীকে একদিন দেখতে গেলাম। সে মিনিট বারো–চোদ্দো আমার সামনে থেকে চোখ তুলে আমাকে বলল,"মাপ করবেন। আমার কিছু জরুরি কাজ আছে, আমি এখন উঠব।"

আমি অবাক হলাম। নিজের ভাবী বরের সামনে বসে থাকার থেকে একটি মেয়ের আর কী জরুরি কাজ থাকতে পারে! আমরাও চলে এলাম। আসার আগে বড়মামা বললে,"আপনারা তারিখ দেখুন, আমরাও দেখছি।"

পরদিন সকালেই পর্ণার বাড়ি থেকে মায়ের কাছে ফোন এল। মেয়ের বাবা খুব ভদ্র মানুষ। নিচু গলায় বললেন, "দুঃখিত। মেয়ে এখন বিয়েতে রাজি নয়।"

তাহলে ওই মেয়ে আমাকে কত ক্ষণ দেখেছে? এতেই আমার মুখ মনে রাখবে? আমি তো আর ফিল্ম স্টার নই। অতি সাধারণ, সহজেই ভিড়ে মিশে যায় এমন একজন পুরুষমানুষ। এইটুকুতে কোনও সুন্দরী মুখ মনে রাখতে পারে? অসম্ভব। যদিও আমি গত তিন বছরে পার্ণার মুখ থেকে বেরোতে পারিনি। তন্দ্রার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে। আমাদের দেড় বছরের একটা ফুটফুটে মেয়ে হয়েছে। তাও আমি পর্ণাকে মনে মনে ছাড়িনি। কখনও কখনও আমার মনে হয়, সেদিন ওর বাবা মিথ্যে বলেছিল। পর্ণা নিশ্চয় যোগাযোগ করে সেকথা জানাবে। তন্দ্রা আমার এই মনেরে খবর রাখে না। রাখতে চায়ও না। বিয়ের এক বছর পর শাশুড়ি মারা যাবার পর থেকে সে কন্যাকে নিয়ে সংসার করতে ব্যস্ত।

যাক, আমি এখন কী করব? শপিং মলে ঢুকব? নাকি বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করব?

এই নিয়ে তিন বছরে তিনদিন দেখলাম পর্ণাকে। প্রথম দেখেছিলাম দু'বছর আগে। পুজোর সময়। ষষ্ঠী না সপ্তমী হবে। তন্দ্রাকে নিয়ে ঠাকুর দেখতে পথে পথে ঘুরছি। দেখি কতগুলো মেয়ের সঙ্গে ফুচকা খাচ্ছে আর হই হই করছে। একটা সস্তা ধরনের শালোয়ার কামিজ পরেছে। আমি সেদিনও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ি।

তন্দ্রা বলল,"কী হল?"

আমি ঘোরের মধ্যে থেকে বললাম,"কিছু না, একটু দাঁড়াও। মেয়েটা কে!"

তন্দ্রা বলল,"তোমার চেনা?"

আমি বললাম,"মনে হচ্ছে। নাও হতে পারে।"

তন্দ্রা নিচু গলায় বলল,"এভাবে রাস্তায়...মেয়েদের দিকে তাকিয়ে থাকলে লোকে কী মনে করবে?"

আমি কিছু বলার আগেই দেখি পর্ণা ফুচকাঅলার সঙ্গে ঝগড়া শুরু করেছে। সে নাকি হিসেবে ঠকাচ্ছে। তেরোকে সতেরো বলছে। ঝগড়া বাড়তে লাগল। পর্ণা এমন ঝগড়া জানে!

পাশ দিয়ে যেতে যেতে এক ব্যয়স্ক পুরুষ মানুষ মন্তব্য করলেন,"একমাত্র মিডল্‌ক্লাসই পারে চারচে ফুচকার জন্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে এমন ঝগড়া করতে। ছিছি।" সেদিন তন্দ্রা আমাকে টেনে সরিয়ে নিয়ে যায়।

দ্বিতীয়বার পর্ণাকে দেখি পার্কে। আমাদের পাড়ার এক বাতিল পার্ক। আগাছা, অন্ধকার ভাঙা বেঞ্চের পার্ক। বাড়ি ফেরবার সময় মাঝেমধ্যে স্টেশনে নেমে গলিগুঁজি দিয়ে শর্টকাট করি। এই পার্কও টপকাতে হয়। রাত হয়ে গেলে এখান দিয়ে না যাওয়াই ভাল। ছিনতাই হয় বলে শুনি। রেললাইনের পাশে থাকা মেয়েরা নাকি শাড়ির আঁচল সরিয়ে বেঞ্চে খদ্দেরদের জন্য বসে থাকে। আহা! পেটের জন্য কী ভয়ঙ্কর লড়াই!

সেদিন ট্রেনের গোলমালে ফিরতে রাত অনেক হয়েছিল। আমি গলিগুজি পেরিয়ে পার্কের মধ্যে দিয়ে হনহনিয়ে হাঁটছিলাম। চাঁদের আলোতে হঠাৎই তাকে দেখতে পাই। পর্ণাকে। জ্যোৎস্নামেখে বেঞ্চে বসে আছে। শাড়ির আঁচল সরানো তো বটেই, গায়ে কোনও জামাও রাখেনি সে। রূপোর আলোয় ভেসে থাকা দুটি আলতো বুক যেন অতীতের মতো ফিসফিসিয়ে বলল,"এই যে মাঝারি মানুষ তোমার জন্য আর কতদিন অপেক্ষা করব আমরা?" আমি নিজেকে সামলাতে পারি না। বেঞ্চের দিকে এগিয়ে যাই। পর্ণা তার আগেই উঠে চলে যায় কোনও ঝোপের আড়ালে।

এখন আমার মাথা টলমল করছে। পর্ণা কে? তিন সময় সে তিন রকম হয়ে আমার কাছে এল। আজ সে

ধনীদের মত গাড়িতে চড়ে আমার সামনে এসেছে। বিয়েতে প্রত্যাখ্যাত হবার পর প্রথম যখন দেখি, সে ছিল সাধারণ, মধ্যবিত্ত ঘরের কন্যা। ফুচকাঅলার সঙ্গে ফুচকার হিসেব নিয়ে ঝগড়া করে। তারও আগে দেখেছি বসে রয়েছে অন্ধকার পার্কে। আহারে! রেললাইনের ধারের অভাগা মেয়ে।

কোনটা সত্যি পর্না? সবাই? নাকি একজনও নয়?

আমি থামের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলাম। আমি ওই মেয়ের বাড়ি যাব। আজই যাব। এখনই যাব। তিন বছর আগে যে বাড়িতে তাকে দেখতে গিয়েছিলাম বউ করে আনতে, সে বাড়ি কি আমি চিনতে পারব না? গিয়েছিলাম লজ্জার মাথা খেয়ে, নিজের যোগ্যতা, ক্ষমতার বিচার না করে। নাকি বিচার করেই গিয়েছিলাম? আমি জানতে চাইব, পর্ণা কেন আমাকে প্রত্যাখান করেছিল সেদিন? আমি কি এতই খারাপ?

পর্নার বাবা আমাকে চিনতে পারেননি। আমি পেরেছি। 'কলেজের মাস্টার' হিসেবে পরিচয় দিই। পর্ণাকে একটু ডেকে দেওয়া যাবে?

ভদ্রমানুষটি বললেন,“মাস্টারমশাই, মেয়ে তো তিন বছর আগেই বিয়ে করে বাইরে চলে গেছে। একবারও বাড়িতে আসতে পারেনি। নিশ্চয় আসবে একদিন। আপনি কি তার ফোন নম্বর নেবেন? কথা বলবেন তার সঙ্গে?”

আমি ফোন নম্বর নেব কেন? আমার সঙ্গে তো তার প্রায়ই দেখা হয়। সেকথা এই মানুষটা বিশ্বাস করবে না। গোটা দুনিয়াই করবে না। দুনিয়া কখনও ভালবাসা বিশ্বাস করে না। সে নিষ্ঠুর। আমি নিচু গলায় বললাম,“থাক, আমি আসি।”

রাতে যখন বিছানায় বসে দু'হাতে মুখ চেপে কাঁদছিলাম, তন্দ্রা আমার পিঠে হাত বুলিয়ে বলল,“কাঁদো। যত খুশি কাঁদো। আমি আছি।”

বাঙালি লেখক এবং সাংবাদিক। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে অর্থনীতিতে অনার্স নিয়ে স্নাতক হন। ছোটবেলা থেকেই তিনি লেখা শুরু করেন। মাত্র ১২ বছর বয়সে তাঁর প্রথম গল্প 'আনন্দমেলা'-য় প্রকাশিত হয়। ২০০৭ সালে, তাঁর কাজ 'চাঁদের বাড়ি' পরিচালক তরুণ মজুমদার-এর দ্বারা একটি চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হয়েছিল। ২০২১ সালে তিনি কিশোর সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে, লেখক এবিপি আনন্দ-এর পক্ষ থেকে সেরা বাঙালি পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর বেশ কিছু গল্প হিন্দি, ওড়িয়া এবং মারাঠি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

MALABAR

PROMISE

At Malabar Gold & Diamonds, our core philosophy prioritizes customers, committed to delivering exceptional quality and crafting customer-centric policies. We proudly call it the Malabar Promise, an assurance that lasts forever.

100% VALUE ON DIAMOND EXCHANGE | **100% VALUE ON** GOLD EXCHANGE | **COMPLETE** TRANSPARENCY

TESTED & CERTIFIED NATURAL DIAMONDS | **GUARANTEED** BUYBACK | **HALLMARKED** PURE GOLD

FAIR LABOUR PRACTICES | **ASSURED LIFETIME** MAINTENANCE | **FAIR PRICE** POLICY | **RESPONSIBLY** SOURCED PRODUCTS

T&C Apply

*Above Promises are valid for jewellery purchased from Malabar Gold & Diamonds only.

A PROMISE IS A

PROMISE

MALABAR

GOLD & DIAMONDS

LOS ANGELES | NAPERVILLE | CHICAGO

NEW JERSEY | DALLAS | ATLANTA

Shop 24/7 at www.malabargoldanddiamonds.com

OVER 400 SHOWROOMS ACROSS USA, UK, CANADA, AUSTRALIA, SINGAPORE, MALAYSIA, UAE, OMAN, QATAR, KUWAIT, BAHRAIN, KSA & INDIA

আমেরিকার অ্যালবাম!

কণা বসুমিশ্র

ভালোবাসি তোমায় কলকাতা ভুলিনি ভারতবর্ষ তোমাকে।
যতই বড়ো হোক পৃথিবী তোমার আমেরিকা
তবু কেন মনে পড়ে দেশের মাটি?
ভোরের কাক-ডাকা সূর্য-ওঠা আমার সকাল
রামধনু অনুভূতি আজও কেন নাড়া দেয় মনের গভীরে?
প্রযুক্তিবিদ্যার যুগে ব্যস্ততার কোনো শেষ নেই
তবু কেন ডেকে যায় বসন্তের কোকিল
বকুলের ঝরা গন্ধ বর্ষার আকাশ
ছোটবেলা থেকে বড়ো হবার ইতিহাস।
হাঁটি হাঁটি পা পা সেই স্কুলে যাওয়া
পিং পং টেবিল টেনিস বৃষ্টিতে কাদামাখা ফুটবল
শীতের ক্রিকেট আর জিভে জল
নলেন গুড়ের চমৎকার পাটালি পায়েস।
রাক্ষস খোক্কস ঠাম্মা-দিম্মার গপ্প
মেঘের ভেলায় নীলাম্বরী শাড়ির আঁচল
রাজপুত্তর উড়ে যায় পক্ষিরাজে!
নিত্য নতুন বায়না কখনও মায়ের কাছে
কখনও বাবার কাছে ভুলে যাওয়া দিনগুলো
কেন মনে পড়ে যায় ঘুম ভাঙা রাতে?
কোথায় হারিয়ে গেল ঘুড়ির লাটাই
তিনটে রথের বায়না রথের মেলায়
খেলার বন্দুক আর টিসুং ঢাসুং
বন্ধুরা ছড়িয়ে গেল দেশে বিদেশে!
সারি সারি বাড়িগুলো কাঁচের জানলা
ঝন্ ঝন্ ভেঙে যায় ডিউস বল এ
হারিয়ে যায় না কিছুই
মনের মনিকোঠায় সব জমা থাকে!
হঠাৎ কোনো ছুটির দিনে ইউটিউবে
চ্যানেল ঘুরিয়ে যদি মন ছুটে যায়
সত্যজিতের ফেলুদা কিংবা ব্যোমকেশ
শরদিন্দুতে তখনই মন কেমন করে
ও আমার শৈশব কৈশোর
ও আমার প্রিয় কলকাতা!
ও আমার দেশের মাটি!

আমরা আজ আমেরিকান নাগরিক
মেধা বুদ্ধি বিক্রি করে ছুটি
ডলারের সুখে তবুও বেঁচে থাকে
কলকাতা সমুদ্র হৃদয় নিয়ে ভারতবর্ষ!

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর (এম.এ.)। ছাত্রাবস্থা থেকেই তাঁর লেখালেখির শুরু। দেশ, আনন্দবাজার, সানন্দা, বর্তমান, আজকাল, প্রতিদিন ইত্যাদি-তে নিয়মিত লেখেন।

রি-ইউনিয়ন

উল্লাস মল্লিক

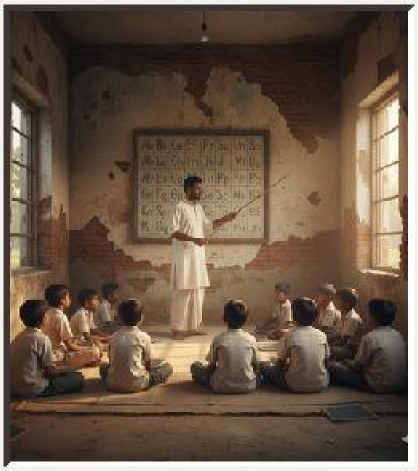

হিন্দোলের আচরণ দেখে অবাক হয়ে গেলাম ।ও ছিল আমাদের ক্লাসের ফার্স্ট বয় । বরাবরই ধীর স্থির, বরাবরই সংযত।আজ হঠাৎ এমন বেখাপ্পা আচরণ!

সিগারেটে সবে একটা সুখ-টান দিয়েছি হিন্দোল বলল ,অ্যাই, ফ্যাল ফ্যাল, ফেলে দে!

আমি একটু ঘাবড়ে গেলাম।আমার ইতস্তত ভাব দেখে ঠোঁট থেকে সিগারেটটা একরকম ছিনিয়ে নিল। ও-ও সবেমাত্র ধরিয়েছিল একটা। দুটোই এক সঙ্গে ছুড়ে ফেলে দিল কামিনী ঝোপের আড়ালে। আমি তো হতবাক।দামি বিদেশী সিগারেট ।হিন্দোলই দিয়েছিল। না হলে এসব জিনিস কিনে খাবার সাধ্য আছে নাকি আমার!   একটু আগে ও-ই তো বলল, দাঁড়া একটা সিগ্রেট খাই, তারপর যাব। বলে,প্যান্টের পকেট থেকে বের করেছিল প্যাকেট।

কামিনী ঝোপের দিকে একবার তাকিয়ে আমি অবাক গলায় বললাম, কী রে, কী হল!ফেলে দিলি কেন!

হিন্দোল বলল, ছিঃ ছিঃ, কী লজ্জার কান্ড হয়ে যাচ্ছিল একটা!

ব্যাপারটা আরও ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল আমার। আমি হাঁ করে তাকিয়ে থাকলাম হিন্দোলের মুখের দিকে।

রি–ইউনিয়ন শেষ।বাসুদেবপুর জগত্তারিণী স্মৃতি বিদ্যামন্দিরের পুনর্মিলন উৎসব। একটু আগেই শেষ হয়েছে কালচারাল ফাংশন। তখন সবাই উঠে দাঁড়িয়ে জাতীয় সংগীত গাইছিলাম।জনগনমন অধিনায়ক জয় হে.....! সত্যি বলতে, আজও জাতীয় সংগীত শুনলে গায়ে কাঁটা দেয়।

অনেকদিন পর পুরনো ইস্কুলে এসে বেশ ভালোই লাগল।স্কুল ছেড়েছি প্রায় ছত্তিরিশ–সাঁয়তিরিশ বছর।

আমি আর হিন্দোল একসঙ্গে এসেছি। আসলে এক্স-স্টুডেন্ট ইউনিয়নটা তৈরি হয়েছে বছর-দুয়েক। আগের বছর অনুষ্ঠানের খবর পেয়েছিলাম। কিন্তু আসা হয়নি। এবার যখন খবর পেলাম সেদিনই হিন্দোল ফোন করেছিল । বেঙ্গালুরুতে থাকে। সফ্টওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। প্রচুর বেতন।আমাদের ক্লাসের ফার্স্ট বয়। কিন্ত কোনও গ্যাদা-গুমোর নেই। আমি ছিলাম অতি মিডিওকার স্টুডেন্ট, কর্মজীবনে যার দৌড় কিনা ছোট বেসরকারি সংস্থা পর্যন্ত । আমার মতো বন্ধুকেও মনে রেখেছে ও।

ফোনে প্রায়ই কথা হয়। রি-ইউনিয়নের কথা শুনেই বলল, আমার তো ওই সময়ে দেশে যাবার প্ল্যান আছে। ভালই হবে।

আমাদের ব্যাচের আরও কয়েকজনএসেছিল। বিপ্লব, দীপঙ্কর, ভোলা, অর্পণ, সমীর। মেয়েদের মাত্র দু'জন। পর্ণা আর কাবেরী। নাচ গান আবৃত্তি। আমাদের ব্যাচের মধ্যে কাবেরীই একমাত্র পারফর্ম করল। রবীন্দ্র সংগীত। আমাদের স্কুলের ফাংশনে ওর গান ছিল বাঁধা। ক্লাস টেনে যখন , ও গেয়েছিল–ও মাঝি ভাই-ও/ বাইও রে নাও বাইও/ খর নদীর ওপারেতে / নিরুদ্দেশে যাইও। সেদিন সেই গান শুনে আমার ভেতরে কোথাও একটা ময়ূরপঙ্ক্ষী নৌকো একটু দুলে উঠেছিল। যাক, সেসব কথা ভেবে, আজ বাতাস ভারী করার কোনও অর্থ হয় না। তবে দেখলাম, পর্ণা আর বিপ্লব একটু যেন নির্জনতা খুঁজছে। আলাদা হতে চাইছে। দীপঙ্কর বলল, উহ্,শালা এতদিন পরেও কেমন আঠা দেখেছিস!

জমিয়ে আড্ডা হল বন্ধুদের সঙ্গে। বেশিরভাগই বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, অগ্নিমূল্যের বাজার, ছেলেমেয়ের এডুকেশন, গিন্নির গেঁটে বাত, স্বামীর গ্যাস- অম্বল এই চক্রেই ঘুরল। হ্যাঁ, সেই সঙ্গে পুরনো সেই দিনের কথা।স্যরদের কথা, বজ্জাতির কথা। আমাদের সময়ের বেশিরভাগ শিক্ষকই চলে গেছেন। দু'তিন জন এসেছিলেন অনুষ্ঠানে। পরিতোষবাবু স্যর খুব রোগা বলে আমরা আড়ালে ফড়িং স্যর বলে ডাকতাম।একবার অনন্য পরিতোষবাবু স্যরের ইতিহাস ক্লাসে ছবি আঁকছিল বলে স্যর গাঁট্টা মেরেছিলেন। সেই রাগে অনন্য সাদা কাগজে একটা ফড়িং এঁকে তার তলায় লিখল–স্যর। অর্থাৎ ফড়িং স্যার। তারপর কোন ফাঁকে ক্লাসরুমের দেওয়ালে সেঁটে দিল কাগজটা। পরদিন স্যর ক্লাসে ঢুকতেই নজরে পড়ল ছবিটা। স্যর কিন্তু রাগলেন না। কার কীর্তি বুঝে বললেন, অনন্য, খুব ভাল এঁকেছিস। শুধু ফড়িং এর ল্যাজের কাছটা একটু মোটা হয়ে গেছে। এটুকু ঠিক করলেই......! অপ্রস্তুত অনন্য হাউমাউ করে বলতে লাগল, না,মানে, আমি স্যর কাল....বিশ্বাস করুন....

স্যারের ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি। বললেন,আরে, আমি তো বিশ্বাস করছি। তুই-ই এঁকেছিস ছবিটা। অন্যের আঁকা ছবি নিজের বলে চালাবার ছেলে তুই নোস। এমনিতে খুবই ভাল এঁকেছিস। শুধু ল্যাজের কাছটা... ফড়িং-এর ল্যাজ অত মোটা হয় না । যাই হোক, আজ তোদের শিবাজির রাজ্যবিস্তার পড়াব। বই খোল সবাই।

অনন্য হাঁফ ছেড়ে বাঁচল । তপনবাবু স্যার কিন্তু রেগে যেতেন। স্যার পেয়ারা খেতে খুব পছন্দ করতেন। সেই জন্যে স্যরের নাম হয়ে গিয়েছিল কাঠবেড়ালী।

ক্লাস টেনে আমি আর বিপ্লব একবার লুকিয়ে সিগারেট খেতে গিয়ে ধরা পড়েছিলাম কাঞ্জিলাল স্যারের কাছে। বেদম পিটুনি দিয়েছিলেন স্যার।

হেডস্যর। কী বিশাল গাম্ভীর্য। গমগমে গলা। কথা যদিও বলতেন খুব কম। আমাদের ইংরিজি পড়াতেন। রিটেইন অবজেক্ট কাকে বলে? কিংবা অ্যাপোজিশান কী? উত্তর জানা থাকলেও আচ্ছা আচ্ছা ভাল ছেলেরা ঘাবড়ে যেত।সেদিন ক্লাস নিচ্ছিলেন স্যর। পরদিন থেকে পুজোর ছুটি। সিলেবাসও শেষ। হঠাৎ পল্টু বলে উঠল,স্যর আজ একটা গল্প বলুন না। আমরাও সাহস পেয়ে একসঙ্গে বলে উঠলাম, হ্যাঁ স্যর, বলুন না। স্যর বললেন, ঠিক আছে, বলছি। মন দিয়ে শোন।

আমরা ভেবেছিলাম, স্যর কোনও বিদেশী সাহিত্যিকের গল্প বলবেন। স্যারের বাড়িতে মোটা মোটা ইংরিজি বই। কিন্তু স্যর বললেন শিব্রাম চক্রবর্তীর গল্প। পর পর দুটো। আমরা হেসে কুটোকুটি। সেই প্রথম স্যরের

ক্লাসে এভাবে হাসলাম আমরা।

স্কুল প্রায় ফাঁকা। ডেকরেটরের লোকজন গোছগাছ করছে।তখনই সিগারেট ধরিয়েছিলাম আমরা। তারপরেই হিন্দোলের অমন কীর্তি।

হিন্দোল একটু গলা নামিয়ে বলল,আরে ওই তো হেডস্যারের ঘর, এখান থেকে দেখা যাচ্ছে।

আমি বললাম, তাতে কী!

ধুস, হেডস্যারের ঘরের সামনে সিগারেট খাওয়া যায় নাকি! নাই বা থাকলেন স্যর।

আমি বললাম,তাহলে চল, ওই দিকে যাই ,ওই কদমগাছের দিকে... কদম গাছের কাছে এলাম। আবার সিগারেটের প্যাকেট বের করল হিন্দোল। আমার হঠাৎ মনে হল, আরে, এখানেই একটা টুলে বসে টিফিনের সময় খবরের কাগজ পড়তেন নিখিলবাবু স্যর। এখানে কি সিগারেট খাওয়া যায়! অগত্যা আমরা চলে এলাম সায়েন্স বিল্ডিং এর পিছন দিকে। কিন্তু সিগারেটের প্যাকেট বের করেই হিন্দোল বলে উঠল, উজ্জ্বল, ওই দেখ, ওটা তো আমাদের কেমিস্ট্রি ল্যাব। প্র্যাকটিকাল করাতে করাতে প্রদ্যোতবাবু স্যর মাঝে মাঝে জানলা দিয়ে বাইরে তাকাতেন ।সুতরাং, এখানেও না। সেখান থেকে কলতলায় এসে মনে পড়ল, আরে এই জায়গায় শীতকালে মাঝে মাঝে রোদ পোহাতেন মৌলবী স্যর। অতঃপর এখান থেকে ওখান, ওখান থেকে সেখান–নাহ, ইস্কুলের মধ্যে এক চিলতে জায়গা খুঁজে পেলাম না যেখানে দাঁড়িয়ে আমরা একটা সিগারেট খেতে পারি।

আমি হিন্দোলকে বললাম, চল, গেটের বাইরে যাই; ওখানেই খাব। গেটের বাইরে এসে সবে সিগারেটটা ঠোঁটে দিয়েছি অমনি হিন্দোল বলে উঠল, উজ্জ্বল, ফেলে দে, ফেলে দে।

আমি আবার ওর মুখের দিকে তাকালাম। হিন্দোল ফিস ফিস করে বলল, আরে, গেটের সামনে তো বাহাদুরদা বসে থাকত; আর পাশেই বাদাম কাকু। আমরা বাদাম কিনতাম।

বাহাদুরদা আর বাদামকাকুর কথা মনে পড়ে গেল আমার। আমি বললাম, তাহলে চল, ওই মোড়ের মাথায় যাই।

কিন্তু মোড়ের মাথায় গিয়ে হিন্দোল বলল, এখানেই বা কী করে খাই। দেখ, স্কুল বিল্ডিংটা আমাদের দেখছে। জানলা দরজাগুলো যেন এক একটা চোখ।

ইস্কুল বাড়িটার দিকে তাকিয়ে আমার গা-টাও যেন ছমছম করে উঠল। সত্যিই তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে।

আমরা ফিরে যাচ্ছিলাম।সিগারেটের প্যাকেট আর বের করেনি হিন্দোল। যেতে যেতে শুনতে পাচ্ছিলাম, পিছনে গম গম করছে বাসুদেবপুর জগত্তারিণী স্মৃতি বিদ্যামন্দির।ছেলে মেয়েদের হইচই। সব ছাপিয়ে হেডস্যারের ভরাট কন্ঠস্বর–আমরা এখন সবাই স্বাধীন দেশের নাগরিক। দেশ স্বাধীন হয়েছে উনিশশো সাতচল্লিশ সালে অর্থাৎ আজ থেকে ঊনতিরিশ বছর আগে।

আমি নিশ্চিত, হিন্দোলও শুনতে পাচ্ছিল স্যরের কথা।

লেখকের জন্ম ১৯৭১ এ, হাওড়া জেলায়, গাছগাছালি দিঘি ঘেরা এক শান্ত গ্রামে। একটু বড় হয়ে সপরিবারে চলে আসেন হাওড়া জেলারই আর এক চমৎকার গ্রাম কেশবপুরে। বাবা ছিলেন সেখানকার বিশিষ্ট শিক্ষক। স্নাতক হবার পর শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু। চাকরি ছেড়েছেন; পেশা বদলেছেন। মনে আনন্দ আর রসবোধ নিয়েই বেঁচে থাকতে চান। ২০০০ সালে লেখালিখির শুরু। বিভিন্ন বছরে 'দেশ' হাসির গল্প প্রতিযোগিতায় বিজয়ী।একডজন উপন্যাস, দেড়শোর বেশি গল্প আর রম্যরচনা লিখেছেন।

🌸🙏 শকলকে শারদীয়ার শুভেচ্ছা 🙏🌸

DEB CATERING

We prepare
homestyle Bengali and Indian food
for Puja and all kinds of house parties.

👉 Please call this number in advance for any order.

Contact: Jayanta Chandra Deb
📞 Phone: 678-717-9056

Note: We also prepare all vegetarian food completely separately.

শুভ শারদীয়া প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই আপনাদের সকলকে। ঢাকের বাদ্যি, শিউলি ফুলের সুবাস আর উৎসবের আনন্দে ভরে উঠুক প্রতিটি দিন। হাসি, খুশি আর ভালোবাসাই হোক সবার সঙ্গী।

অমিত, অর্পিতা ও তনিশার পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভকামনা।

Vedic ABA
Vedic ABA
ACCEPTING NEW CLIENTS FOR ABA THERAPY
JOIN OUR TEAM!
HIRING RBT & BT
Accepting all major insurances: Including GA Medicaid, Amerigroup, Peach State, Care Source, Aetna, Anthem, BCBS, UHC, United/Optum and more.

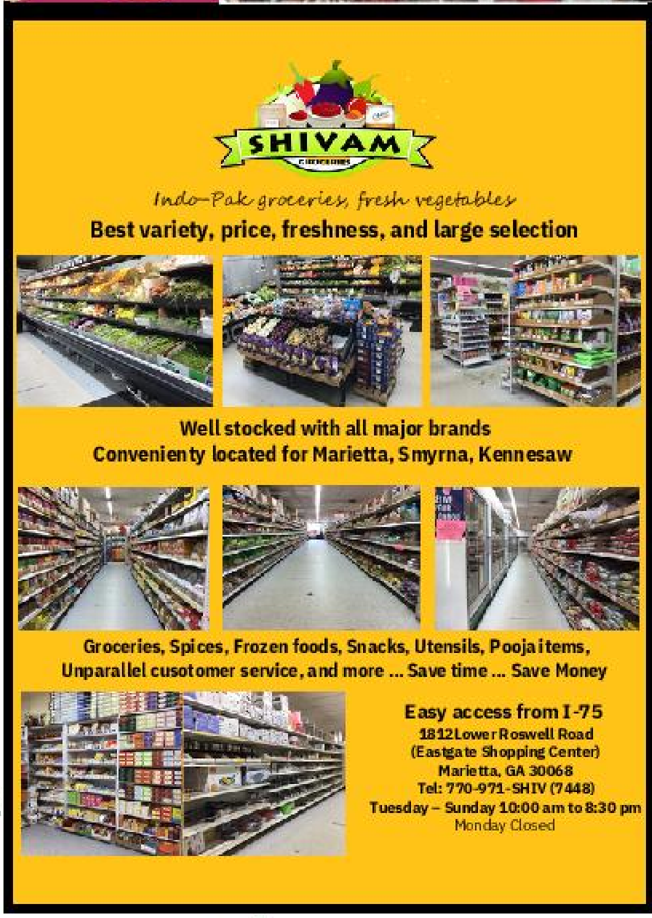

SHIVAM
Indo-Pak groceries, fresh vegetables
Best variety, price, freshness, and large selection
Well stocked with all major brands
Convenienty located for Marietta, Smyrna, Kennesaw
Groceries, Spices, Frozen foods, Snacks, Utensils, Pooja items,
Unparallel cusotomer service, and more ... Save time ... Save Money
Easy access from I-75
1812 Lower Roswell Road
(Eastgate Shopping Center)
Marietta, GA 30068
Tel: 770-971-SHIV (7448)
Tuesday – Sunday 10:00 am to 8:30 pm
Monday Closed

PRINT N SIGNS
MAKE YOUR BRAND MORE
VISIBLE
SMOKER'S SMOKE & VAPE
RETRACTABLE BANNERS
FEATHER BANNERS
• VINYL BANNERS
• FEATHER BANNERS
• MURALS & INTERIOR SIGNS
• CHANNEL LETTERS
• WINDOW GRAPHICS
• CATALOGS & BOOKLETS
• TABLE THROWS
• POSTERS
• INVOICES
• A-FRAME
• LETTERHEADS
• AND MORE
Looking For Creative SOLUTION?
404-296-9141
WWW.MYPRINTNSIGNS.COM
2968 NORTH DECATUR ROAD, SUITE A, DECATUR, GA 30033

Nationally Recognized with Local Credibility.

At Embassy National Bank, we do more than provide financing — we build partnerships. Our team offers personalized service, faster loan decisions, and competitive rates, all designed around your business's unique goals.

As a locally owned Georgia bank, we're deeply invested in your success and the growth of our communities. With direct access to decision-makers, flexible solutions, and the support you deserve, we make banking simpler — and more personal.

Let's grow together. Your success is our priority.

770-822-9111

customerservice@embassynationalbank.com

Embassy National Bank

embassynationalbank.com 1817 North Brown Rd., Lawrenceville, GA 30043

SBA U.S. Small Business Administration

Member FDIC

EQUAL HOUSING LENDER

SBA Preferred Lender

ঘর
রুদ্রশংকর

আমি এমন এক জায়গায় থাকি
যেখানে থাকলে মনে হয়
দুটো মহাদেশের মাঝখানে থাকা
প্রাচীন জনপদে আছি
যেখানে নিয়ম করে গাছেরা জন্ম নেয়
ঘরের জানালায় প্রতিদিন আলো ফোটে

পৃথিবীতে আমার জন্মদিন মানে
নিজের মধ্যে একটা বদলে যাওয়া ক্যালেন্ডার
আসলে প্রতিটি মুগ্ধ প্রেমের হাত ধরে
আমার ভেতরে নেমে আসে এক অদৃশ্য মেঘ
সেখানে নিয়ম করে বৃষ্টি হয়
আবার পূর্বশর্ত মেনে রোদ ওঠে

আমি এমন এক জায়গায় থাকি
যেখানে ছোঁয়ার আগে মন দিয়ে তোমাকে দেখিনি
তাই সমস্ত রাস্তায় সাদাকালো অনুভূতি কুড়োই
আর ঠোঁটের ফাঁকে তুমুল নেচে ওঠে চাঁদ
কবিতা কি আসলে এক শূন্যতার ঘর !
না কি আমার ঘরই এক দীর্ঘ কবিতা !

বিজ্ঞান চর্চার পাশাপাশি ভারত-বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য পত্রপত্রিকায় রুদ্রশংকরের লেখালিখি শুরু নব্বুয়ের দশকে। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা আট ও স্বাভাবিক ছন্দময়তার কারনে অনেক কবিতা সুরারোপিত হয়েছে। ২০১৬ সালে ভাষানগর পুরস্কার, ২০১৯ সালে বই-পার্বণ সম্মাননা ও কবিতা অবলম্বনে নির্মিত গানের জন্য ২০২০ সালে মিরচি মিউজিক এ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন|

বোধ
সংযুক্তা রায়

নিশ্চিন্তে কেটে যায় অনিশ্চিত দিনগুলো
শেষ থেকে শুরু হয়ে যায় জীবনের গল্প
নকশীকাঁথার মতো এলোমেলো রঙ্গীন সুতোগুলো
এঁকে যায় ইতিহাস
আমার ভেতরে জন্ম নেয় নতুন বোধের।
ফেলে আসা ঝরা দিনগুলোকে আজ
উড়িয়ে দিতে চাই তোমার আঙিনায়
যেন টুপ্ করে খসে পরা তারার মতো
ঠাঁই করে নিবে তোমার পিয়ানোয়
গলা ছেড়ে গান তখন ভৈরব থেকে বিলাবল
কবিতাগুলো জড়োসড়ো হয়ে শক্তিশালী পংক্তিমালা
তামাটে কুয়াশায় যখন নিবিড় ভালোবাসায়
আসক্তির প্রকাশ যেন
জানালা দিয়ে জোনাকির উঁকিঝুঁকি
এক মোবাইল দূরত্বে যখন ভালোবাসার বাস
তখন হাতের উপর উষ্ণ অনুভূতি যাতনাহীন স্পর্শ
দিনগুলি এখন যেন শুধু দিন নয়
এক আকাশের নিচে শুরু হয় অনিশ্চিত কবিতা।

সমসাময়িক কবি। সম্প্রতি "পরিযায়ী পাখির আকাশ" নামে তার একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। দেশে থাকাকালীন তিনি রেডিও ও টেলিভিশনে নিয়মিত সংবাদপাঠ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছেন। ২০০১ সালে তার সম্পাদিত পত্রিকা "প্রতিভা"এর মাধ্যমে তার সাহিত্য অঙ্গনে প্রকাশ।

ফিরিঙ্গি দুর্গাপুজো

রবীন্দ্র চক্রবর্তী

এখানে বঙ্গসমিতি বেশ বড়োসড়ো। আমেরিকার অন্যান্য বড়ো শহরের বাঙালী এসোসিয়েশনের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। পুজোতে হাজারের বেশি মানুষ আসেন। শুধু আটল্যান্টারই নয়, পার্শ্ববর্তী শহর থেকেও অনেকের জমায়েত হয় এখানে। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয়, বঙ্গ তনয়-তনয়ারা বেশ জাঁকিয়ে বসেছেন আটল্যান্টায়। তবে আসল গল্প বাইরে থেকে বোঝা যায় না, সেজন্যে ভেতরে যেতে হয়!

সাধারণভাবে অনেক ভারতীয়দের চোখে প্রবাসী বাঙালিরা দিলদরাজ, সংস্কৃতি-প্রিয় আর মুক্তমনের। খুব যে সবাই পুজো-আচ্চায় বিশ্বাস করেন তা নয়, তবে চপ্পল ছেড়ে, হাতজোড় করে মার অঞ্জলিটা না দিয়ে মাছ-মাংস খাবার লাইনে দাঁড়ানোটা এখনো চক্ষু-লজ্জার মধ্যে পড়ে। বেশির ভাগ পুরুষেরা পাঞ্জাবি-পায়জামা পরেন। আর তাক লাগানো হাল ফ্যাশানের শাড়ি-গয়না পরা মহিলাদের দেখলে শুধু যে চোখ জুড়িয়ে যায় তাই নয়, সেলফি আর ছবির দাপটে পুজোর কদিন ফেসবুকের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে ওঠে। এদেশে জন্মানো ছেলেমেয়েরা প্রমাদ গণে। পায়জামার দড়িকে রোপ বলবে না থ্রেড সে নিয়ে সাত আট বছরের ছেলেদের মধ্যে অনেক গবেষণা চলে। তবু বেশিরভাগ ছোট ছেলেমেয়েরা, যাদের প্রত্যুত্তর দেবার হিম্মৎ এখনো হয় নি, তারা মা-বাবার পছন্দসই জামা-কাপড় পরেই পুজোয় আসে। দৌড়াদৌড়ি করে। ঝালমুড়ি খায়। ফুচকা কাকে বলে চিনতে শেখে। বঙ্গ সংস্কৃতির একটা ভাঙা কোনা বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেন বাবা-মায়েরা যদি কোনোদিন তাদের বাঙালি জিন প্রকট হয়ে ওঠে, সেই আশায়। অধিকাংশ সময় এ প্রচেষ্টা হয়তো সফল হয় না, তবু দেখতে ভালো লাগে। বিজয়ার পরে দলাদলি যতই থাকুক, পুরুষেরা কোলাকুলি করেন, মহিলারা সিঁদুর খেলেন, সে মুহূর্তে হঠাৎ বাংলার একটা দমকা আনন্দ হাওয়া সবাইকে স্পর্শ করে যায়। ছোটবেলার কথা, দেশে ছেড়ে আসা মা-বাবার কথা, বন্ধুদের কথা মনে পড়ে যায়। তবে সে রেশ বেশিক্ষণ থাকে না। পুজোর সময় বাঙালিদের

অনেক কাজ। একটু পরনিন্দা পরচর্চা না করলে পুজোয় আসার মানেটাই তো বৃথা। তাই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সমালোচনা, খাবার দাবারের কোয়ালিটি নিয়ে মন্তব্য তো বারোয়ারি পুজোর প্রাপ্য। তবে আলোচনার আসল বিষয় হয়, পুজো কমিটি। কেউ বলে দারুণ আর কেউ বলে যা-তা! তবু প্রতি বছর পুজো চলতে থাকে। আগের বছর যাকে আপনি কিছু জানেন না মশাই বলা হয়েছিল, তাঁকেই সেধে সেধে কমিটির প্রেসিডেন্ট করা হয়।

তবে নতুন জেনারেশন বেশ চালাক। কেউ বেগার খেটে গালি খাবার জন্যে তৈরী নয়। তাই প্রেসিডেন্ট রত্নটি খুঁজে পাওয়া আজকাল আর সহজ হয় না। বাইরের স্টেট্ থেকে একটু অল্পবয়সী কোনো পরিবার যদি আটল্যান্টায় আসে, তাহলে প্রাক্তন হত্তাকত্তাদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। একটু সুন্দর দেখতে, স্মার্ট পরিবার হলে তো কথাই নেই। আর নতুন পরিবারের বৌ বা ছোট মেয়ে যদি নাচতে-গাইতে পারে তাহলে তো সোনায় সোহাগা। তাদের খাইয়ে-দাইয়ে, তারিফ করে মাথায় করে রাখা হয়। তবে গত কয়েক বছরে তাতেও কাজ দেয় নি। এরা ব্রহ্মচারী অর্জুনের ব্রহ্মচর্য্যকেও হার মানায়।

কয়েক বছর মন্দার পর এ বছর মা দুর্গা মুখ তুলে চেয়েছেন। নবাগতা পিয়া আর তার বর দেবের তুলনা হয় না। পিয়া আমেদাবাদের মেয়ে। হাসিখুশি। দেখতে দারুণ সুন্দরী। দেবও খুব প্রাঞ্জল, স্মার্ট আর চমৎকার কথা বলতে পারে। বাংলা, ইংরিজি, হিন্দি তিন ভাষাতেই পোক্ত। ওদের চার বছরের মেয়ে কেকা সবার ভীষণ আদরের। পিয়া জুলাই মাসে আটল্যান্টায় এসেই এক সপ্তাহ রিহার্সাল করে নাচ করে স্টেজ মাত করে দিয়েছিল। পিয়া কেকা জন্মানোর আগে অবধি ব্যাঙ্কে কাজ করতো; এখন কেকাকে দেখার জন্যে সেসব ছেড়ে দিয়েছে। তবে বাড়ি বন্দী থাকতে থাকতে মাঝে মাঝেই হাঁফ ধরে যায় ওর।
পিয়া আগামী বছরের পুজোর প্রেসিডেন্ট হতে একবাক্যে রাজি হয়ে গেল। বলল ওর সময় পুজোর ফোকাস অন্যরকম হবে। ওর ইচ্ছে দেশের আর ওদেশের সংস্কৃতির একটা মিশ্রণ ঘটানোর যাতে এদেশে জন্মানো ছেলেমেয়েরা 'ফিশ-আউট-অফ-ওয়াটার' না মনে করে! ও অনেক ভেবেচিন্তে ওর সদস্যদের বেছে নিয়েছে। কেউই কলকাতার সাদামাটা বাঙালি নয়। সবাই রোগা-ছিপছিপে মেয়ে। ওদের কথাবার্তায় একটু আন্দোলন আন্দোলন ভাব। অনেক বয়স্ক মানুষ চমৎকৃত। ডায়নামিক মেয়েরা না এলে বঙ্গসমাজের মুখ উজ্জ্বল হয় কি করে! দেব বেশ গর্বিত।

দেখতে দেখতে পুজোর সময় এসে গেল। পুজো দেখতে এসে দর্শকদের ভিরমি খাবার জোগাড়। মা দুর্গা, লক্ষ্মী আর সরস্বতী সালোয়ার কামিজ পরা। কার্তিক জিনস আর টি-শার্ট। গনেশ ধুতি পাঞ্জাবি। ঠাকুরদের রঙ সব তামাটে-তামাটে; আর মহিষাসুর ফর্সা, নীল চোখ; বেশ রোমান্টিক দেখতে। মা দুর্গা বসে আছেন একটা লায়ন ব্র্যান্ডের ফাইটের জেটে; সিংহ ব্র্যান্ডটা অনেকটা এম. জি. এম এর সিংহের মতো দেখতে। লক্ষ্মীদেবী একটা পেঁচা মার্কা বিমানে আর গনেশ ইঁদুর মার্কা হোভার বোর্ডের ওপর ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করছেন। সরস্বতী একটা রাজহাঁস আকারের মোটর বোটে আর কার্তিক একটা ময়ূর ব্র্যান্ডের মোটর বাইকে চড়ে। কার্তিকের বেল্টে একটা আইফোন।

সবার মনে অনেক প্রশ্ন। পিয়া মাইক ধরে বলার চেষ্টা করছে, বাঙালিরা নিজেদের প্রগতিশীল বলে। আমরা যেটাকে পুজো করি সেটা তো অন্তত সঠিক দিক দেখাবে - নাকি? কে শাড়ি পরে যুদ্ধ করতে পারেন বলুন দেখি? আর কোন মা-বাবা তার ছেলেকে ময়ূরের ওপর বা ইঁদুরের ওপর চড়তে দেবে দেখতে চাই! আমরা অন্য ধর্মদের বলি পুরাতন পন্থী, আমরা নিজেরা কি তা নই? তাছাড়া যদি আপনারা ধর্ম নিয়েই প্রশ্ন করেন তাহলে বলতে হবে, আমাদের ধর্মে সাকার-নিরাকার দুটোই মানা হয়। বলা হয় ঈশ্বরকে যেকোনো রূপে চিন্তা করা সম্ভব। আপনারা যাঁরা তাঁর বাইরের রূপকে এতো বড়ো করে দেখছেন তাঁরা তো আমাদের ধর্মের মানেটাই বুঝতে পারেন নি! যুক্তি অকাট্য হলেও সবাই খাঁখাঁ করে ওঠে। বিশেষতঃ বয়স্করা। তাঁদের জাত যাবার মতো অবস্থা।

অঞ্জলি দেবার আগে সবাইকে মাটিতে বসিয়ে পনেরো মিনিট ধ্যান করতে অনুরোধ করা হলো মাইকে। খুব শান্তস্বরে একটা ওঁ মন্ত্র চালানো হলো; জায়গাটায় আলো কমিয়ে দেওয়া হলো। ধ্যান শেষে অঞ্জলির

প্রতিটা মন্ত্র বাংলা আর ইংরিজিতে মানে করে বলা হলো। তারপর প্রসাদ হিসেবে বিতরণ করা হলো অভ্যাকাডো স্যালাড, করলার টিক্কি আর স্বাস্থ্যকর ফিঙ্গার ফুড।

হঠাৎ দর্শকেরা ভয়ানক চটে উঠলেন। আরে তোমরা কি পুজোর নামে মস্করা পেয়েছ? পুজো একটা পবিত্র ব্যাপার; একটা রীতি আছে। কতগুলো চ্যাংড়াদের কাজ করতে দিলে এই হয়। ধীরে ধীরে রাগ তীব্র হতে শুরু করলো। সবাই পুজো কমিটিকে প্রায় মারধোর করতে এলেন।

পিয়া মাইক ধরে বললে, আপনারা শান্ত হোন। অডিটোরিয়ামের ভেতরে আরেকটা পুজোর ব্যবস্থা করেছি; আপনাদের পছন্দসই পুজো। বলার সাথে সাথে অডিটোরিয়ামের দরজা খুলে গেল। অনেকে বুজরুগির সীমা কতটা দেখতে ভেতরে গেলেন। পিয়ার কথা একদম ঠিক। ট্র্যাডিশন মেনে ভেতরে প্রতিমা আর পুজোর আয়োজন করেছে পুজো-কমিটি। সেখানে নৈবেদ্য থেকে পুজোর সব আয়োজন বিধিমত প্রস্তুত।

দেব মঞ্চে মাইক নিয়ে বলল, আমরা এটা একটা সোশ্যাল এক্সপেরিমেন্ট করেছিলাম। পুরো ঘটনাটা ভিডিওতে রেকর্ড করা হয়েছে! ধর্মকে আধুনিকরণ করা যে কত শক্ত সেটাই জানতে চেয়েছিলাম আমরা।

লেখকের তরুণ স্কুলজীবন কেটেছে শান্তিনিকেতনে। ১৯৯০ সালে উচ্চশিক্ষা খাতিরে পাড়ি দেন আমেরিকায়। পত্রভারতী থেকে প্রকাশিত তাঁর বই "প্রবাসের গপ্পোসপ্পো", "প্রবাসের আরো গপ্পো" ও “প্রবাসের কথকতা” দেশে-বিদেশে বহুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তাছাড়াও তাঁর লেখা ভারতে ও আমেরিকার প্রায় দশটা সংস্থার পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি তাঁর গল্পের সংকলন “Smiles from Miles” ইংরিজিতে অনূদিত হয়েছে।

শিউলিস্মৃতি
অনুপকুমার আচার্য

আমাদের উঠোনে একটা শিউলিগাছ ছিল।
শ্রাবণের কান্না শেষে
কমলা - সাদা হাসির গন্ধে ভরে উঠত
চারপাশের ভূখণ্ডের সাথে গোটা বাড়ি;
কোন কোন গন্ধের শব্দ থাকে---
শব্দের কিছু ভাষা!
উৎসবের অমর্ত্য শব্দ গন্ধের ভাষায়
তখন ভরে ওঠার পালা
গোলাভরা শস্যের মতো!
শুধু ফুল নয়, কেনা জানে---
অপেলব গভীর সবুজ পাতার মোহে
কী টান, কী টান! আমাদের নয় শুধু
পড়শি হৃদয়ের প্রেম --- অবৈধ হলেও!
উৎসব যামিনী শেষে হেমন্ত বাতাসে
সে গন্ধের শরীরে অশ্রুত
কী বেদনার ভাষা --- যে জানে সে জানে!

হায়, সেদিন গেছে। অমৃত বৃক্ষের সমাধির পাশে
এখন মাথা তুলে মনুষ্য আবাস
ইট কাঠ পাথরের অট্টহাসি
বধির মুখর তবু
অহরহ উসকে দেয়: শিউলিস্মৃতি
আমাদের উঠোনে একটা শিউলি গাছ ছিল!

লেখক অবসর প্রাপ্ত ব্যাঙ্ক কর্মচারী। বহুদিন ধরে কবিতা লিখছেন। তিনটি কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে। বাটানগর (দক্ষিন ২৪ পরগনার) স্থায়ী বাসিন্দা।

দুর্গাস্তোত্র
সজল চট্টোপাধ্যায়

(১)
গ্রীষ্ম শীতের তুমুল লড়াই, বর্ষা আঁটে ফন্দী।
চতুর্দিকে জলপ্লাবন, শরৎ আনে সন্ধি।
নীল আকাশের পশম ফ্রেমে বিছিয়ে দিয়ে সুধা,
আগমনীর গান বাড়াল উৎসবের এই ক্ষুধা।
হিমঝুরি ফুল,কাশ,শিউলি, পান্থ পাদপ সাথে,
গগন শিরীষ , ছাতিম, বকুল—মিলল নবীন প্রাতে।
সন্ধ্যে হতেই আতশ বাজি , আলোর মঞ্জরিকা।
জনস্রোতে ভেসে বেড়ায় প্রগল্ভা বালিকা।
তোমার দুর্গা মণ্ডপেতে আসীন সেজে গুজে।
আমার দুর্গা খানাখন্দে বাঁচার রসদ খোঁজে!

(২)
চাপা গড়ন, ময়লা বসন, ঘরেতে নেই মন।
বৃষ্টিঝড়ে আম পড়বে? ভাবছি সারাক্ষণ
খেলনা হলো বৈচি ফল, আম-আঁটির ভেঁপু।
খেলার সাথী, প্রাণের প্রিয় আমার অনুজ অপু।
হরিহর পিতা আমার, হরি'তে মন,মতি।
হরণ বিদ্যা শিখলে কিছু, বাড়তো চলার গতি।
পুরাণের দুর্গা তুমি, দশপ্রহরিণী।
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবে মিলে গড়ে কাত্যায়নী।
দারিদ্র্য নির্মম অসুর। তবুও নির্ভয়া,
খালি হাতে যোধে সদা মাতা সর্বজয়া।
দুর্গা নামে কি মাহাত্ম্য? কি বা আসে যায়!
দিবস রজনী কাটে গভীর শঙ্কায়।
জলে ভিজে, জ্বরে পুড়ে, মরিনু অকালে।
তবুও যাত্রার পথে, সবে দুর্গা,দুর্গা বলে!
না আছে বিভূতি মোর, না আছে ভূষণ।
পথের পাঁচালী গেয়ে, ফুরাল জীবন।

পেশায় সিডিসি তে অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, নেশায় অবসর সময়ে লেখালেখির প্রচেষ্টা— রচয়িতা গত পঁচিশ বছরের ওপর আটলান্টার বাসিন্দা।

সকলকে জানাই শুভ
শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা।
দেবাশীষ, সুদেষ্ণা ও আয়ুষ
এর পক্ষ থেকে সবার জন্য
অনেক শুভকামনা রইল।

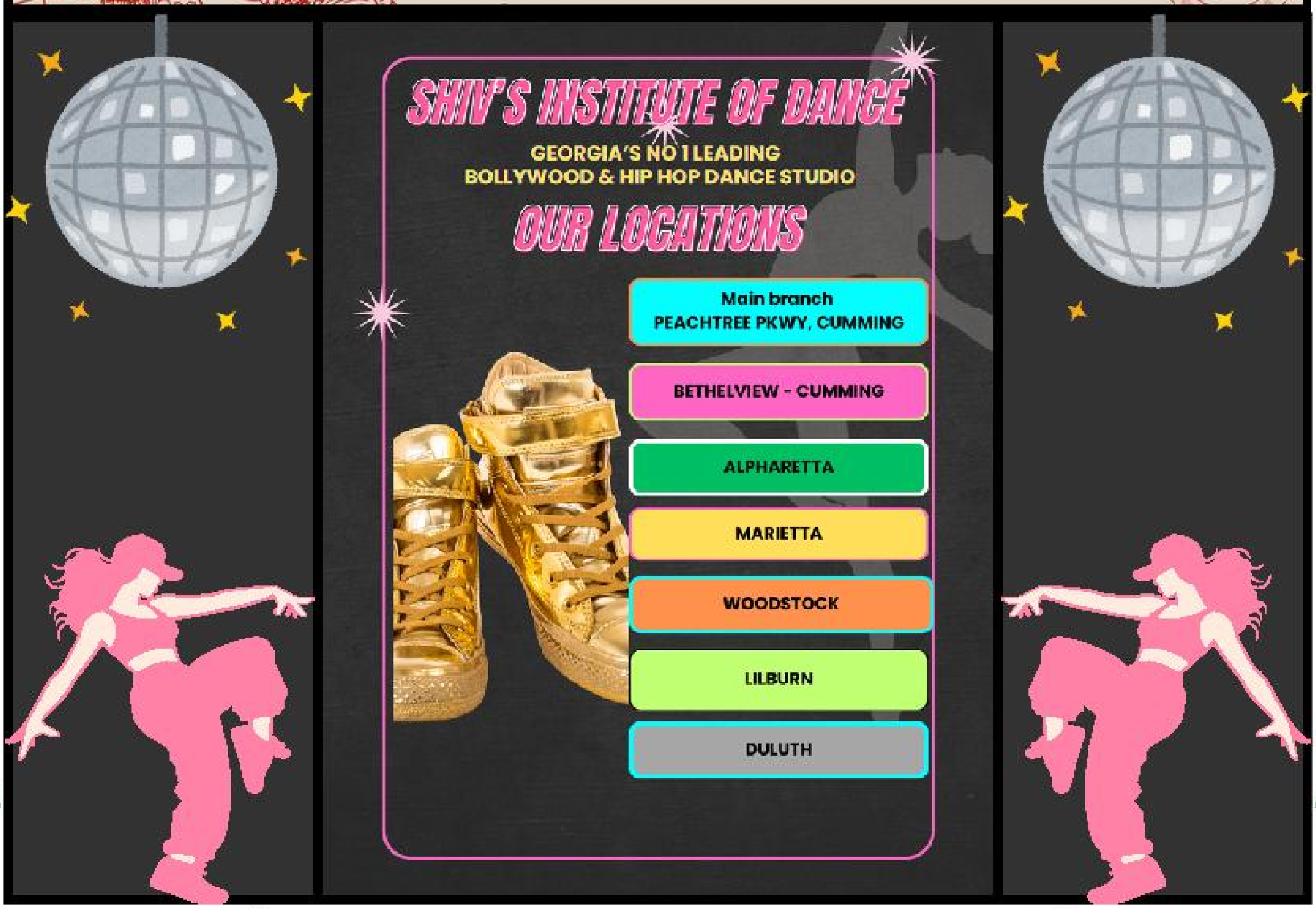

SHIV'S INSTITUTE OF DANCE
GEORGIA'S NO 1 LEADING
BOLLYWOOD & HIP HOP DANCE STUDIO
OUR LOCATIONS
Main branch
PEACHTREE PKWY, CUMMING
BETHELVIEW - CUMMING
ALPHARETTA
MARIETTA
WOODSTOCK
LILBURN
DULUTH

Sri Krishna Vilas
PURE INDIAN VEGETARIAN
OPENING HOURS
MONDAY-THURSDAY
10:00 AM to 10:00 PM
FRIDAY-SUNDAY
08:00 AM to 10:00 PM
23 YEARS
+14702398804
2255 Callaway court cumming Georgia 30041

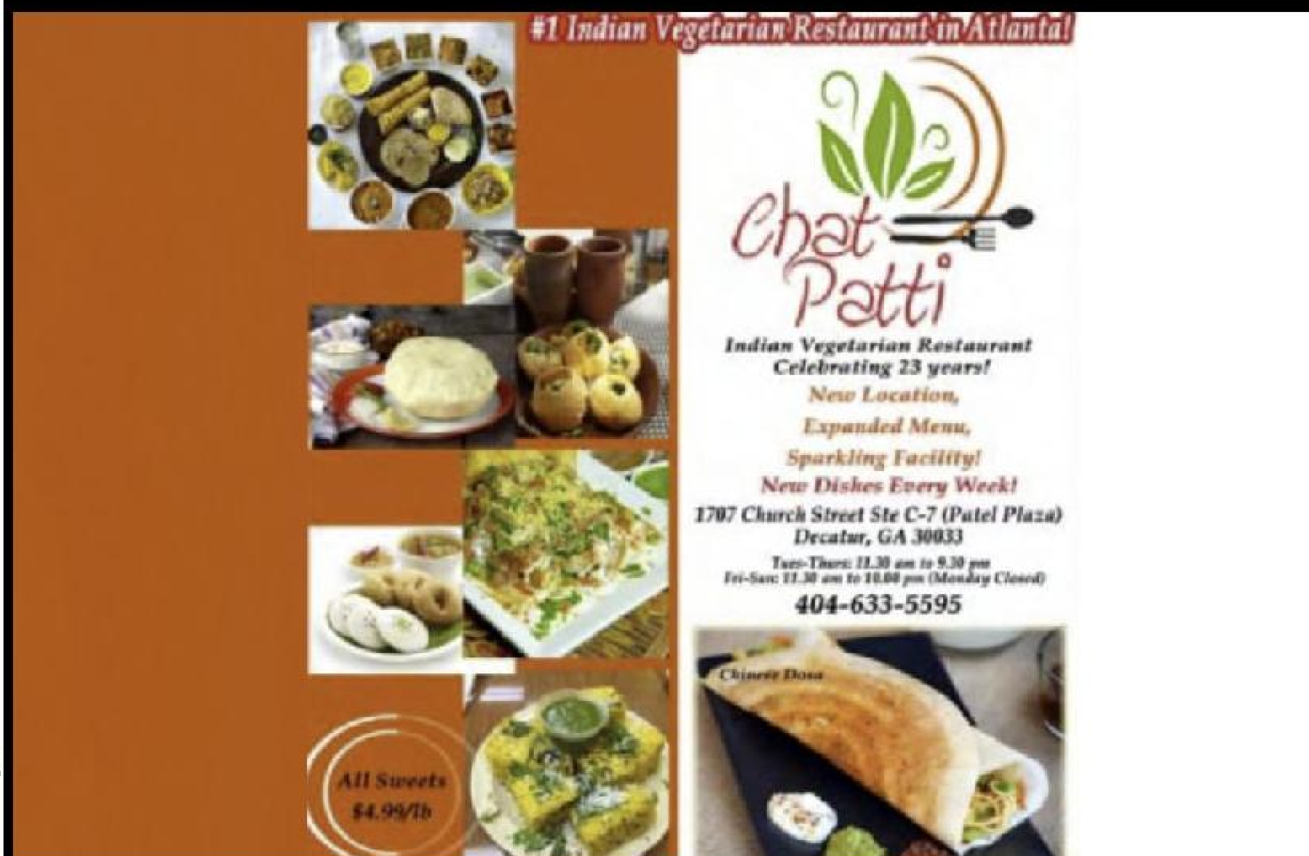

#1 Indian Vegetarian Restaurant in Atlanta!
Chat Patti
Indian Vegetarian Restaurant
Celebrating 23 years!
New Location,
Expanded Menu,
Sparkling Facility!
New Dishes Every Week!
1707 Church Street Ste C-7 (Patel Plaza)
Decatur, GA 30033
Tues-Thurs: 11.30 am to 9.30 pm
Fri-Sun: 11.30 am to 10.00 pm (Monday Closed)
404-633-5595
All Sweets
$4.99/lb

লড়াই

মানস দে

"একটা শুয়োর কোথাকার, লজ্জা করে না বাপের পয়সায় বসে বসে গিলতে। ফালতু টাইম নষ্ট না করে একটু দোকানে গিয়ে তো বসলে দুটো পয়সা আসে।" বলেই ক্রুদ্ধ বিমল গর্জন করতে করতে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। আসলে হয়েছে কি ছেলে শিবা সেই যে সকাল থেকে বেরিয়েছিল, বাড়ি ঢুকলো ঠিক সন্ধ্যের আগে। ফুটবল খেলার খুব শখ। আজ একটা ফুটবল টুর্নামেন্ট ছিল। পাড়ার টিমের সবচেয়ে কনিষ্ঠ আর নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় ও। ফরোয়ার্ডে খেলে, শিবা না খেললে গোল করবে কে? ক্লাস টেনে পড়ে। স্কুলের হয়েও খেলে, শুধু খেলে বললে ভুল বলা হবে, শিবা ছাড়া টিম ভাবা যায় না।

পড়াশুনায় ভালো না শিবা। সবসময় মাথার মধ্যে ফুটবল ঘুরছে। বাড়ির আর্থিক অবস্থাও বেশ খারাপ। মোড়ের মাথায় বাবার একটা চায়ের দোকান আছে। তার থেকে যা আয় হয় তাতে টেনেটুনে চলে যায়। মা শর্বানী দেবী অসুস্থ, খুব একটা কিছু করতে পারেন না। চিকিৎসার জন্যে জমানো যা টাকা ছিল সবই প্রায় নিঃশেষ। হাত চাষের দু বিঘা জমির এক বিঘা বিক্রিও হয়ে গেছে। পড়ে আছে রাস্তার ধরে ছোট্ট ওই দোকানটা। মা-অন্ত প্রাণ শিবা। ছোটবেলা থেকে বল খেলতে খুব ভালোবাসত। একদম ছোট থেকেই খেলার সাথী ছিল ওর বল। একটাই খেলনা। যখন খুব কাঁদত, মা ওকে বল দিয়ে বসিয়ে দিলেই একদম চুপ করে যেত। বছর ছয়েক বয়েস থেকেই এতো জোরে আর এতো নিখুঁত ভাবে বল শুট করত বাচ্চা-বুড়ো সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকত। কেউ কেউ তো বলতো এ ছেলে বড় হয়ে মারাদোনা হবে।

কিন্তু গরিবের সংসারে যেখানে অনেকসময় পড়াশুনা করাই বিলাসিতা, সেখানে খেলার কথা কেউ কি আর ভাবতে পারে? শিবাকে নিয়ম করে সন্ধ্যেবেলায় দোকানে কাপ-ডিশ ধুতে হত। স্বভাবতই স্কুলের পড়া হতো না, স্কুলে যেতে তাই ভালোও লাগত না। যাই হোক করে পাস করত। আমাদের সমাজে পড়াশুনায়

ভালো না হলে কোনো কিছুরই যেন দাম নেই। শিবারও খানিকটা তাই হয়েছিল। স্কুলে গিয়ে শেষ বেঞ্চে বসত। বেশ চুপচাপ শান্তশিষ্ট স্বভাবের ছেলে ছিল শিবা। অঙ্কের স্যার নরহরিবাবুর হাতের সুখ করার জন্যে আদর্শ ছিল শিবা। একজন শিক্ষক কেন জেনেশুনে এক বাচ্চাছেলেকে সবার সামনে অপদস্থ করে আর নির্মম বেত্রাঘাত করে নিজের জ্ঞানের আর গাম্ভীর্যের বহিঃপ্রকাশ করতেন কে জানে? কোন শিক্ষায় এঁরা শিক্ষক? ওকে কেউ ধর্তব্যের মধ্যেও আনত না। শুধু স্কুলের ফুটবল ম্যাচ থাকলে ওর ডাক পড়ত। তবে অবশ্য আরেকজন ছিলেন যিনি শিবাকে খুব ভালোবাসতেন - খেলার স্যার অলোক বাবু। আসলে অলোক বাবুও এক খেলা পাগল লোক। ওর খেলা দেখে ওকে একজোড়া খেলার বুট কিনে দিয়ে বলেছিলেন - শিবা তোকে পড়াশুনা করতে হবে না, তুই শুধু বড় হয়ে কলকাতার বড় ক্লাবের হয়ে খেলে দেখা। আমি খুব খুশি হব। এক পনেরো-ষোল বছরের বাচ্চা ছেলে যে বাকি শিক্ষকদের কাছে সবসময় একটা ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের পাত্র, সেখানে অলোক বাবুর এই কথাগুলো যেন কিছুটা হলেও সেই ক্ষতে প্রলেপ দিত।

কিন্তু যেখানে নুন আনতে পান্তা ফুরায় সেখানে খেলাধুলার স্বপ্ন দেখা বাতুলতা। তাই বিমলও চাইত নমো নমো করে মাধ্যমিক পাস করে যেন ছেলেটা দোকানে বসে। ফালতু পড়াশোনা করে হবেই বা কি? তাদের মতো লোককে কেই বা আর চাকরি দেবে? তার চেয়ে দোকানে গিয়ে বসলে দু-পয়সা আয় হবে আর বিমলেরও একটু সুবিধা হবে। আর সেজন্যেই মাঝে মাঝে যখন সন্ধ্যাবেলায় দোকানে আসতে দেরী হতো শিবার, তখন মাঝে মাঝেই মেজাজ হারিয়ে গালিগালাজ করতেও শোনা যত বিমলকে। যত রাগ গিয়ে পড়তো ওই খেলার ওপর। একে মায়ের চিকিৎসার খরচ, তার ওপর দোকান ছেড়ে যদি ছেলেটা বাইরে গিয়ে বল পিটিয়ে আসে কারো মাথার ঠিক থাকে? সে জন্যেই সেদিন প্রচন্ড রেগে গেছিল যেদিন পাড়ার ক্লাবের হয়ে টুর্নামেন্ট খেলতে গেছিল শিবা। রাগের মাথায় দুটো চড় কষিয়ে বলেছিল এই শেষবার এর পর যদি তোকে আর একদিনও বলে পা দিতে দেখি সেদিনই তোর পা দুটো ভেঙ্গে রেখে দেব। এই বলে ম্যান অফ দি টুর্নামেন্টের ট্রফিটা ছেলের হাত থেকে নিয়ে আছড়ে ভেঙ্গে দিয়েছিল। একবার ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাওয়া ভাঙ্গা টুকরোগুলোর দিকে আরেকবার বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল ছেলেটা, কিছু বলেনি। মনে হচ্ছিল যেন কেউ ওর স্বপ্নগুলোকে হাতুড়ি দিয়ে খান খান করে দিল। যত গরিবই হোক না কেন বাঁচতে গেলেও মানুষের কিছু বিলাসিতা লাগে। স্বপ্নও একপ্রকারের বিলাসিতা, শুধু পয়সা লাগে না এই যা। শিবার সেই একমাত্র বিলাসিতার জায়গাটা আজ যেন কেউ ছিনিয়ে নিল। স্তব্ধ, বিমূঢ় হয়ে গেছিল শিবা।

অসুস্থ শরীর নিয়ে মা ট্রফির ভাঙা টুকরো গুলি কুড়াতে কুড়াতে বলেছিল - আজ আছি কাল নেই, শেষ কটা দিন ছেলেটাকে আর অমনি করে নাই বা মারলে? সেই রাতে আর কিছু খায়নি ছেলেটা। রাতের বেলায় মায়ের কাছে এসে বলেছিল – "মা আর কোনোদিন খেলতে যাব না। তোমাকে কথা দিলাম।" মা সস্নেহে ছেলের মুখটা নিজের কাছে টেনে নিয়ে দুগালে দুটো হাত রেখে বলেছিল – "আমি তোর বাবার সঙ্গে কথা বলব যাতে করে তোকে মাঝে মাঝে হলেও খেলতে দেয়।" ছেলে শুধু ঘাড়টা এপাশ ওপাশ করে বলেছিল- "না।" আলো-আঁধারী পরিবেশে দুজনের চোখই যে ভিজে গেছিল অপরজনের বুঝতে তা অসুবিধা হয়নি।

তার ঠিক একমাস পর স্কুলের একটা ম্যাচ ছিল অন্য একটা স্কুলের সাথে। ফুটবলে ওই দুই স্কুলের রেষারেষি ছিল ভালোই। অনেকবার বুঝিয়েও যখন লাভ হল না তখন শিবাকে ছাড়াই খেলতে গেছিল স্কুলের টিম। বলাই বাহুল্য সেই ম্যাচে হারতে হয়েছিল শিবার স্কুলকে। পরে খেলার টিচার অলোক বাবু শিবার না খেলার প্রকৃত কারণ জানতে পেরেছিলেন। যাই হোক দুমাস পর সুব্রত কাপ আসছে। এই প্রথমবার সুব্রত কাপ খেলতে যাবে স্কুল। শিবা যদি না খেলে কপালে অনেক দুর্গতি আছে। প্রথম রাউন্ডেই হয়তো বেরিয়ে যেতে হবে। অলোক বাবু একদিন এলেন শিবার বাবার সঙ্গে দেখা করতে। কুশল বিনিময়ের পর আলোক বাবু বিমলকে বললেন - "শিবার টেস্টের রেজাল্টের যা অবস্থা, তাতে তো ওকে মাধ্যমিকে বসতে দেওয়া হবে না। সেটা জানাতেই

আসা। তবে অবশ্য একটা উপায় আছে।

- কি উপায়?

- ওকে ফুটবল খেলতে দেওয়া হোক। কথা দিলাম আপনি যদি না চান মাধ্যমিকের পর আর ওকে কখনো খেলতে বলবো না। সেটাই হবে ওর শেষ খেলা। খেলার জন্যে ওর যতটা পড়ার ক্ষতি হবে তার চেয়ে অনেক বেশি আমি ওকে পড়া দেখিয়ে সাহায্য করতে পারব। মাধ্যমিক পাস করতে অসুবিধা হবার কথা নয়।

বিমলকে একাধারে একটা প্রছন্ন হুমকি ও একটা টোপ দিলেন অলোকবাবু। বিমল ভাবলো প্রস্তাবটা মন্দ নয়। এমনিই তো আর মাধ্যমিকের পর শিবা পড়াশুনা করবে না। আর কয়েকটা মাত্র মাস। যদি ফুটবল খেললে মাস্টারমশায় পড়া দেখিয়ে দেয় আর তাতে যদি ছেলে পাস করে যায় তাহলে তো ভালোই। আলোকবাবুর প্রস্তাবে রাজি হয় বিমল।

শিবা যখন জানতে পারল সে আবার খেলতে পারবে জানিনা তার আনন্দ হয়েছিল কিনা। মুখ দেখে বোঝার উপায় ছিল না - নির্বিকার। কিছু মানুষ দুঃখ বা সুখেও কি করে এতো ভাবলেশহীন থাকতে পারে কে জানে? হয়তো ভেতরে এতটাই দুঃখ, ক্ষণিক সুখ তাকে ভুলিয়ে ভেতরের আনন্দটা টেনে বের করতে পারে না। হয়তো বা সুখ, দুঃখের ঊর্ধ্বে উঠে জীবনকে উপলব্ধি করার বিরল গুণের অধিকারী - কিন্তু তাই বলে এই বয়েসে? কে জানে? যাই হোক সুব্রত কাপ খেলার জন্যে স্কুল টিম দিল্লী গেল। এই প্রথম গ্রামের বাইরে পা রাখল শিবা।

এতদিন সে শুধু কলকাতা শুনেছে। আজ হাওড়া স্টেশনে পা রেখে একসঙ্গে এতো মানুষের ভিড় দেখে একটু হকচকিয়ে গেল যেন। সব কিছুই কী বিশাল! দূরপাল্লার ট্রেনে প্রথমবার উঠল। চোখে মুখে এক অপার বিস্ময়। গ্রামের বাইরে পৃথিবীটা এতো বড়! এতো ভীড়ের মাঝে সে একটা ছোট্ট মানুষ। সে কি পারবে এই বিশাল পৃথিবীতে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে। এটাই তো তার জীবনের শেষ টুর্নামেন্ট। হয়তো আরেকটা ম্যাচ কি বড়োজোর দুটো। তারপরই তো সব শেষ। ভাবতে ভাবতে হারিয়ে যায় শিবা।

শিবাদের কেউ হিসাবের মধ্যেও আনেনি। কিন্তু একটার পর একটা রাউন্ড জিতে শেষ আটে পৌঁছে যাবার পর লোকজন ওদের নিয়ে কথা বলা শুরু করল। আর মাত্র দুটো ম্যাচ জিতলেই ফাইনাল। এতটা কেউ আশা করেনি। প্রতিটি ম্যাচে নিয়মিত গোল করে দলকে জিতিয়ে যাচ্ছে শিবা। কোয়ার্টার ফাইনাল খেলা বোকারোর একটা টিমের সঙ্গে। বেশ ভালো টিম। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। এক্সট্রা টাইমের একদম শেষে শিবার করা গোলে জেতে ওদের স্কুল। তারপর সেমিফাইনাল, আর মুখোমুখি দিল্লীর এক কুলীন টিম। সেখানে মীমাংসা হয় টাই-ব্রেকারে, জেতে শিবাদের স্কুল। প্রতিটা ম্যাচেই শিবা যেন তার আগের ম্যাচের পারফরম্যান্সকে ছাপিয়ে যাচ্ছে। প্রতিটা ম্যাচেই মনে হয়েছে এটাই যেন তার শেষ ম্যাচ। প্রত্যেকবার মনে হয়েছে আজকেই যেন তার জীবনের শেষদিন। মাঠে নেমে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছে। কেউ ভাবেনি কোনো এক অজ গাঁয়ের কোন এক স্কুল হঠাৎ করে এমনি ফাইনালে উঠে যাবে। স্কুল থেকে সব টিচাররা খেলা দেখতে আসেন, আসেন নরহরিবাবুও। অলোকবাবু নিজে উদ্যোগী হয়ে শিবার বাবা-মা কে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেন। মায়ের অসুস্থতার কারণে শুধু বাবাই আসে ফাইনাল দেখতে। শিবাকে জানতে দেওয়া হয়না এ কথা। জানলে বেচারা টেনশনে পড়ে যেতে পারে।

ফাইনাল খেলা শুরু হতে যাচ্ছে। প্রতিপক্ষ শিলংয়ের এক নাম করা পাবলিক স্কুল। দেখলেই বোঝা যায় সব অবস্থাপন্ন বাড়ির ছেলে। জুতো থেকে জার্সি সবই ঝকঝকে। আলাদা করে খেলার কোচ, ম্যাসিওর। অপরদিকে কিছু আধপেটা খাওয়া, ছেঁড়া মোজা আর পুরানো জুতো পরা হতদরিদ্র কিছু ছেলে। যাদের কোচ কাম মাস্টার কাম সবকিছুই অলোকবাবু। আর এদিকে শিবা নামছে তার জীবনের শেষ ম্যাচ খেলতে। সেই রকমই তো কথা ছিল। তারপর তো সেই আবার এঁঠো কাপ-ডিশ ধোয়া, বাবা আর খদ্দেরদের গালিগালাজ। খেলা শুরুর আগে অলোকবাবু শুধু একটা কথাই শিবাকে বলে - "এটাই তোর শেষ ম্যাচ। শেষবারের মতো লড়াই একটা দেখিয়ে দে। তোর হারানোর কিছু নেই।"

খেলা শুরু হয়। এতদিনে শিবাকে সবাই চিনে গেছে।

মার্কিং রাখা হয়েছে ওর পেছনে। বিপক্ষের স্ট্রাইকারও বেশ ভালো। তাই ওর জন্যেও কিছু ভাবনা-চিন্তা আছে শিবাদের। কিন্তু খেলার ঠিক সাত মিনিটের মধ্যেই সাইড ব্যাক প্রশান্ত দু-দু বার খুব বাজে ভাবে ওদের স্ট্রাইকারকে ফাউল করার জন্যে রেড কার্ড দেখে মাঠের বাইরে। শিবাদের টিমে এখন দশ জন। সব প্ল্যানিং ভেস্তে গেল। একের পর এক প্রতিপক্ষের আক্রমণের ঢেউ সামাল দিতে হিমশিম খেতে হচ্ছিল শিবাদের। শিবাকেও নেমে খেলতে হচ্ছিল রক্ষণভাগ সামাল দিতে। ঠিক পনেরো মিনিটের মাথায় গোল খেয়ে পিছিয়ে পড়ে শিবাদের দল। তারপর আবার খেলা শুরু হয়, আসতে আসতে ছন্দে ফেরে শিবার দল। মাঝ মাঠ থেকে একা চার পাঁচ জনকে ড্রিবল করে ওদের পেনাল্টি বক্সের মাথায় পৌঁছে যায় শিবা। একটুর জন্যে শটটা লক্ষভ্রষ্ট হয়। ওই একটা আক্রমন শরীরী ভাষা পাল্টে দেয় শিবাদের। তারপর থেকে মাঠের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে শিবার একেকটা দৌড় বিপক্ষের ডিফেন্সকে তছনছ করে দেয়। শরীরের একেকটা ভাঁজ, একটা কোমরের দোলুনিতে ছিটকে যায় প্রতিপক্ষের দু-তিনটে প্লেয়ার। একের পর এক আক্রমনের ঢেউ আছড়ে পড়ে বিপক্ষের গোলমুখে। মনে হয় সমস্ত বঞ্চনার বিরুদ্ধে একা প্রতিবাদ করে চলেছে একটা বাচ্চা ছেলে। একেকটা আগুনের গলার মতো শট যেন বাবাকে অভিমানে বলতে চাইছে পারবে এর চেয়েও জোরে আমার গালে থাপ্পড় মারতে। শিবার কাছে যেন আজকের দিনই জীবনের শেষ দিন। বলটা নিয়ে সাইডলাইন বরাবর শ্রেফ গতিতে তিনজনকে হারিয়ে বাকি দুজনকে শৈল্পিক সৌন্দর্য্যে কাটিয়ে যে শটে বলটাকে জালে জড়ালো, মনে হলো যেন জালটাও ছিঁড়ে যাবে। মনে হলো জীবনের সব জ্বালা যন্ত্রণার জবাব আজ সে পায়ে দিচ্ছে। আমিও পারি আমার জায়গায়। বলতে চাইছে জীবনের কোনো মুহূর্ত এই ভাবে বেঁচেছো নরহরি? শাসন যদি করতে হয় এই ভাবে করবে। যে শাসনে শত্রুর মাথাও শ্রদ্ধায় নত হবে। একটা এগারোজনের টিমকে নিয়ে দশজনের একটা টিম যে ভাবে ছেলেখেলা করলো তাতে বোধহয় রেফারিরও সন্দেহ হচ্ছিল। ঠিক দশ জন্যেই খেলছে তো শিবারা? দেখতে দেখতে হাফটাইম হয়ে যায়। খেলার ফল ১-১।

আর কয়েক মিনিট মাত্র। দ্বিতীয়ার্ধ শুরু হতে চলেছে। শিবা একদম চুপচাপ। দেখলে মনে হবে যেন মৃত্যুর প্রহর গুনছে। হ্যাঁ মৃত্যুই তো? ওর জীবন থেকে কেড়ে নেওয়া হবে ওর জীবনের হৃদপিন্ডটা। আর মাত্র কয়েক মিনিট ও বাঁচবে তারপর মৃত্যু হবে একটা স্বপ্নের। দ্বিতীয়ার্ধ শুরু হল। নিজেদের পেনাল্টি বক্স থেকে ধীরে ধীরে মাঝমাঠ। তারপর হঠাৎ করে একটার পর একটা প্লেয়ারকে কাটিয়ে শিবা এখন বিপক্ষের পেনাল্টি বক্সের মাথায় দুরন্ত গতিতে ঢুকছে। কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় এইভাবে খেলা। মনে হয় ওর শরীরে আজ কোন অতিমানব ভর করেছে। হঠাৎ পেছন থেকে বিপক্ষের প্লেয়ারের মারাত্মক একটা ট্যাকলে পড়ে যায় শিবা। যন্ত্রনায় কাতরাতে থাকে। ছুটে আসে ফিজিও। স্ট্রেচার আসে। মনে হয় আর খেলতে পারবে না। জীবনের বাকি কটা মূল্যবান মিনিট এমনি করে চলে যাবে? খোঁড়াতে খোঁড়াতে উঠে দাঁড়ায়। স্ট্রেচারকে চলে যেতে বলে। বেশ কিছুক্ষন নষ্টের পর আবার খেলা শুরু হয়। যে কোনো খেলাতে ছন্দ বলে একটা ব্যাপার থাকে। একবার তাল কেটে গেলেই মুশকিল। ঠিক তাই যেন হলো শিবাদের ক্ষেত্রে। হঠাৎ করে যেন ওরা খেলা থেকে হারিয়ে গেল আর সেই সুযোগে বিপক্ষের দল আরও একটা গোল করে এগিয়ে যায়। স্কোর এখন ১-২। আস্তে আস্তে আবার ছন্দে ফিরতে থাকে শিবাদের দল। আক্রমণ, প্রতিআক্রমণ চলতে থাকে। পেনাল্টি বক্সের ঠিক উপরে একটা ফ্রি-কিক পায় শিবারা। ফ্রি-কিক নিতে আসছে শিবা। সামনে সাত-আট জনের লম্বা দেওয়াল। দেখে মনে হয় এক ব্রাত্যকে নিজেদের কুলীন সমাজ থেকে জোর করে আটকে রাখার শক্ত প্রাচীর। ডান পায়ে চোট, শিবা ফ্রি-কিক নেয় বাঁ পায়ে। বলটা দেওয়ালের সবচেয়ে বেঁটে প্লেয়ারটার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যায় একটা বাঁক নিয়ে আর কিছু বোঝার আগেই গোলকিপারের ডানদিকে একদম উপরের কোন ঘেঁষে জালে জড়িয়ে যায়। এক নিখুঁত অধিবৃত্ত! জীবনে অনেক অধিবৃত্তের অঙ্ক করিয়ে জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ করিয়েছেন নরহরিবাবু, কিন্তু তারও যে এক শৈল্পিক সৌন্দর্য্য থাকতে পারে এর আগে কখনো ভাবেননি বোধহয়। এরপর থেকে আর কখনো বোর্ডে আর যাই আঁকুন না কেন অধিবৃত্ত

আঁকার সাহস বোধহয় দেখাতে পারবেন না নরহরিবাবু। সারা স্টেডিয়াম চুপ এক মুহূর্তের জন্যে। বিপক্ষের প্লেয়াররাও নড়ার সুযোগ পায়নি। পরমুহূর্তেই স্টেডিয়ামে গগনভেদী চিৎকার - গোও ও ও ও ল ল ল ল... শিবা নির্বিকার। এরপরেও কোনো উচ্ছাস নেই। মৃত্যুদন্ডের সাজাপ্রাপ্তের আবার উচ্ছাস কি? ভেতরটা দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে শিবার, তবুও কোন প্রকাশ নেই। অস্বাভাবিক রকমের শান্ত। তার এই নির্বিকারভাবের কারণ কিছুটা আঁচ করতে পেরেছিলেন অলোকবাবু। সবাই যখন উচ্ছাস প্রকাশে ব্যস্ত তিনি শুধু সবার অলক্ষ্যে চোখটা একবার মুছলেন। সমস্ত ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের জবাব দিচ্ছে ওর লাল হয়ে ফুলে যাওয়া পা। আর মাত্র কয়েক মিনিট। আবার খেলা শুরু হয়। যন্ত্রনায় ফুলে যাওয়া হাঁটু নিয়ে, এগারোর বিরুদ্ধে দশজনকে নিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে, চোখে চোখ রেখে যে লড়াইটা মাঠে আজ লড়ছে নিছক সেটা একটা ফুটবলের ম্যাচের লড়াই নয়। যেন একটা জীবনের লড়াই। যে লড়াইয়ে ফুটে ওঠে ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে অধিকার বুঝে নেওয়ার ইঙ্গিত, যে লড়াইয়ে ফুটে ওঠে সমাজের এক বঞ্চিত, অবহেলিত সম্প্রদায়ের স্বপ্ন দেখার ইঙ্গিত। আর মাত্র সাত মিনিট। হঠাৎ করে বিপক্ষ প্লেয়ারের এক গোলের বাইরে যাওয়া শট নিজেদের প্লেয়ারের গায়ে লেগে আত্মঘাতী গোল। এ কি! ভগবানের কি নির্মম পরিহাস! মাঝে মাঝে মনে হয় ভগবানও কুলীন সম্প্রদায়ের। আর মাত্র পাঁচ মিনিট, শিবারা কি পারবে গোল শোধ করতে? বুম ম ম ম! আবার সেই শিবা! এইবার দুরন্ত একটা শট গোলপোস্টে লেগে ফেরত আসে। গোলকিপারের মনে হল যেন সামনেই কোথাও বজ্রপাত হল। গোলপোস্টের তীব্র কম্পন যেন পায়ের তলাতেও টের পায়। খুব বরাত জোরে বেঁচে গেছে। বুম ম ম ম! ভাবতে না ভাবতে শিবার আরেকটা শট এবার ক্রসবারে লেগে ফেরত! আরে হচ্ছেটা কি? মনে হয় বিপক্ষ টিম বারোজনে খেলছে, শেষ ব্যক্তি ভাগ্যবিধাতা। খেলা শেষ হতে আর মাত্র এক মিনিট। আর সময় নেই, শিবা বিপক্ষের চার-পাঁচটা প্লেয়ারকে কাটিয়ে ছুটে চলেছে দুরন্ত গতিতে, বোধহয় জীবনের শেষ দৌড়, ঠিক পেনাল্টি বক্সের মাথায়, শেষ ডিফেন্ডারটাকে কাটিয়েও নিয়েছে - কিন্তু আবার একটা যাচ্ছেতাই ফাউল। একদম বক্সের ঠিক মাথায় না হলে নির্ঘাত পেনাল্টি ছিল। রেফারি এসে বিপক্ষের প্লেয়ারকে রেড কার্ড দেখাতে কালবিলম্ব করলেন না। যন্ত্রনায় কুঁকড়ে যাচ্ছে শিবা। এবার বাঁ পায়ে চোট। ছুটে এল বিপক্ষের গোলকিপার। নিজের হাতটা বাড়িয়ে দিল। যেন বলতে চাইল যতই তুমি শত্রু হও না কেন তুমি না থাকলে এই রণক্ষেত্রের কোন মূল্য নেই। শেষ কয়েক সেকেন্ড - যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে যেও না। শিবা ওর হাতটা ধরে উঠে দাঁড়াল। ওই পায়ে আর ফ্রি-কিক নিতে পারেনি শিবা। ফ্রি-কিকটা অন্য প্লেয়ার নিয়েছিল আর সঙ্গে সঙ্গে রেফারির খেলা শেষের লম্বা বাঁশী। হেরে গেল শিবার দল। এতক্ষন খেলাটা হচ্ছিল যেন একের সঙ্গে এগারোর। সেই অসম যুদ্ধে শেষ রক্ষা করতে পারলো না শিবা। খেলা শেষে একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে পরক্ষনেই মাথা নামিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে শিবা। পরাজয়ের গ্লানিতে কি মাথাটা নিচু? সবার আগে এগিয়ে আসে বিপক্ষ দলের গোলকীপার। ওর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বাঁ হাতে ওকে জড়িয়ে ধরে। ধীরে ধীরে ওকে সান্ত্বনা দিতে ঘিরে ধরে বিপক্ষ দলের প্লেয়ার থেকে কোচ। দর্শকাসনে এতক্ষণ বসে খেলা দেখছিল বিমল। আজ প্রথম নিজের ছেলের খেলা মাঠে বসে দেখল। ছেলেটা এমনি খেলে! এ যে রূপকথার চেয়েও সুন্দর! বিমলের মনটা খুব খারাপ এখন। চোখটা কোনোক্রমে মুছে নিয়ে মাঠের মধ্যে পা রাখতে যাবে, পেছন থেকে টেনে ধরে অলোকবাবু। আপনার ছেলে এখন বীরের সম্মান পাচ্ছে বিপক্ষ দলের কাছ থেকে। একটা খেলোয়াড়ের কাছে এর থেকে আর কোনো সম্মানই বড় নয়। আজ যদি কেউ জিতে থাকে তাহলে শিবা। ওর জীবনের এখনও পর্যন্ত সেরা মুহূর্ত এটা। আপনি গিয়ে এই মুহূর্তটার তাল কেটে দেবেন না।

খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণী সভা। ম্যান অফ দি টুর্নামেন্টের নাম ঘোষণা হয় - শিবা। খোঁড়াতে খোঁড়াতে মঞ্চে ওঠে। মাথা নিচু। পক্ষের আর বিপক্ষের সব প্লেয়ার উঠে দাঁড়ায়, করতালি ধ্বনিতে সংবর্ধিত হয়। কখনো কখনো পুরস্কার নিজেই যেন পুরস্কৃত হয়, মনে হয় সেটাই যেন আজ হচ্ছে। ঘোষক কিছু বলতে বললে শিবা বলে – "আমার কিছু বলার নেই।" কি ই বা আর বলবে? সব কথা তো মুখে বলতে হয়না। যা বলার সে মাঠে বলে দিয়েছে। সবাইকে সব বঞ্চনার

জবাব সে দিয়ে দিয়েছে নিজের মত করে। কাল থেকে তো আবার সেই শুন্যতা। সমস্ত সত্ত্বার মৃত্যু। সন্ধ্যে হয়ে আসে। শিবা সবাইকে বলে যে সে একটু পরে ফিরবে। এই বলে শুন্য স্টেডিয়ামে শেষবারের মতো ফিরে যায় সে। সূর্য ডুবে গেছে। অন্ধকার হয়ে আসছে। আজ তাকে যেন মনে হয় যেন মহাভারতের কর্ণ। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ট্রফিটার দিকে একবার তাকায় শিবা। তারপর বাঁ-দিকের ঠোঁটটা ঈষৎ প্রসারিত করে একটা ছোট্ট হাসি হাসে। কয়েক মুহূর্ত পর সমস্ত শক্তি দিয়ে দূরে শূন্যে ছুড়ে ফেলে দেয় ট্রফিটা। একটা ধাতব ধ্বনি শূন্য স্টেডিয়ামে প্রতিধ্বনিত হতে হতে ক্ষীণ হয়ে মিলিয়ে যায়। যেন সমস্ত স্বপ্নভঙ্গের শব্দ। হটাৎ করে দেখে ট্রফিটা কে যেন সযত্নে মাটি থেকে কুড়িয়ে নিচ্ছে। তারপর এগিয়ে আসে ... কাছে.. আরও কাছে... একেবারে কাছে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে - এ কি! এ যে তারই পিতা বিমল!!

লেখক পেশায় ইঞ্জিনিয়ার এবং বর্তমানে আটলান্টার বাসিন্দা। লেখক দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লেখালিখি করেন। তাঁর গল্প আনন্দবাজার রবিবাসরীয়তেও বেরিয়েছে। ২০২৩ সালে কলকাতা বইমেলায় বেরিয়েছে তাঁর ছোটগল্প সংকলনের প্রথম বই "গল্পওয়ালার গল্পহাট"।

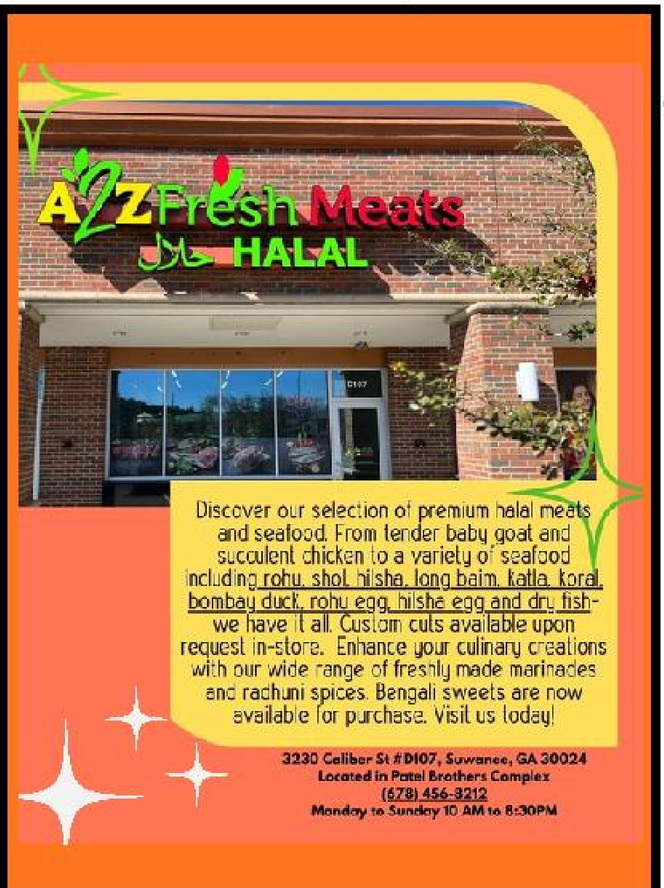

Heartfelt best wishes
and
Shubho Bijoya
from
Sankar Ghosh and
Ruby Ghosh

To
The BAGA Family
Sarodiya Shubhechha

alpha
medical
clinic

Committed to optimizing your health

Providing you with the best doctors for the best care

DR. DHIRAJ PATEL M. D.

DR. NEIL PATEL M. D.

As the medical practice of Dr. Dhiraj Patel and Dr. Neil Patel, we are a full-service clinic specializing in adult internal medicine and geriatric care. From annual physicals to minor surgical procedures, our practice is committed to providing quality primary care. Dr. Dhiraj and Dr. Neil are both board-certified internists. Both physicians are affiliated with WellStar North Fulton Hospital. We also perform immigration physical and DOT physical.

MEMBER OF
WELLSTAR.
Clinical Partners

Contact Us

401 South Main Street
Suite A4
Alpharetta, GA 30009
Mon-Fri 8:30 AM - 6:00 PM
Tel: (770) 772-4044
Fax: (770) 746-0742
Email clinic@alphamed.sprucecare.com
medalpha@bellsouth.net

www.alphamedicalclinic.com

সবুজের অসমাপ্তি

আনন্দরূপ

নীলে ডোবানো সবুজ রং আমার প্রিয়,
নীলাঞ্জনার নীলের মতো তেমনটা নয়,
যেন সমুদ্রের কিনারে পাহাড়ের নীরবতা,
অনেকখানি তেমনই।
তোমার আবার চিৎকারে লাল
অথবা আগ্নেয় কমলাতেই বেশি আসক্তি।

আমার ভয় আগুনে, তুমি এড়িয়ে যাও ছাই
বোধহয় এজন্যই আমাদের মেলা ভার।
সব পাখিই চায় উড়তে,
কিন্তু এমু তো পাখি হয়েও পুরোটা নয়,
তাই বোধহয় ডানা মেলে না সেভাবে।

যখন আমাদের স্টেফি গ্রাফ নিয়ে মাতামাতি,
তোমার খেলার উন্মাদনা
তখন বাড়াবাড়ি লাগতো বড্ড।
ভেবেছিলাম, কমন গ্রাউন্ডের আশেপাশে ঘুরলে
বোধহয় তুমি একবার মুখ তুলে চাইবে।

কিছু অনুমান ভুল প্রমাণিত হয় অনেকটা দেরিতে,
যেমন এই সেদিনই জানা গেল,
প্লুটো নাকি আর গ্রহ নয়!

আমাদের পাড়ার এক দাদা
কোনোদিন বিয়ে করবে না বলেছিল;
সবার বিয়েবাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে
টিপ্পনী কাটতো – "যাঃ, আরেকটা উইকেট গেল।"
একদিন সেও লুকিয়ে বিয়ে করে বউ নিয়ে বাড়ি ফিরল।
কিন্তু সেই বিয়ে বেশিদিন টিকলো না।
কি এক অজানা জ্বরে ভুগে বৌটা তিন দিনের মধ্যেই চলে গেল।

সেই দাদার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না দেখে
অনেকেই অবাক হয়েছিল।
বলেছিল, "এই তো দু'দিনের প্রেম, চার দিনের বিয়ে,
এত দুঃখের কি আছে?"

মানে, কম দিনের ভালোবাসাটা যেন
ঠিক গভীর হয় না, অথবা হতে নেই!
ওতে ঠিক ভালো করে মায়া পড়ে না।
মায়াটা অনেকখানি রঙের প্রলেপের মতো,
কারো এক পোঁচেই হয়ে যায়,
কেউ বা অনেক পোঁচ দিয়েও পুরোটা ভরাতে পারে না।
একটা অতৃপ্তি থেকেই যায়,
কানায় কানায় পূর্ণ হয় না।

তাই বোধহয় আমাদের ঠিক
খাপে খাপ ব্যাপারটা হয় না,
একটা সূক্ষ্ম চুলের মতো অপূর্ণতা রয়েই যায়।
আবার হয়তো বা সেই অপূর্ণতাই
আমাদের ঠেলে নিয়ে যায় পরজন্মের দিকে।

প্রতিবেশী

সন্দীপ সাহা

সবে বাড়ির গেটটা খুলে বাজারের থলিটা হাতে নিয়ে রাস্তার দিকে পা বাড়াতে যাবো, পেছন থেকে আওয়াজ এলো, 'সন্দীপ দা। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি, দোতলার ব্যালকনি থেকে শ্রাবন্তী মুখে একরাশ সোনালী হাসি নিয়ে, মেঘকালো খোলা চুল পিঠে ফেলে হাত নাড়ছে। শ্রাবন্তী এমন একজন মানুষ, যাকে দেখলেই কেন জানিনা মনে হয়, আজ দিনটা ভালো যাব। সবসময় যেন কোনোদিন-না-শেষ-হওয়া প্রাণশক্তিতে ভরপুর। জীবনের কোনো মলিনতা যেন ওকে স্পর্শ করেনি; সবার মধ্যেই যেন মেয়েটা কিছু ভালো দেখতে পায়। এক বছর হলো ওরা আমাদের পাশের ফ্ল্যাটে ভাড়ায় এসেছে। একদিন দেখি বছর ২৪ এর একটি স্মার্ট মেয়ে, অ্যাভারেজ বাঙালি মেয়েদের থেকে লম্বা, তন্বী, এভিয়েটর সানগ্লাস পরা, চারটে ঢাউস স্যুটকেস কোনোমতে লিফ্ট থেকে বের করার চেষ্টা করছ। আমি এগিয়ে এসে স্যুটকেসগুলোকে তাড়াতাড়ি বের করতে হাত লাগালাম। ও একগাল হেসে বললো 'থ্যাংক ইউ'। ফর্সা কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। পরিচয় পর্ব শেষে বললাম যদি বিশেষ কোনো আপত্তি না থাকে, স্যুটকেসগুলো ফ্ল্যাটে রেখে আমাদের সঙ্গে একটু চা হয়ে যাক। এক কথায় রাজি। আমার স্ত্রী তুলি প্রথমে মনে হয় খুব খুশি হয়নি। প্রতিবেশী এক সুন্দরী যুবতী;একটু সময়েই স্বামীর বন্ধু হয়ে গেছে। কোথাও যেন কিছু জ্বলার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে; আমার খুব আনন্দ হয়েছিল সেদিন; নীরব বিদ্রোহ যেন জয়ী হতে চলেছে। শ্রাবন্তী বললো ওর হাসব্যান্ড সায়ন ছুটি পায়নি। এক সপ্তাহ পরে আসবে। তাই একা-হাতে শিফটিং করতে হচ্ছে। সায়ন NDA থেকে পাস করে কাশ্মীরে পোস্টেড্। ছবি দেখালো। ছ-ফুট লম্বা, সুপুরুষ। খুবই এথলেটিক। সেটা দেখে আমার স্ত্রী এমন ভাবে 'বাহ্' বললো তাতে পরিষ্কার যে, যুদ্ধটা আর একতরফা নেই।

সেই শুরু। এক সপ্তাহ পর সায়ন এলো। খুবই ইম্প্রেসিভ !! আমার মতোই স্পোর্টস ভালোবাসে। বন্ধুত্ব হতে একটুও সময় হয়নি। প্রায় প্রতি সপ্তাহে

আমরা একবার সবাই মিলে ডিনারে যাই। সায়ন এখন আমার রানিং পার্টনার । কিছুদিন আগে আবার কাশ্মীরে ফিরে গেছে।

শ্রাবন্তীকে বললাম কি ব্যাপার? আজকে এতো খুশি কেন ? বললো সায়নের পুনে তে ট্রান্সফার হয়েছে। শীঘ্রই ঘরে আসবে। বললাম, এতো দারুণ ব্যাপার ! We must celebrate when he is here!! বলে আমি বাজারের দিকে পা বাড়ালাম। আমার মেয়ের জন্মদিন পড়েছে এই উইকেন্ডে। তুলি একটা লম্বা ফর্দ ধরিয়ে দিয়েছে কি কি আনতে হবে।

নানা ব্যস্ততায়, অফিসের ঝামেলায়, মেয়ের জন্মদিনের প্রস্তুতির মাঝে যেন ঝড়ের মতো তিনটে দিন কেটে গেল। শুক্রবার সন্ধ্যায় সায়ন এসে পৌঁছালো। শনিবার আমরা সারাটা দিন মেয়ে জিয়ার জন্মদিন নিয়ে মেতে রইলাম। মেয়ে তো খুব খুশি। মনে হলো, মেয়েটা যেন খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে ক্লাস নাইন হয়ে গেল। সব মিটিয়ে ঘুমোতে ঘুমোতে রাত দুটো বেজে গেল। পরেরদিন ঘুম থেকে উঠতে বেশ দেরি হলো। তুলি আর আমি চায়ের কাপ নিয়ে যখন বসলাম, তখন ঘড়িতে প্রায় দশটা। ও কি একটা বলতে যাচ্ছিলো, হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠলো। 'দাঁড়াও', বলে ও ফোনটা তুললো। ঠিক শোনা গেল না ও প্রান্তে কে; বা ঠিক কি কথা হলো। কিন্তু ওর হাত থেকে ফোনটা পড়ে গেল। খালি বললো, 'সর্বনাশ হয়ে গেছে'।

তারপরই আমরা মেয়েকে উঠিয়ে এক বস্ত্রে কিছু টাকা পয়সা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি।

ঠাকুরপুকুর থানায় পৌছাতে প্রায় বারোটা নাগাদ হল। শ্রাবন্তী যেন পাথর হয়ে গেছে। কিন্তু চোখে বিষণ্নতার বদলে একটা কঠোর, দৃঢ় প্রতিজ্ঞভাব। তুলি এগিয়ে এসে ওর হাতটা ধরল। আমি সামনে গিয়ে দাঁড়াতে বলে উঠলো, 'জানো সন্দীপদা, ও যেমন দেশের জন্য লড়ে, আজ আমার জন্যও সেরকম লড়াই করল। ওরা ওকে তিনটে গুলি করলো, তাও পড়ে যাবার আগে পর্যন্ত আমায় কিন্তু কেউ ছুঁতে পারেনি।' পাশে বসার পর নিজের মনেই যেন বলে উঠলো, 'ভয় পেয়োনা; আমি ঠিক আছি।' সায়ন তো আর নেই, এবার আমাকেই কিছু করতে হবে। চরম উদাসীন আর নিস্পৃহভাবে বলা কথাগুলো শুনে মনে হলো, 'বলে কি মেয়েটা'!!

এসিপি মিঃ দীক্ষিত বললেন, 'ওরা চারজন ছিল'। সায়নদের গাড়িটাকে চেস করে থামায়। উদ্দেশ্য ছিল শ্রাবন্তীকে সেক্সচুয়াল্লি হ্যারাস করা। সায়ন প্রাণ দিয়েছে, কিন্তু কোনো অঘটন হতে দেয়নি। পুলিশ যখন পৌঁছোয়, সায়ন আর নেই। বডি পোস্টমর্টেম এর জন্য পাঠানো হয়েছে, হাতে পেতে দুদিন সময় লাগবে। এসিপি খুবই ভদ্রলোক। বললেন, 'আপনারা ঘরে যান, আমি নিজে সব ব্যবস্থা করে দেব'।

দুদিন পর সায়ন এর গুলি খাওয়া, বীর সেনানী শরীর টা নিয়ে যখন শেষ যাত্রায় বেরোলাম, মেয়েটা ঠায় দোতলার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে রইল। খালি বলেছিলো,'মনে করে অস্থিটা নিয়ে এসো'।

ঠিক তিন সপ্তাহ পর শ্রাবন্তী কলকাতা ছেড়েছিল। যাবার আগে বললো, পারলে এই শহরে আবার ফিরে আসবে। এরপর দেখতে দেখতে পাঁচ বছর পেরিয়ে গেছে। মেয়ে বিদেশে পড়তে গেছে। গান শুনে, একসাথে রান্না করে আর সময় পেলেই কাছে পিঠে ঘুরে বেরিয়ে তুলি আর আমার দিনগুলো মন্দ কাটছিলো না। মেয়ের কাছেও একবার ঘুরে এসেছি। সেদিন অফিস থেকে এসে সবে চা নিয়ে বসেছি, তুলি একটা কুরিয়ার প্যাকেজ হাতে নিয়ে এসে বললো, এটা আজ এসেছে তোমার নামে। দেখলাম সুন্দর ইংরেজি হাতের লেখায় আমার নাম, ঠিকানা লেখা। কে পাঠিয়েছে ভাবতে ভাবতে , প্যাকেজটা খুলে ফেললাম। ভিতরে দেখি NDA এর নিউ ক্যাডেটসদের গ্রাজুয়েশন সেরেমনির নিমন্ত্রণ আর ছোট্ট একটা চিঠি। শ্রাবন্তী লিখেছে "সন্দীপদা, আজ আমার জীবনের এক স্মরণীয় দিন। পাঁচ বছর আগে যে লড়াইটা নিজের সঙ্গে শুরু করেছিলাম, তাতে মনে হয় জয়ী হয়েছি। সায়ন অনেক দূরে চলে গেছে। কিন্তু ওর ভালোবাসা আর দেখানো পথকেই আঁকড়ে ধরলাম। এই ক্যাম্পাস যেন আমার এক পরম বিশ্বাসের জায়গা। ওর কত স্মৃতি এখানে। দেওয়ালে এখনো উজ্জ্বল ওর ছবিটা। এর থেকে বাঁচার ভালো জায়গা হয়তো আর পেতাম না। গত দু বছর নিজেকে প্রস্তুত

করেছি এই দিনটার জন্য। আমি লড়াই ছেড়ে পালাইনি সন্দীপ দা। একজন বীর সেনার ঘরণী আমি। আজ আমি তৈরি। সায়ন এর অসমাপ্ত কাজ পূর্ণতা পাবে। তোমরা যদি আসো খুব ভালো লাগবে। তোমাদের শ্রাবন্তী " ।

অবাক হয়ে গেলাম চিঠিটা পড়ে। কি অসাধারণ রেসিলিয়েন্স মেয়েটার মধ্যে। জীবনের লোয়েস্ট পয়েন্টে ভবিষ্যতের লড়াইয়ের বীজ বপন করতে পেরেছে। ধন্নি তুমি। তোমার লড়াইকে কুর্নিশ করি আমি। মনে হলো, আজ বলি, সবাই শোনো, আমরা শ্রাবন্তীর প্রতিবেশী। আমরা গর্বিত; তুমি বেঁচে থাকো, তোমার লড়াই বেঁচে থাক, আর যদি কখনো পারো, আবার ফিরে এস হে প্রতিবেশী, আমরা তোমায় বরণ করে নেবো, আমরা যে তোমায় খুব মিস করি।

লেখক তার স্ত্রী এবং দুই মেয়ে সহ অ্যাটলান্টার Johns Creek এ বাস করেন। তিনি BAGA পরিবারের একজন গর্বিত সদস্য। গণিত এবং খেলাধুলা তার জীবন, এবং তার স্বপ্ন তার সম্প্রদায়কে আরও বড় এবং শক্তিশালী করে তোলা।

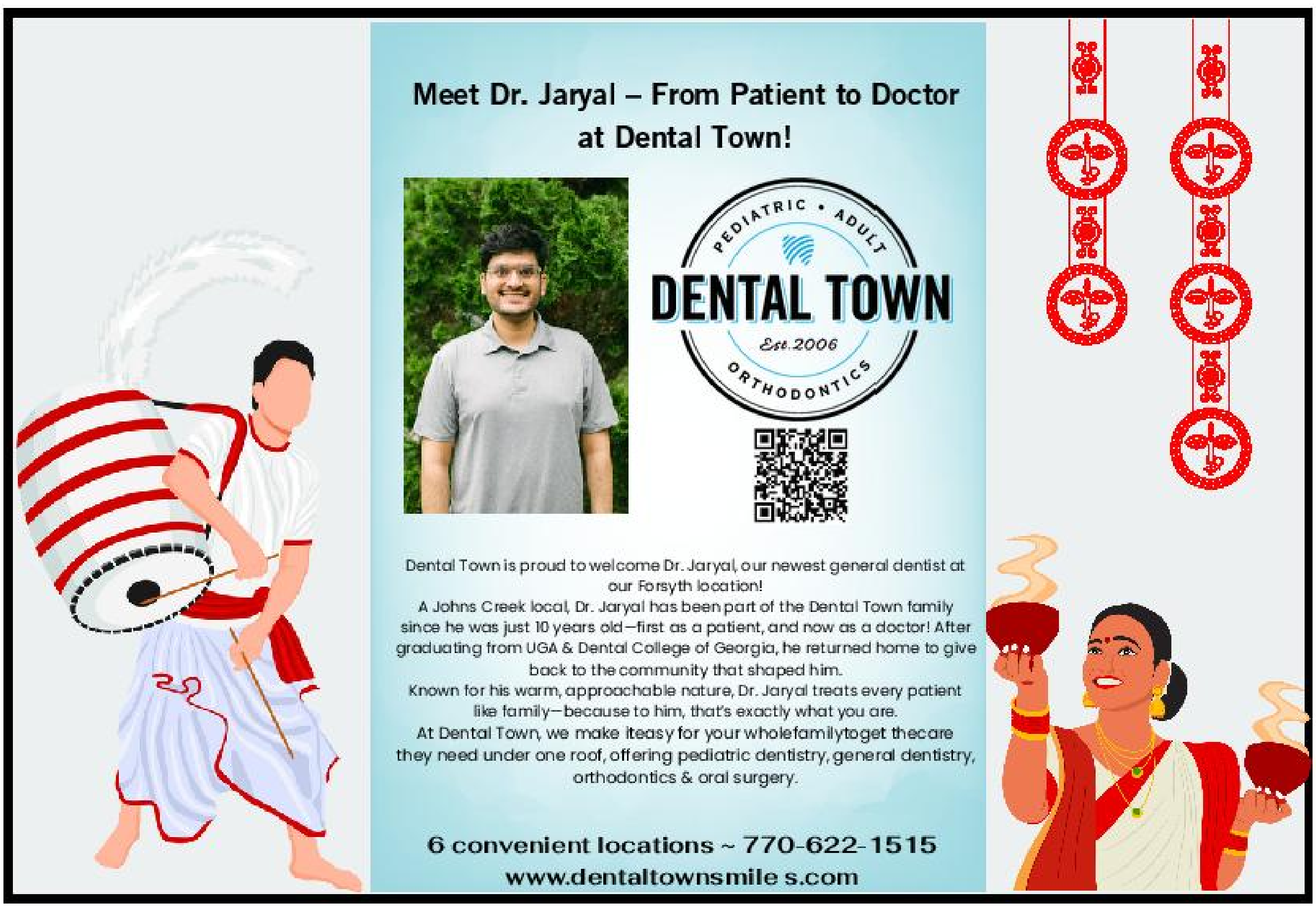

শিলালিপি
অচল আয়তন

শিলালিপি লিখেছি জলের দাগে।

তারপর অবগাহিত,
কেটেছে অনেকটা সময়।
মাইক্রণে মাইক্রণে
জমেছে পিচ্ছিল শ্যাওলার আস্তরণ,
স্থানু থেকে স্থানুতর
হয়েছে জরদগব বিমূর্ত ব্যাঙ।

স্থিতি জাদ্যের নিয়ম মেনে
স্থবির জঙ্ঘায় ধরে জং,
ঘুণপোকা এসে বাসা বাঁধে একে একে।
রক্ত, অস্থি, মজ্জা, হৃদয় -
ক্রমাগত ক্ষয়ে যায়
পরিযায়ী পাখির ডানায়।।

"দধিচি,
তুমি কি পড়েছিলে শিলালিপি?"

চায়ের কাপে তুফান
জয়দেব কুণ্ড

চায়ের কাপে ওঠে তর্কজাল সঙ্গে তুফান,
রকে বসে কিংবা চায়ের আড্ডায় ,দিন চলে যায়।
অজুহাত খুঁজে পায় ।
সময় ফুঁৎকারে যায় না হারিয়ে ,
হারিয়ে দিতে জানতে হয় সময়কে।
কর্ম কিংবা মেহনত সে তো আসবে না একা ।
চায়ের কাপে উঠলে তুফান –
সময় হারিয়ে যায়,
অলসতা থাকে বসে অকর্মের হাত ধরে ।
সুবুদ্ধি,কূটবুদ্ধি ,সমালোচনার পাহাড় জমে ,
এক একটা পিচ্ছিল মস্তিষ্কের ভিতর ।
বেরিয়ে আসে আছড়ে পড়া অস্থিরতা।
চায়ের কাপে উঠলে তর্কজাল সঙ্গে তুফান,
সুবুদ্ধির তর্কজাল পড়ে না ছড়িয়ে।
কুটবুদ্ধির মিথ্যা জাল দেয় হাতছানি দিগদিগন্তে
নেতা আর শয়তানদের।
ঝোপ বুঝে মারে কোপ -ছত্রছায়া,
অপরিসীম তার ক্ষমতা ।
খুন ধর্ষণ রায়ট আলেয়ার মতো থাকে জ্বলতে,
শান্তি পায় ক্ষমতার সান্ত্রীরা।
নিপাত যাক সমাজ ---
চায়ের কাপে উঠুক তর্কজাল সঙ্গে তুফান,
ছড়িয়ে পড়ুক ভালবাসার কাঙ্গালিপনা,
কর্মস্পৃহা্ আর সমাজবন্ধন।

রনথম্ভোরের বাঘ
সুজিত কুমার গাঙ্গুলী

এ বছর ২০২৫ এর ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিকে, আমার দেশের বাড়ী, আলিপুরদুয়ার থেকে, আমার জ্যাঠতুতো দাদা সুব্রত গাঙ্গুলীর ফোন এল। উনি পেশায় উকিল, ভ্রমণ ওনার নেশা। একজন প্রকৃত প্রকৃতিপ্রেমী। সেই সুবাদে বিভিন্ন জায়গায় একসাথে ঘুরবার অভিজ্ঞতা হয়েছে। ফোনে কুশল বিনিময়ের পর প্রস্তাব এলো, "রাজস্থান রনথম্ভোরে একটা প্রোগ্রাম করছি, যাবি? রনথম্ভোর রাজস্থানের বিখ্যাত টাইগার রিসার্ভ। আমি এককথায় রাজি। দিল্লীর বাসিন্দা আমার আর এক খুড়তুতো ভাই, অরুণ গাঙ্গুলী, আমাদের এই ভ্রমণে সামিল হলো। সস্ত্রীক আমরা তিন ভাই, মোট ছয়জন। আমি, আমার স্ত্রী সর্বানী, দাদা এবং তার স্ত্রী চিত্রা আর ছোট ভাই অরুণ আর তার স্ত্রী শিপ্রা।

আমার জন্ম উত্তর বাংলায়, হাসিমারা চা বাগিচায়। বাবা ছিলেন ডাক্তার। খুব ছোটবেলায়, আনুমানিক ১৯৫০/৫১ সাল হবে, আবছা ভাবে এখনও মনে আছে। আমাদের কোর্য়াটারের পেছনে ঘন জঙ্গল থেকে রাতে মাঝে মধ্যেই, বাঘের ডাক শুনতে পেতাম। বাঘগুলো আসতো, ভুটান পাহাড় থেকে। আজকাল এগুলো গল্পকথা মনে হবে। আর বর্তমানে কলকাতার বাসিন্দা হওয়ার সুবাদে সুন্দরবনেও বেশ কয়েকবার ঘুরতে যাওয়া হয়েছে, তবে বাঘের দেখা মেলেনি। তাই রনথম্ভোরের বাঘ, একদম সামনে থেকে দেখতে পাওয়ার আশায়, ভিতরে ভিতরে বেশ খানিকটা উত্তেজনা অনুভূত হলো।

রনথম্ভোর, রাজস্থানের সোয়াই মাধোপুর শহর সংলগ্ন এক বিশাল জাতীয় উদ্যান, যার নামকরণ হয়েছে, রনথম্ভোর দুর্গের নামানুসারে। আয়তনে ১৩৩৪ বর্গকিলোমিটারের মত। এর খ্যাতি বিশেষ করে বাঘের জন্য। বন্যবাঘ দেখার জন্য বিশ্বের অন্যতম সেরা স্থান বললেও অত্যুক্তি হয় না। আমাদের দুদিনের সফরে আমরা তিনটে বাঘ দেখেছি। আর এই পার্কে কি নেই! সাম্বার হরিণ, নীল গাই, চিতল হরিন, স্লথ বিয়ার আর

নানান রকমের পাখী, বিশেষ করে ময়ুর। পেখম তুলে, আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, মনে হচ্ছে যেন, আমাদের অভ্যর্থনা করছে। এ দৃশ্য ভুলবার নয়। চিতা বাঘও আছে, তবে তাদের দেখা পাওয়া একটু দুষ্কর। ওরা গোপনীয়তা একটু বেশী পছন্দ করে, আর দিনের তুলনায় রাতেই ওরা বেশী সক্রিয়।

রনথম্ভোর যেতে গেলে, বিমানপথে বা সড়কপথে যাওয়া যায়। কাছের বিমানঘাটি হোল জয়পুর। রেলপথ বা সড়কপথ দুটোরই সুবিধা আছে। আমরা গেলাম দিল্লী থেকে রেলপথে। সোয়াই মাধোপুর রেল স্টেশন, ঘন্টা চারেকের সামান্য কিছু বেশী সময় নেয়। আর স্টেশন পার্কের খুব কাছে। ১১ কিলোমিটারের মত দূরত্বে।

পূর্বানির্ধারিত সময়সুচি অনুযায়ী, আমি সস্ত্রীক কোলকাতা থেকে ২৬শে এপ্রিল, দিল্লীর দিকে বিমানপথে রওনা দিলাম। আলিপুরদুয়ার থেকে আমার দাদাও ওইদিন রওনা দিলেন সস্ত্রীক বাগডোগরা বিমানবন্দর হয়ে দিল্লীর পথে। ইচ্ছে সন্ধ্যায় দিল্লীর অরুণের বাড়ীতে একসাথে মিলিত হবো। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে, আমাদের বিমান সময়মত দিল্লীতে অবতরণ করতে পারে না; জয়পুর এয়ারপোর্টে প্রায় ঘন্টা দুয়েকের মত অপেক্ষা করে, আমাদের দিল্লীতে নামতে হয়েছিল। বাড়ী পৌঁছতে পৌঁছতে রাত প্রায় সাড়ে বারোটা। দাদারা সময়মতই পৌঁছে গিয়েছিলো। ২৭ তারিখে পুরোদিন বিশ্রাম। ২৮ তারিখ সকালে আমাদের সোয়াই মাধোপুরের দিকে যাত্রা।

২৮ তারিখে কাকভোরে উঠে, তৈরী হয়ে, নিউদিল্লী স্টেশনের পথে বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের ট্রেন সকাল ৭-১০ মিনিটে। সাড়ে এগারোটা নাগাদ সোয়াই মাধোপুর পৌঁছে গেলাম। আমাদের জন্য ইনোভা গাড়ী তৈরী হয়েই ছিলো। নির্বিঘ্নে পৌঁছে গেলাম হোটেল "রনথম্ভোর হেরিটেজ হাভেলি"তে। কটেজ রুম। রাজস্থানের প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং সংস্কৃতির কথা মাথায় রেখে, বিশেষ করে রাজস্থানের ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্তে এই হোটেলটা বেশ মার্জিতভাবে তৈরী করা হয়েছে। এদের আতিথেয়তা চমৎকার।

আমাদের এই সফরের ব্যবস্থাপনায় ছিলো Jungle Bucket List। এরা মূলতঃ টাইগার সাফারি অর্গানাইজ করে এবং যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। হোটেল বুকিং থেকে শুরু করে, সাফারির যাবতীয় ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে এরাই ছিলো। হোটেলে চেক্ ইন করে, সামান্য বিশ্রাম-আহারাদি সেরে, শুরু করলাম আমাদের প্রথম যাত্রা। দুপুর ২টো থেকে সন্ধ্যা ৬টা অবধি। পুরো পার্কটা বেশ কয়েকটি জোনে ভাগ করা। আমাদের জন্য নির্দিষ্ট ছিলো 28th April, বিকেলে জোন ৬, 29th April, সকাল ও বিকেলে যথাক্রমে জোন ৫ ও জোন ৪।

রাজস্থানের গরম এই সময়টাতে একটু বেশী। তাপমাত্রা 350C থেকে 410C পর্যন্ত ঘোরাঘুরি করে। গরমের হল্কা গায়ে এসে লাগে। সেটার থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে মাথামুখ ভালো করে ঢেকে নিতে হয়। জিপসি গাড়ী আমাদের জন্য তৈরী হয়েই ছিলো। জঙ্গলে পরিভ্রমণের জন্য এই মারুতি জিপসি গাড়ীগুলো উপযুক্ত। ড্রাইভার ও গাইডকে বাদ দিয়ে পেছনে ৬ জনের বসবার ব্যবস্থা। আমাদের যাত্রা শুরু হলো। সমস্তরকম formalities সেরে জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়লাম। গাইড পার্কের ব্যাপারে খুঁটিনাটি অনেক তথ্য জানালো। জঙ্গলের ভেতর রাস্তা খুব একটা মসৃণ না হবার কারণে মাঝেমধ্যে গাড়ীর ঝাঁকুনি বরদাস্ত করে নিতে হচ্ছিল। আর ভালোভাবে সৌন্দর্য্য উপভোগ করার জন্য মাঝেমধ্যেই উঠে দাঁড়িয়ে পড়ছিলাম। উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স অঞ্চলে আমার জন্ম আর সেই সুবাদে বনজঙ্গলের সাথে বেশ কিছুটা পরিচিতি আছে। এই টাইগার রিসার্ভ যত দেখছি ততই মুগ্ধ হচ্ছি। চারিদিকে সুন্দর নিস্তব্ধতা। উচ্চস্বরে কথা বলা, গাইড আমাদের বারণ করে দিয়েছিলো। ফলে, চারপাশের বিভিন্ন প্রজাতির পাখীদের কলতান, বিশেষ করে ময়ূরের ডাক, কানে ভেসে আসছিল। কিন্তু আমাদের চোখ সতর্কভাবে ঘোরাঘুরি করছিল, বনের রাজার খোঁজে। সাফারির প্রথম পর্বটা বোধহয় মাঠেই মারা গেল। এই চিন্তাটা যখন মাথায় ঘোরাঘুরি করছিলো, ঠিক সেই সময়েই দেখা মিললো। গাইড হাত তুলে আমাদের ইঙ্গিত করলো। রাস্তার পাশের ঠিক নিচে জলাজমিতে। মাথা ঝুঁকিয়ে তাকাতেই

চোখে পড়ল, গাঢ় হলুদ, কালো ডোরাকাটা জঙ্গলের রাজাকে। প্রায় পুরো শরীরটাকে জলের ভেতর রেখে, আয়েশ করে বসে আছে। মনে হলো, তীব্র গরমের দাবদাহ থেকে কিছুটা পরিত্রাণের চেষ্টা। আমাদের দিকে চোখ পড়েনি, তা নয়, তবে দেখে মনে হলো, আমাদের খুব একটা গুরুত্ব দিল না। আস্তে করে নিজেই উঠে চলা শুরু করলো এবং আমাদের দৃষ্টিপথের বাইরে চলে গেল। আসলে ওরা এইভাবেই পর্যটকদের দেখে অভ্যস্ত। গাইড জানালো, এর নাম "নুর" এবং এ এক বাঘিনী। প্রত্যেকটি জোনের বাঘেদের সঙ্গে এদের পরিচয় আছে। আরও জানালো বাঘ না দেখেও বাঘের গতিবিধি টের পাওয়া যায় ওদের শিকারের আচরণ থেকে। যার ফলে আরও আধঘন্টা বাদে, হঠাৎ হরিণের দ্রুত পালানো, গাছের ওপর বানরগুলোর চিৎকার চেঁচামেচিতে গাইড জানালো, আরও একটা বাঘ বোধহয় কাছে পিঠেই আছে। ঠিক তাই, গাইডের নির্দেশমত গাড়ী দাঁড় করাতেই চোখে পড়লো, বাঁ দিকে আর এক শার্দুলের।

বেশ ভারিক্কিচালে, আমাদের থেকে বেশ খানিকটা দূরে হেঁটে চলেছে। চেহারায় মনে হলো এটা আগের চাইতে ভারিক্কি। নাম জানলাম, "বাদল"। তুলনামূলকভাবে নুরকে কিছুটা কৃশ মনে হলো। মনটা খুশিতে ভরে উঠলো। প্রথমদিন প্রথম সাফারিতেই আমাদের এই সাফল্য, ঘড়িতে তখন সময় প্রায় সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা। আমরা হোটেলে ফিরে এলাম। রাত আটটায় হোটেলের লনে আমাদের candle light dinner.

29th April সকালে আমাদের দ্বিতীয় সাফারি, জোন-৫। সকাল ৬টার ভেতর আমাদের বেরিয়ে পরতে হলো। জিপসিগাড়ী তৈরী হয়েই ছিল। উঠে পড়লাম। যথারীতি নিয়ম মেনে, আমাদের আবার জঙ্গলে প্রবেশ।

এবার অন্য জোন, অন্য রাস্তা। তবে জঙ্গলের ভেতরের তফাৎটা চোখে পড়েনা। গরম বিকেলের তুলনায় বেশ খানিকটা কম। সেই একই বিভিন্ন পাখীর ডাক, ময়ুরের সেই পেখম তোলা নাচ, চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করেনা। বেশ খানিকটা সময় কেটে গেল। এবার আমাদের লক্ষ্য এই জোনের শার্দুল খুঁজে বের করা। এরা নিজেরা চোখের সামনে ধরা দেয়না। খুঁজে নিতে হয়। এক জোনের বাঘ কি আর এক জোনে প্রবেশ করেনা! করে, কিছুটা একঘেঁয়েমি কাটাতে বা পর্যাপ্ত শিকারে ঘাটতি দেখা দিলে বা পর্যটকদের অত্যধিক উপস্থিতি অনুভব করলে, এরা প্রায়শই নিজেদের স্থান পরিবর্তন করে। ঘড়িতে সকাল প্রায় সাড়ে নয়টা বাজে। কিন্তু বাঘ-মহারাজের দেখা নেই। বেশ খানিকটা ঘোরাঘুরির পর বুঝতে পারলাম, আজ সকালের সাফারিতে বাঘ-দর্শন নেই। গাইডও আমাদের সাথে সহমত হলো। অবশেষে ফিরে যাওয়ার পালা। হোটেলে ফিরতে হবে, প্রাতঃরাশটাও সারতে হবে, স্নান, দুপুরের আহার সেরে আমাদের তৃতীয় সাফারি দুপুর ২ টোয় শুরু হবে।

যথারীতি আমাদের তৃতীয় সাফারীর জন্য নির্দিষ্ট জিপসি গাড়ী দাঁড়িয়ে ছিল। এবার জোন ৪। নিয়ম মেনে আমাদের আবার জঙ্গলে প্রবেশ। দুপুরে তাপমাত্রা একটু বেশী, গরমের হল্কা লাগছিল। মাথা, মুখ ঢেকে নিতে হয়েছিল। মনে একটু আশঙ্কা ছিল, এবার এই জোন ৪ এর বাঘেরা মুখ ঘুরিয়ে থাকে কিনা। জোন ৪, ৫ এবং ৬ এর ভেতর ৪ এবং ৫ তুলনামূলকভাবে একটু বড়। দেখা যাক, কপালে কি আছে। এই চিন্তা নিয়ে আমাদের গাইড আরও ভেতরে ঢোকা শুরু করলো। জঙ্গলের রাস্তার পাশেই বিস্তৃত প্রান্তর। চিতল হরিণগুলো নিজেদের মনে ছোটাছুটি করছে, অর্থাৎ ওদের কোনও আশঙ্কা এই মূহূর্তে নেই। বানরগুলো যথারীতি গাছের এক ডাল থেকে আর এক ডালে ঝাঁপ দিচ্ছে। সম্বার নীল গাই বন্যশুকর ঘুরে বেড়াচ্ছে। বেশ কয়েকটা নধর বেজী - দ্রুত রাস্তার এপাশ থেকে ও পাশে চলে গেল। নানান প্রজাতির পাখী, তাদের সুন্দর ডাক অনেকটা সময় কেটে গেল। আমাদের ছবি তোলা, ভিডিও রেকর্ডিং সমানে চলছে। কিন্তু যার দেখা চাইছি, সে কোথায়!। ঘড়ির কাঁটায় বিকেল ৫টা বেজে গেছে। ৬টা অবধি আমাদের সময়। হঠাৎ চোখে এলো, আরোও ২/৩টে জিপসি গাড়ী পর্যটক সহ কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে, আমরাও দাঁড়িয়ে পড়লাম। চোখে পড়লো, বেশ খানিকটা দূরে পাহাড়ের নীচে জলাভূমির পাশ দিয়ে অত্যন্ত ভারিক্কি চালে এক ব্যাঘ্রমহারাজ জলপান শেষে হেঁটে চলেছে। দূর থেকে আমাদের ছবি তোলা শুরু হয়ে গেল। নাম

জিজ্ঞেস করতে জানলাম, এর কোন নাম নেই, শুধুই নম্বর "১২১"। জোন ভিত্তিক বাঘের সংখ্যা বলাটা একটু মুশকিল, কারণ এরা প্রায়শই নিজেদের জায়গা পরিবর্তন করে, তবে তিনটে জোন মিলিয়ে বাঘের সংখ্যা ৯টা আর পুরো রনথম্ভোরে বাঘের সংখ্যা প্রায় ৮০র কাছাকাছি, জানলাম। তিনটে জোন মিলিয়ে আমাদের মোট ব্যাঘ্রদর্শন হলো তিনটে। এটাও কম প্রাপ্তি না।

বিকেলে হোটেলে ফিরে এসে, বিকেলের চা, একটু বিশ্রাম আর গতরাতের মত হোটেলের লনে candle light dinner। পরদিন ৩০শে এপ্রিল, আমাদের চেক আউট, বিকেল ৫-৪৫ নাগাদ আমাদের দিল্লীতে ফেরার ট্রেন। সুন্দর অভিজ্ঞতা। পরিশেষে বলবো, শুধু শুনে বা লেখা পড়ে এর সৌন্দর্য্য অনুভব করা যাবেনা, দুচোখ দিয়ে প্রাণ ভরে দেখতে হবে।

কোচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে গ্রাজুয়েশন করে সারা জীবন ইউনাইটেড ব্যাংক এ কাজ করেছেন। আলিপুরদুয়ারে আদি বাড়ি। এখন সল্টলেকে থাকেন। লিখতে আর গান গাইতে খুব ভালোবাসেন। ২০২৪ প্রতীচী তে তার আমেরিকা ভ্রমন নিয়ে সুন্দর একটা কাহিনী লিখেছিলেন। কাজের সূত্রে ভারতের নানা জায়গায় থেকেছেন, দেখেছেন। অবসর নেবার পর স্ত্রী সর্বানীর সাথে পৃথিবী ঘুরে বেড়ানো ওঁনার নেশা। কদিন আগে গিয়েছিলেন ভিয়েতনাম। ফিরেই আবার রাজস্থানে বাঘ দেখতে।

EST. 2015
OAK HILL
INSURANCE AGENCY
770-606-1092

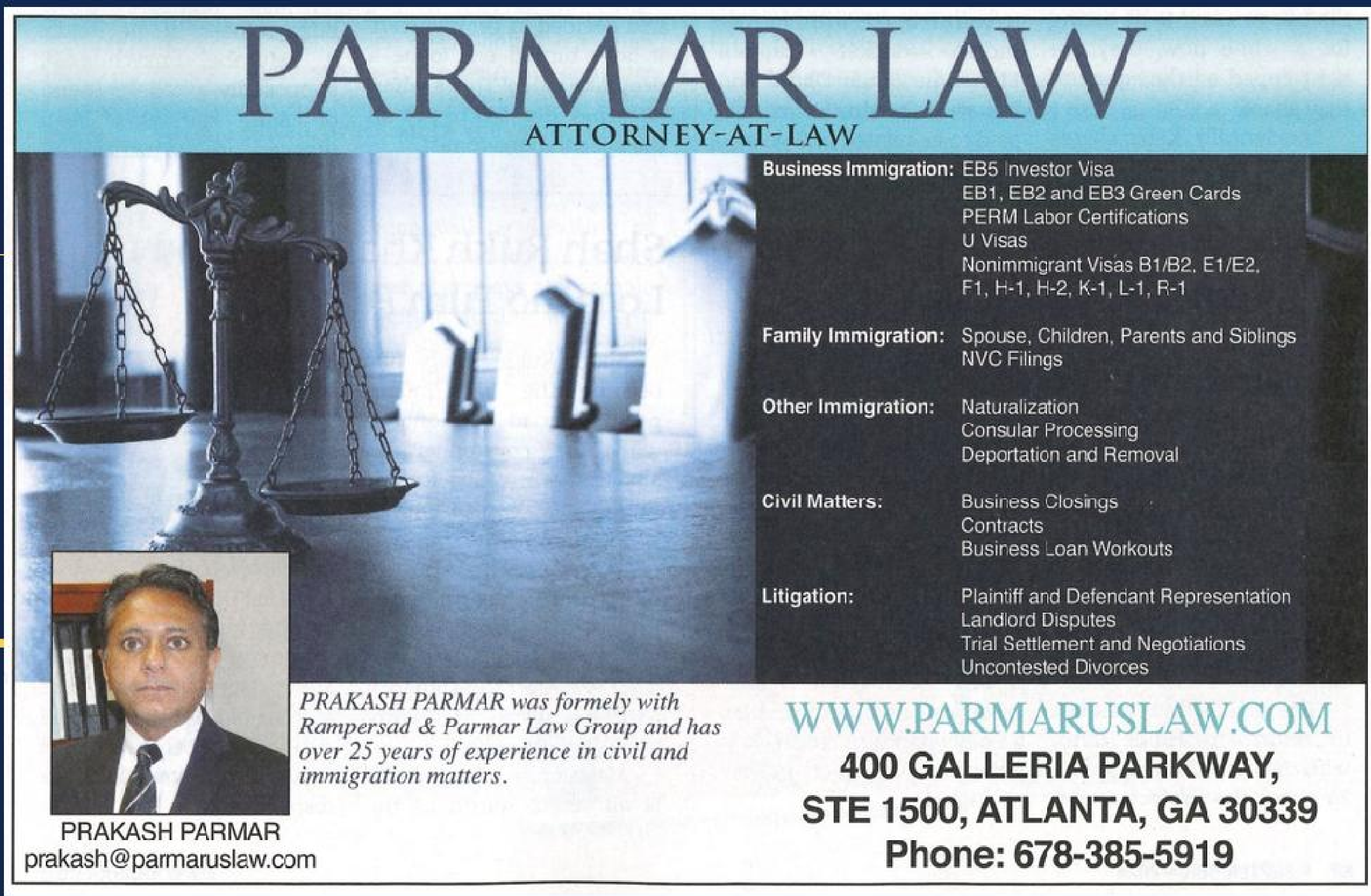
PARMAR LAW
ATTORNEY-AT-LAW
Business Immigration: EB5 Investor Visa
EB1, EB2 and EB3 Green Cards
PERM Labor Certifications
U Visas
Nonimmigrant Visas B1/B2, E1/E2, F1, H-1, H-2, K-1, L-1, R-1
Family Immigration: Spouse, Children, Parents and Siblings
NVC Filings
Other Immigration: Naturalization
Consular Processing
Deportation and Removal
Civil Matters: Business Closings
Contracts
Business Loan Workouts
Litigation: Plaintiff and Defendant Representation
Landlord Disputes
Trial Settlement and Negotiations
Uncontested Divorces
PRAKASH PARMAR was formely with Rampersad & Parmar Law Group and has over 25 years of experience in civil and immigration matters.
PRAKASH PARMAR
prakash@parmaruslaw.com
WWW.PARMARUSLAW.COM
400 GALLERIA PARKWAY,
STE 1500, ATLANTA, GA 30339
Phone: 678-385-5919

PATEL BROTHERS®

"Celebrating Our Food ....Our Culture"

With Best Compliments from

Patel Brothers
1709 Church Street
Suite #F
Decatur, GA

BEST TASTE SWAD® IN TOWN

Patel Brothers
3230 Caliber Street
Suite B 100
Suwanee, GA 30024

Patel Brothers
2646 George Busbee Pkwy NW
Kennesaw, GA 30144

PATEL® BROTHERS

History or Allegory?
Niranjan Talukder

Ramayana and Mahabharata, the epic stories,
Are, some think, history, some think, allegories.
Reflection of history is possible in an allegory.
What really took place is described in history.

By Sage Valmiki was conceived Ramayana.
Mahabharata's author was Sage Dwaipayana.
Both the epics contain incidents supernatural
That are not possible in the world physical.
Yet, these scriptures are as religious revered
Because of the spiritual messages delivered.

If Rama and Krishna historical figures were
Like Buddha and Christ, opinions may differ.
However, their messages are all spiritual,
Even if their life stories may or may not be real.

Judged by spiritual measure, even an allegory
Can convey spiritual truth, although not history.
Ideals and knowledge that guide us to peace
Constitute religion that we all should practice.

He is a Retired Professor, Physics Dept., Clark Atlanta University. He was Secretary (1983) of BAGA, President (1988) of BAGA, President of Bangamela (2009).

Exotic Jaisalmer and the Andaman Islands

Prosanto Hazra

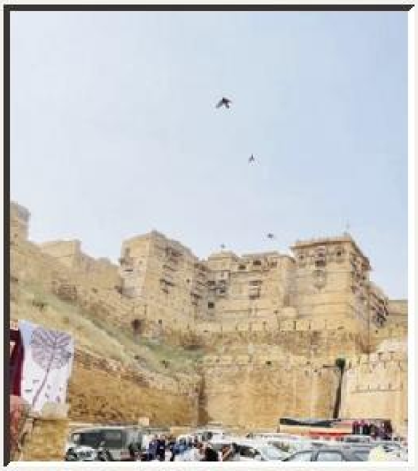

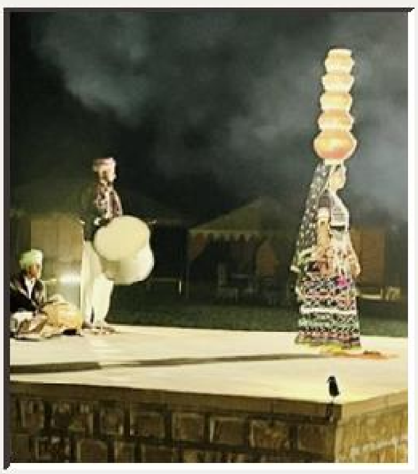

February 2024 found us in the capital city of New Delhi. Hanging out with old school friends and family, savoring celebrated restaurants like Bukhara, as well as boutique neighborhood cafes, dives and “hookah/shisha” bars together, was quite unforgettable.

After a few days steeped in nostalgia, we were whisked away to exotic Rajasthan! It’s here that Satyajit Ray’s magical Sonar Kella came to life within the intriguing fortress and its cobbled serpentine alleys. In my mind, I flashed back to my childhood self and looked out of the corner of my eye for Pheluda and Topse in hot pursuit of a villain who slipped into hiding in one the souvenir shops pretending to be a tourist. But a timely wink and a subtle nod from me and Pheluda got the hint followed by the inseparable Topse!!

However, it was actually the ladies who darted into virtually every shop and vendor stall to look for something to buy! Accompanying ladies, intent on shopping, is “mission impossible” for me. It makes me bored and hungry. So, we ascended up the path to a restaurant perched precariously on the side of a sheer rock face virtually like an eagle’s nest!

Replete with delicious samosas followed by a delectable Rajasthani lunch, we enjoyed the bird’s eye view from our shaded vantage point in the afternoon

sun. It was an experience to remember as we returned to our former palace-converted Hotel Rawal Kot!

The Desert Camp the next night was something out of Aladdin's tales. Following a delicious dinner, we were treated to an exquisite performance under the starry night sky. The amazing musicians, dancer and fire breather took our breath away as we watched spellbound, fortified by a few whiskeys and huddled under blankets!

Soon it was bedtime inside a so-called "heated" tent that was actually more like the inside of a freezer. Finally, after some extra heaters and quilts, we were able to feel our toes again!

After breakfast, the next morning we sped off for some outdoor activities. We arrived to see ATVs roaring around filling the air with their heady fumes. They were great fun, especially for a veteran motorcyclist like me. The camels, however, proved a greater challenge, especially when they suddenly reared up on their forelegs and you had to hang on precariously for dear life till they shot up on their hindlegs too! It was a feeling akin to that of a potential human cannonball.

Fortunately, a mouth-watering lunchtime arrived soon enough, delivering us from further fitness or airworthiness tests at the hands of these amazing "ships of the desert." By evening our young SUV driver was racing us back to our Rawal Kot Hotel!

Later that evening I had the pleasure of passing on some of my cocktail recipes to the bartender and steward, Bhanu and Ajay Singh. They were pleased as punch and have since kept in touch regularly via WhatsApp!

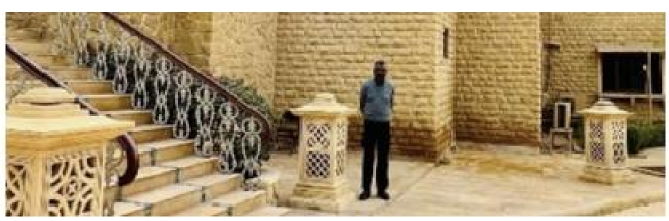

On the return train, I dreamt I was accompanying Pheluda as Topse's stand-in! Jaisalmer had certainly left its mark!

After a few more days in Delhi to recharge, we landed in Kolkata. Catching up with family and friends, reliving old memories and enjoying Bengali soul food, gladdened the heart and provided a breather. But "there's no rest for the wicked!" Soon we were winging our way to the mystical Andaman Islands in the northeastern Indian Ocean about 130 km (81 mi) southwest off the coasts of Myanmar's Ayeyarwady Region.

Our destinations included Port Blair, Havelock and Neil Islands. We flew from Kolkata and landed at the neat little airport in Port Blair.

Young "MK," our driver, charmed us all instantly, with his welcoming smile and habit of addressing my wife and her friend as "Mum" (instead of Ma'am I guess)! Must be the result of the British colonial influence!

He sped off with us in a white Toyota SUV to an idyllic retreat - the Symphony Samudra Beachside Jungle Resort and Spa.

It was delightful to say the least. We sipped cocktails sitting by the infinity pool well after sunset till dinner time.

Our visit to the infamous Cellular Jail, next day, will remain seared in our minds. It was also known as the notorious "Kala Paani" or Black Water jail. The jailor between 1909 and 1931, was a sadistic Scotsman, David Barry. His cruelty was insane. He welcomed prisoners with the cry "While you are here, I am your god!"

The jail evokes a nightmare. It was the scene of the most unthinkably barbaric brutality, unleashed by the British on our brave Freedom Fighters who were incarcerated there. We should never for a moment, forget that free India was born because of their selfless sacrifice and indomitable will, despite the horrendous cruelty and torture they endured, including painful death in many cases.

Our boat trip to Havelock Island the next day, was upgraded by the tour operator to first class! The experience was both luxurious and thrilling.

We felt a sense of the great outdoors and the adrenaline rush of adventure. It increased even more after dark in Havelock Island's jungle resort in our little rustic cottages!

The following day, Ellis Island stole our hearts! It struck us as the prettiest. The beach was shaded by lush green mangrove trees, fanned by a gentle breeze, painting a rare treat for our eyes.

Souvenir shops, vendors and restaurants were conveniently scattered within a stone's throw. And of course, our hotel was a veritable oasis of serenity, with all the modern comforts and amenities one could desire.

But I suppose all good things must come to an end! Our seven vacation days flew past in a flash. Soon we were aboard our return flight to Kolkata. As our plane banked, spread out below us was a breathtaking view of colorful, sun-drenched Port Blair looking up at a blue sky.

Pictures are worth a thousand words. They bear eloquent testimony to our sojourn in "Paradise." I am sure you'll be happy to add the Andamans to your bucket list!

Loves writing, theatre, audio systems, music, motorcycling, movies and traveling. His interests and diverse experience in journalism and business have given him a wider world view.

DESIGN &
CONSTRUCTION
BASEMENT - KITCHEN - BATHROOMS
15 YEARS EXPERIENCE
SKYLINE
PROJECTS LLC
CALL US NOW AND GET A FREE SERVICE!
CHECK ON THE BACK
GOOGLE RATING 4.8
Benefits of Remodeling
your home
Special Cupons
For BAGA
Free pressure washing on full kitchen or bathroom remodel
Free garage epoxy coating on a full basement finish or refinish
Occupational safety and health
Increase space
Enhanced functionality
Cheaper than buying a new home
Customization
Boost home value
Improved energy efficiency
Less maintenance
Personalization
Additional living space
TEL: (770) 826-8771
info@skylineprojectsusa.com
WWW.SKYLINEPROJECTSUSA.COM

SOURAV, PANCHALI & KRISHIKA

ANIRBAN, SATABDI & AYUSHMAN

MOUSAM & NIBEDITA

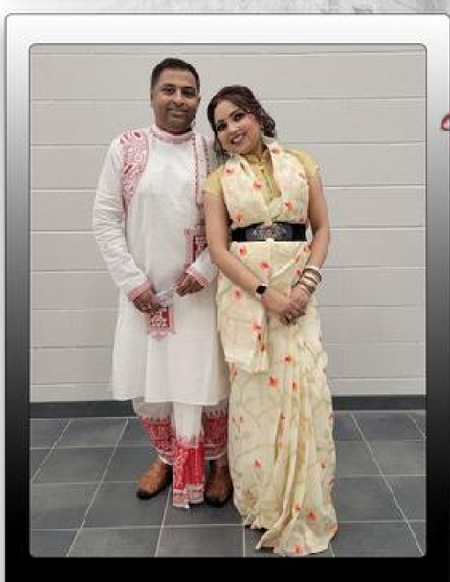

Wishing You a Joyous Durga Puja !!

On this auspicious occasion of Durga Puja,
the Food & Logistics Family
extends warm greetings to you and your family.

Echoes of a New Dawn

Sanghamitra Saha

A Memoir of BAGA's Turning Point and My Journey Within

October 2003. Atlanta's leaves blazed red. The Bengali Association of Greater Atlanta (BAGA) was preparing for something unprecedented: a three-day Durga Puja. At the heart of this bold experiment was a small group — including ME, four months pregnant, balancing a demanding Big Four consulting job, hosting my parents from Kolkata for nine fleeting days, and serving as BAGA's Treasurer. Life had woven my professional, personal, and community worlds into one tight knot.

What made Durga Puja 2003 momentous was not just the extra day — it proved that a tradition that had long survived on passion was now poised to thrive on vision.

BAGA was founded in 1979 when some Bengali families gathered in a garage, bound by camaraderie and a shared dream, gifting Atlanta its first Durga Puja. By 2001, nearly 450 people attended, but the structure remained loose. Events operated on goodwill. The suggested donation was not enforced. Families could bring guests at no additional charge. Meals were home-cooked by a few dedicated families every year, and the volunteers carried outsized burdens. Committee members routinely dipped into their own pockets to cover initial costs, expecting

event-day donations to reimburse them. Advertising income? A few hundred dollars at most. The goal was survival — to break even and avoid personal financial loss. Executive roles were hard to fill.

Then came 2002, a year that fundamentally reshaped BAGA's foundation. The Executive Committee, with Dr. Raktim Sen (President), Dr. Soumitra Chattopadhyay (VP), Sabari Roy (Secretary), and Arunava Saha (Treasurer), operated like a well-oiled machine. Arunava spearheaded the finances, Sabari managed the food, Soumitra-da directed the literary content, and Raktim-da coordinated logistics and cultural events. Each led their domain confidently while supporting one another.

Their reforms redefined BAGA's DNA. Attendee lists were digitized. Pre-event collections reversed long-standing reliance on event-day donations. However, the suggested $80 donations from the previous year remained unchanged — a principled stance to ensure accessibility for everyone. Advertising became a financial cornerstone. "Pratichi" gleamed with its first glossy makeover. Main entrees were catered for uniformity. Meal coupons were introduced, and although not enforced, the idea faced intense criticism; yet it quietly took root and ultimately transformed Bengali pujas across Atlanta.

The 2002 committee left $1000 in reserve — the first seed money BAGA had ever seen. It symbolically marked the beginning of a new chapter for BAGA.

In 2003, we — Shankar Sengupta (President), Amalendu Sarkar (VP), Raja Gautam Kar (Secretary), and I (Treasurer) — turned that chapter into a saga. We extended Durga Puja by a day, WHILE retaining the membership fees at $80 AND providing free attendance to visiting parents.

In July, Shankar scheduled a planning meeting, the day after I had a serious car accident. I was in my early days of pregnancy, and Arunava was out of the country. The team meeting became a welcome distraction from my anxiety. I forgot how the idea floated, but we were swept up in the thrill.

Advertising became our lifeline. A full-page B&W ad fetched $110. Arunava and I alone raised $4,000, driving almost 150 miles/day on most weekends to secure ads. With no online money transfer options, each ad required 2-4 in-person visits. By the end, we logged more miles than an Atlanta-Orlando round-trip.

Every morning, I reported our ad revenue — not to boast, but to fuel quiet momentum and rally the fundraising team: Mamata(di)/Mridul(da) Paul, Moitri/Ashok(da) Sarkar, and Partho(da) Mukherjee. The daily ritual ignited an unexpected fire. Each poured their heart into their relentless efforts to achieve more. It was a competition born not of ego, but of shared purpose. We concluded

with a record of $9,450 in advertising revenue.

Logistics presented its challenges. My parents arrived on the Sunday before Durga Puja. On Friday, we took a half-day off from work and checked into a hotel near the puja venue. The school cafeteria was only accessible after 4:00 p.m., allowing barely 2 ½ hours for setup. Volunteers, though few, worked like clockwork. My parents joined the setup crew. While my dad moved tables and arranged chairs with the energy of someone half his age, my mother sliced fruits for the puja. At 6:30 p.m., as doors opened to the attendees, the hall shimmered — not just with lights, but with shared triumph. For three days, BAGA didn't just celebrate the Durga Puja, it ascended.

While BAGA entered its golden year, my world shattered.

Two days after Durga Puja, my parents flew back to Kolkata. Mid-flight, my father fell ill. The diagnosis by December: ALS

And following their departure, my pregnancy spiraled into crises: high-dose insulin regimens, relentless gallbladder pain requiring eight painkillers daily.

Week 26 (mid-December) — doctors ordered surgery for gall bladder removal; I declined.

Week 28 — a wave of debilitating renal pain nearly caused me to black out on I-285 during rush hour while driving to my Level-2 ultrasound at Northside Hospital. I reached the gates, barely conscious. Thirty-five bottles of saline and morphine injections followed hospital admittance.

Week 29 — my son's heartbeat stopped; doctors/nurses rushed in and revived him.

Week 30 — onset of early labor that doctors managed to stop. Two days later, doctors mandated surgery to insert stents between my kidneys and bladder. While being wheeled into the OT for the stent surgery on 17-January-2004, my water broke; I was urgently rerouted to a different OT for an emergency C-section instead.

My son was born 2½ months premature, a fragile gift wrapped in resilience; his early arrival in this world enabled me to fly to Kolkata the day after his two-month shots and meet my dad one last time.

Surajit(da) Roy stepped in to finish my Treasurer duties. We left behind $10,000 in seed money — ten times what we'd inherited — setting the stage for the 2004 committee, led by Partho Mukherjee. They increased the guest artist budget tenfold to feature Bhoomi, setting a new standard for cultural programming. The shift was palpable. The seeds of change planted by the 2002 and 2003 executive committees blossomed under the 2004 team. Over time, other Bengali puja groups followed suit, mirroring the three-day format, and artist lineups became central to the community buzz.

'BAPIYA' was gone. I stood at a strange emotional crossroads. I could neither celebrate my son's birth nor mourn my dad's death. The same arms that held my newborn, welcoming him with joy, had also cradled my father, bidding him farewell in tears. By the time I recovered, BAGA had many new hands. I felt that my work at BAGA was done and quietly stepped back.

Over the subsequent years, I focused on children's education, raising over $25,000 for underserved students by coaching online, organizing county-wide math competitions, and pro-bono concerts. In 2016, I mentored five middle schoolers for a national Eco-Challenge; they placed first both regionally and nationally, earning $25,000 in prize money, most of which was donated to global environmental nonprofits.

I wrote this memoir not to recount history, but to remember love:
For my father,
who taught me how to dream.
For my son,
who taught me how to survive.
For my husband,
who held my hand firmly
through every storm.
And for the BAGA family,
who taught me the miracle of
collective will.

Today, as I prepare to launch my nonprofit for promoting integrity, compassion, and responsibility across communities, I reflect on 2003. We were just one link in a chain stretching across generations, building on the courage of those before us, and passing on something sturdier and more enduring to those who followed.

To future BAGA leaders, I humbly challenge you to freeze the membership fees every three years to maintain BAGA's accessibility to all. Durga Puja is not just a ritual; it embodies legacy, resilience, and love, humbly passed from one generation to the next.

A Risk & Compliance leader with four master's degrees and 20+ years of experience in multiple Big Four consulting firms and other corporations, she champions youth mentorship and community service.

DESHI STREET
BANGLADESHI RESTAURANT
Deshi Street
BANGLADESHI RESTAURANT
We do Catering - Take Out - Dine-In - Deliver
470-246-4317
404-853-9702
Mon-Fri: 3:30pm-10:30pm
Sat-Sun: 12pm-10:30pm
www.deshistreetga.com
Email: deshistreetatl@gmail.com
4337 Buford Hwy. NE #150 Chamblee, GA 30341

Alif Cafe 2
We Cater All Events
ORDER ONLINE
404-549-8163
3965 Rockbridge Road
Stone Mountain, GA - 30083
www.alifcafe2.com
HOURS:
Mon - Sun: 11:00 AM to 11:00 PM
Tuesday Closed

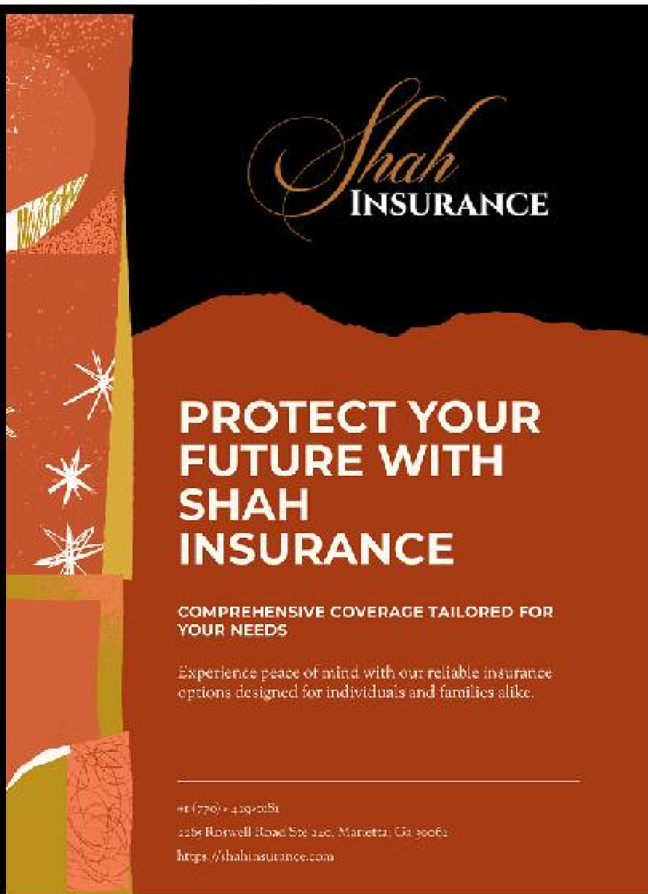
Shah
INSURANCE
PROTECT YOUR FUTURE WITH SHAH INSURANCE
COMPREHENSIVE COVERAGE TAILORED FOR YOUR NEEDS
Experience peace of mind with our reliable insurance options designed for individuals and families alike.
https://shahinsurance.com

Phone: 770-998-1464
Fax: 770-998-1473
Email: glen@glenmonroe.com
Web: www.glenmonroe.com
STATE FARM® AGENT
Monroe Insurance Agency Inc.
Glen Monroe
Products Offered
Auto Insurance
Home and Property Insurance
Life Insurance
Health Insurance
Banking Products
Annuities
1875 Old Alabama Road
Unit 310
Roswell, GA 30076-2261
Office Hours: 8:30 to 5:00 M-F
After hours & Saturdays by Appointment

Durga Puja Greetings From
ALL
EXTERMINATING
Cumming, GA
Services:
Termites, Pest Control, Mosquito Control, Termite Control, Termite, Pre-Treatments, WIIR Letters, Wildlife Control, Gutter Protection, Blowback Insulation, Vent Install, Vapor Barrier, Wood Insulation, Custom Hole Repair, And Many More....
256 Castleberry Industrial Drive
Cumming, GA 30040
PH: 770-887-2571
www.allexterminatingga.com
For All Your Exterminating & Wildlife Needs
Serving North Atlanta since 1989

A girl who never imagined
Alolika Dutta

A girl who never imagined
this could be her life.
Or maybe,
she did imagine it.
She always dreamt big,
in her choices, in her taste,
in how she saw the world.

But deep down,
she thought dreams weren't meant to be true,
Not things made for her,
no matter how hard she tried.
Because maybe she wasn't lucky.
Maybe she wasn't enough.
Maybe she wasn't meant to shine.
Self-doubt, yeah,
That was her skill too.
or still is!

But one thing she knew,
She had good taste.
She worked hard.
No shortcuts, no pretending.
It just took her time to believe
those things could count for something.
Could carry her past the flaws.
She met good people
and not-so-good ones.
Both kinds shaped her.
Left marks, built her up, tore her down.

That's life, right?

And now she's here, a few greys showing
trying to embrace them
instead of hiding them.

She still thinks, sometimes,
what if she could go back?

Tell that younger version of herself:
Don't waste time,
shrinking to fit their comfort.

Don't bury ideas. They're not too much.
They're just right!
You're not hard to love,
they just didn't know how.
You're not lost; you're just on your way.
And now?
She's grown into someone
with substance.
Still growing, still figuring it out.
She likes quality over quantity,
(cliché, but true).

She chooses romance over ego.
Depth over sparkle.
Strength over loud.
She loves the finer things in life
but keeps it real.
Loud laughs. Honest talk.
No more pretending.
She believes her people
already know who she is.
She doesn't chase validation anymore.
She's humble, cautious,
and honest when she's wrong.
Learning.
Always.
Because maybe, just maybe,
that's what it takes
to become who you're meant to be.
Trust. Belief.
A little softness and
a lot of courage to keep going.

She has been with Baga since 2019 and cherishes the warm atmosphere and the joy of spending time with friends who feel like family.

Poltu's Penance

Shib Nath Sen

Jodu Chakrabarty was pleased as punch. His cherished dream of building his own home in Gol Park had come true. It indeed felt good, though leaving the "para" life and "rawk er adda" at Jagannath Dutta Lane in North Kolkata, caused a little wrench in the heart for him and the kids as well.

Building the house was an arduous labor of love for Jodu babu. Money had to be arranged before any construction could begin on the plot. Squatting and pilfering at the site were a constant nuisance. The contractor was good for nothing. Lack of regular supervision of construction all the way from Jagannath Dutta Lane slowed down the pace of work. The project dragged on but finally, one day, it was complete and Jodu babu and family were at last home in Gol Park.

The next day Jodu babu was on the balcony with his morning cuppa, blissfully sipping time away when he spotted a procession of people streaming in, carrying all manner of things like "joda illish" on a ceremonial "Kulo," cellophane wrapped packs of cashew, walnuts and almonds, earthen decorated pots of sweets and "rabri," and a 25 kg bag of superfine basmati rice.

Jodu babu rushed down shouting "Stop, stop!" A young man came forward with his hands folded in a namaskar and said, "Sir, I

am Poltu, I have a small store, a stone's throw from here and all this is my humble way of welcoming you and your family to our neighborhood." Before Jodu babu could say anything, he continued, "Sir my store is the local go-to place for all your wants, from gamchha to Jhorna ghee, gobindo bhog to Ganesher tel, hojmi to Horlicks, mineral water to Maggi instant noodles, pa(n)chphoron to Parle biscoot, and you can have them all at handsome discounts, sir."

Jodu babu, pointing to all the stuff brought in, said, "But Poltu, I can't possibly take all this for free! Tell me how much I owe you."

Poltu stuck out his tongue in embarrassment a la Ma Kali and said, "Sir please let me atone for my sins. Much of my shop is built with some of the steel rods, stone chips and bags of cement I pilfered from your construction site".

Eyes blazing with rage, Jodu Babu was about to give Poltu a piece of his mind but Poltu continued unfazed. "Sir I subsequently prayed to Ma Kali for forgiveness. But Ma Kali appeared before me in a dream last night and said that I must pay penance for my sins by meeting you, confessing, and giving back what I owe you the best way I can. This sir, is my humble first installment."

Jodu babu was speechless. We live in an unpredictable world. Expect the unexpected.

A creative director by profession he was recently honored with the Facebook Thumb Stoppers Award of Excellence at the Cannes Golden Lions Global Fest of Excellence in Advertising.

UNITED BANKSHARES
Banking Made Easy
BankWithUnited.com
2775 Old Milton Parkway, Suite 100
Alpharetta, GA 30009
470-615-6320

BANGLADESHI
GROCERY PLUS

Fresh groceries and daily essentials

DHABA
WINGS

Authentic Deshi food • Catering • Takeout.

GRAND PLACE
EVENT HALL

Spacious venue for parties, and community events.

5953 Buford Hwy, Suite 102, 103, 140
Doraville, GA 30340

Contact Us **+1 404-518-1404 / +1 678-628-9281**

Shubho Durga Puja & Bijoya Dashami

Celebrating the spirit of strength, wisdom, and prosperity
with the Bengali community in the USA

"As we celebrate Durga Puja, we at Info Services honor the spirit of strength, wisdom, and resilience. Just as this festival unites communities, we strive to unite technology and innovation to empower businesses worldwide

On behalf of our global team, I wish you a joyous and prosperous Durga Puja."

Madhava Kota,
President & CEO, Info Services

Key Technology Partners

aws | Azure | Google Cloud | SAP | salesforce | servicenow | databricks

Our Clients

Disney+ | ADP | HYUNDAI | Ford | gm | T-Mobile | WB | Ralph Lauren | HARRY'S | KCF technologies

INFO SERVICES

Detroit Austin Atlanta Hyderabad Chennai

+1(734)-259-2361

www.infoservices.com

contactus@infoservices.com

Services We Offer

- Cloud Native Solutions
- AI & Machine Learning
- Gen AI & Agentic AI
- Data & Analytics
- Salesforce & SAP as a service
- Product Engineering & Modernization
- XOps
- QA & Test Automation
- Mobility & App Development
- Strategy, Consulting & Assessments

The Universe and the Creator

Asit N Sengupta

We are used to limits and three dimensions, and essentially, we are incapable of comprehending infinity. Yet we do know now or feel that our blue planet, our home, is surrounded by a mind-boggling infinite void.

But it was not seen that way in the old days or even during the Renaissance period, which covered the 15th and 16th centuries. We find glorious examples of the prevailing concept of the Universe of the time, in paintings by Leonardo DaVinci and others, showing the Earth as the center of the Universe, including even the Sun, the Moon, the stars, and the Milky Way Galaxy in the sky above. God, lesser gods, and the prophets are also shown in the sky. In fact, in a painting by Leonardo in the Sistine Chapel of Saint Peter's Basilica in Rome, God Himself is depicted almost touching the hand of a mortal. To complete the picture of the prevailing concept of the Universe, there is an image of Hell at the bottom!

Today, we do know that the Earth is round. But people everywhere on this globe felt that they were on top of it. But that is an impossibility—or is it? Yes, it is possible, only because the Universe, being infinite, has no up or down, no this side or that, no North or South, and no East or West.

Before humans could fly, they thought that Heaven was above the clouds, and

God Himself, lesser gods, and angels lived there. They seldom thought of the nature of this place. They did not impose on this place their notion of a habitable place, organized like their towns or cities. They thought of a few gods like Vishnu lying on a lotus in the ocean or Siva and Parvati residing on a Himalayan peak. But as we started flying above the clouds and across the oceans, we found no evidence of these.

Today, thanks to the almost infinite quest of astronomers, supported by probes into space by man-made objects like the Voyagers et al, we do know that we are surrounded by a cold and dark infinity, in which there is an infinite number of galaxies, which in turn have an infinite number of stars with multiple planets around them. The question today is "Are we alone?" Even if there are multiple civilizations, just like ours, in our own galaxy, the chances of communicating with these so-called "extra-terrestrials" remain elusive. Even radio signals would take some four years to reach Proxima Centauri, the nearest star.

Even if we could communicate with another civilization in our galaxy, should we? Suppose the difference between their DNA and ours is only the same as that between ours and that of chimpanzees. Would they enslave us? Or would we enslave them? We do not know the answer. Either way, the answer is unpleasant. Hence, I feel it may be best not to try to communicate with other civilizations.

Apparently, there is no evidence of the existence of gods, except for the fact that we cannot think of creation without a Creator. Astronomers say that the Universe started with a ball of infinite energy. It exploded and led to the creation of hydrogen, the fundamental element for all that we see, including ourselves, since we are 75% water or a mix of hydrogen and oxygen. But who created that ball of infinite energy? Science does not provide any answer. Shall we call that great unknown, God?

We have no clear-cut answer. But if we search our own minds, we see that from time immemorial, humans in all civilizations have believed in the concept of a Creator. Yes, the Divine does exist and has existed throughout human history, in our minds. Humans, in all countries and in all ages, sought to make sense of the Universe and created the Divine in myriad forms to explain what could not be explained in any other way.

He is one of the oldest Bengali residents in Atlanta. He is an internationally known architect-planner, responsible for planning diverse projects. He lives with his wife and also spends time with his two sons. He enjoys the company of good friends and likes to read and write.

THE LARGEST SELECTION OF INDO-PAK GROCERIES

- FRESH PRODUCE
- SNACKS
- SWEETS
- SPICES
- LUGGAGE
- COOKWARE
- AYURVEDIC MEDICINE
- AND MUCH MORE

OUR CONVENIENT LOCATIONS

ATLANTA- DECATUR
751 Dekalb Industrial Way
Decatur, GA 30033
Tel: 404-299-0842

ALPHARETTA - CUMMING
2255 Peachtree Parkway
Cumming, GA 30041
Tel: 770-888-4141

DULUTH - GWINNETT
3890 Satellite Blvd
Duluth, GA 30096
Tel: 770-476-0522

Groceries delivered by
instacart

CHERIANS
INTERNATIONAL GROCERIES

www.cherians.com

FOLLOW US ON

Are You Experiencing Symptoms of Uterine Fibroids?

- Severe cramping
- Heavy menstrual cycles
- Frequent urination or bloating
- Lower abdominal pain or pressure

Freedom From Fibroids Without Surgery

Atlanta Fibroid Center® offers Uterine Fibroid Embolization (UFE) that treats fibroids without surgery while preserving your uterus.
With 50 years of combined experience and 10,000+ procedures completed, we are global leaders in fibroid care.

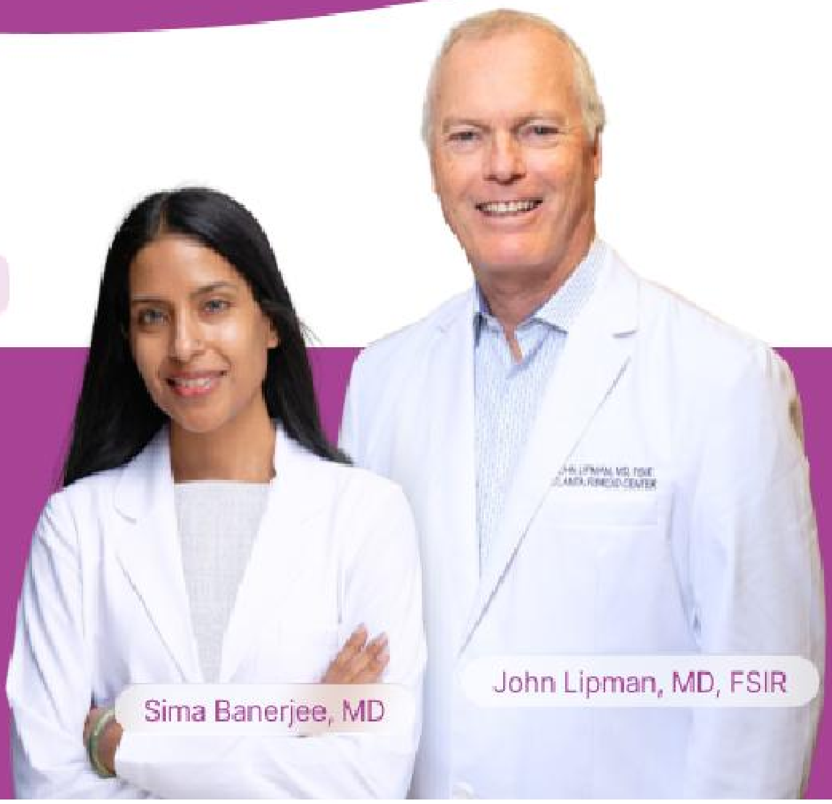

Why Choose Atlanta Fibroid Center?

- Most Experienced UFE Provider In The Country
- 50 Years Of Combined Patient-Centered Care
- State-Of-The-Art Outpatient Facility
- Most Insurance Plans Accepted
- Two Convenient Locations

ATLANTA FIBROID CENTER
of Atlanta Interventional Institute

Dr. Sima Banerjee, MD

- Board-Certified Interventional Radiologist
- 15+ years of experience

Dr. John Lipman, MD, FSIR

- Board-Certified Interventional Radiologist
- 35+ years of experience

Learn More & Book Your Consultation Today

@dr_lipman

ATLii.com

(770) 525-1174

3670 Highlands Parkway SE, Smyrna, GA 30082

748 Old Norcross Rd, Lawrenceville, GA 30046

Sarbari Ghosh, a passionate visual artist and singer based in Johns Creek, GA, known for creating expressive, thought-provoking paintings.

Arin Samadder, Age 13

Aryaditya Saha, Age 7

Ayush Kar, Age 10

Surajit Auddy, loves music and art, expertise in oil paintings. Happy to learn new things.

Roopsha Chattopadhyay, Age 13

Samaira Raychoudhuri, Age 11

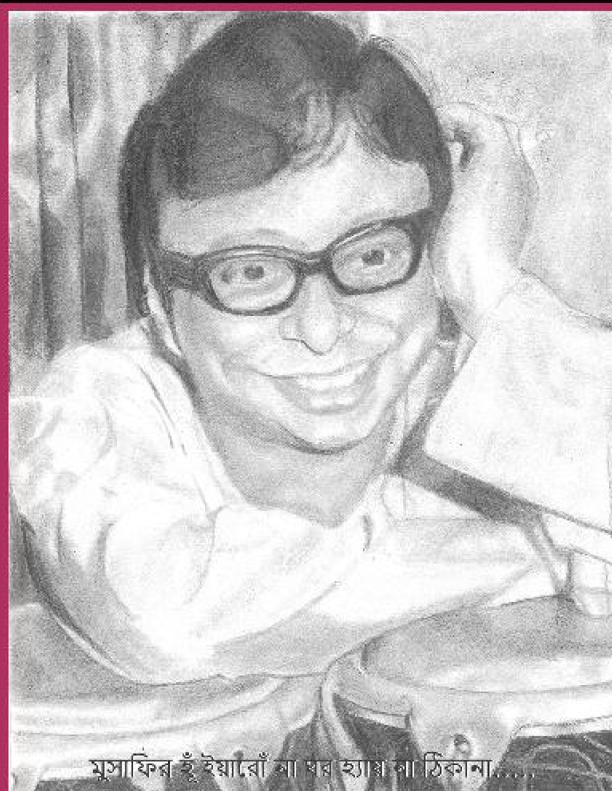

Sourabhi Saha, Age 14

RISE Financial Solutions
Retirement. Investments. Security. Earnings.

Zehra Sohani
www.risefinancialsolutions.com
zehra@risefinancialsolutions.com
404-910-3064

- Health Insurance for Individual & Groups
- Life Insurance
- Medicare
- Business Insurance
- Retirement Planning
- Annuities
- Real Estate

Rajarshi Chattopadhyay. Contemporary fine artist, writer, sculptor, storyteller, and poet, working across both print and digital media.

Mausumi Basu. Besides being a scientist, she enjoys working with and for youth.

VIRTUE
Investment Group

GROW YOUR BUSINESS
WITH THE RIGHT ADDRESS

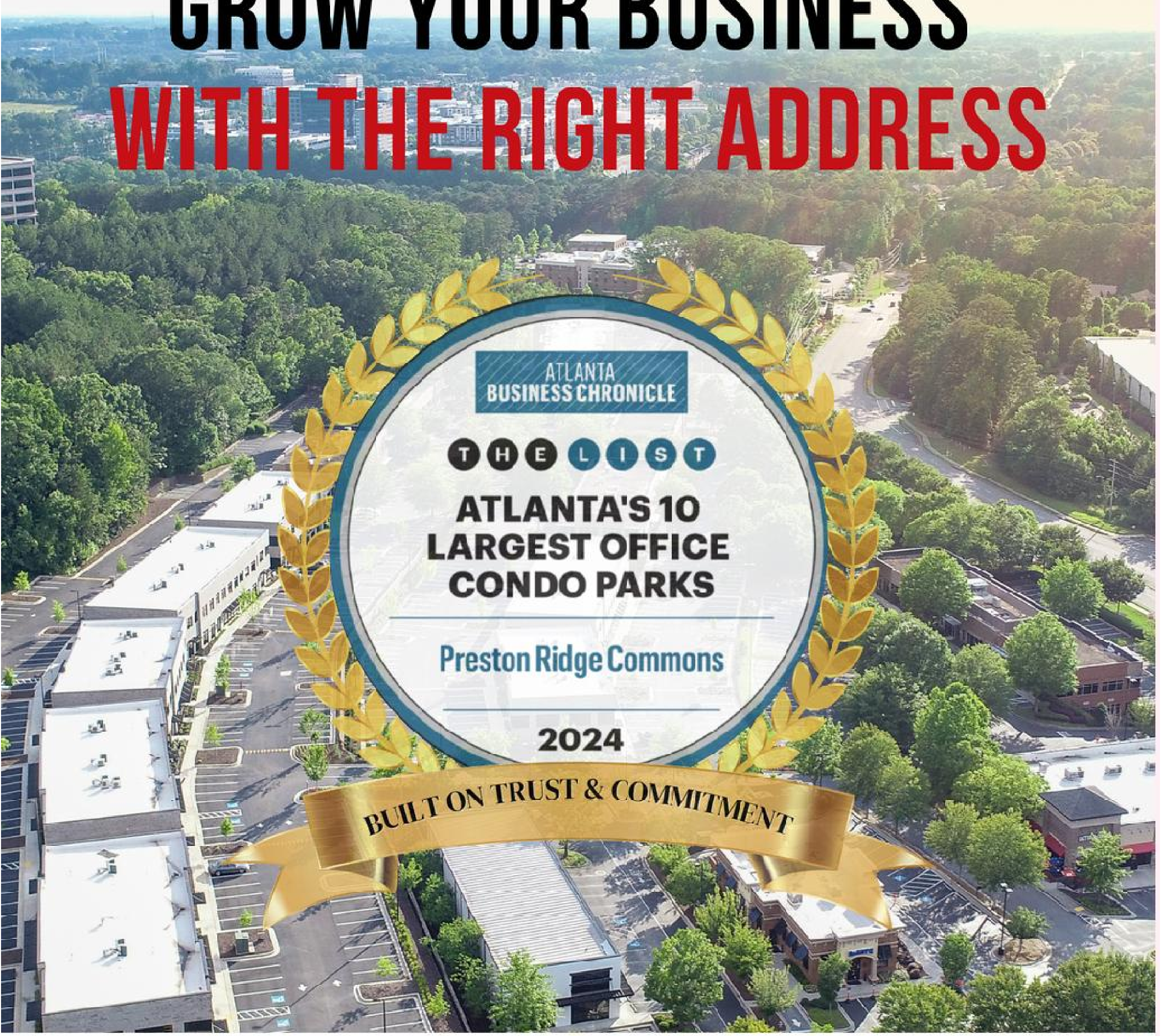

Why Choose VIG:

- From 150 sq. ft. to 5,000 sq. ft.
- Direct ownership
- Prime locations
- Professional management

SCAN HERE

www.virtueinvestgroup.com

BUSINESS BALLERS

DID YOU KNOW?

90% OF MILLIONAIRES HAVE THEIR OWN BUSINESS

BUILD YOURS TODAY

Learn from70 yearscombined experience & real 9-fig. exits

Start & Grow Your Successful Business with the Business Ballers Podcast & Online Course. 14 modules, only 25 hours!

GETOUR FREE MONEY MINDSET MODULE ->

SCAN HERE:

BUSINESS BALLERS

Contact Us
hello@businessballers.com
businessballers.com
in

Connect With Us
@businessballerscourse

আমার দেখা বসন্তকাল

অর্না আড্ডি

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে জানলা দিয়ে দেখলাম আস্তে আস্তে গাছেতে পাতা গজাতে শুরু করলো। বিভিন্ন রকমের পাখি, মৌমাছি, আর প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে। একটু পরে ঘন মেঘে আকাশ ভরে গেলো। ঝম ঝমিয়ে বৃষ্টি নামলো। এইবার ব্যাঙ কাঠবেড়ালি মজায় লাফালাফি করতে লাগলো। বসন্তর শুরুটা আমার ভালোই কাটলো।

অর্নার বয়স ৯ বছর এবং সে ব্রুকউড এলিমেন্টারি স্কুল-এ পড়ে। সে বই পড়া, নাচ এবং গান করতে ভালোবাসে।

Ode to Jilipi

Adrija Chakraborty

My footsteps crunch on the gravel road,
Excitement bubbles in my chest.
I am just about to indulge
In a treat that surpasses all the rest.

Golden curls, a sugary swirl,
Residing in the deep-fried world,
Hot and crisp, a sweet embrace,
Causing people to flock to it in a race.

Laced in syrup, rich and sweet,
A tangled maze of joy to eat,
Fragrant whispers, saffron's kiss,
Every bite is just pure bliss.

Crispy on the edges, and soft within,
A journey of texture, thick and thin,
Golden threads, arranged with care,
A sensation of flavor beyond compare.

As I bite into that delicious food,
Both my mind and body feel so good.
Around the little shop, adoring chatter–
Gregarious or coy–it doesn't matter.

Fried to perfection, made with so much love,
Sitting on a plate like a treasure trove—
Hail to thee! Jilipi, the warm, delectable one,

Creator of an experience that will disappoint none.

Adrija is 13 years old and wrote this poem after enjoying the best Jilipi of her life every day during her trip to Kolkata last December!

Sophia the Robot's Citizenship

Trishan Roy

Sophia, the Robot, should not be a legal citizen of any country since she does not have selective gender, nor does she have original thoughts, feelings, or opinions. Sophia is a mechanically engineered android who is programmed with artificial intelligence. Such robots should not be given the same rights or freedom as human beings because machines of this kind could never be independent or possess original thoughts or sentiments. Involving robots in everyday life may contain dangerous hazards such as malfunctions and faulty programming. Sophia and other droids such as her should be used and made to assist the growth of mankind, not to be accorded citizenship.

Sophia does not deserve the respectful rights of a citizen of any country because of her robotic identity. This is because of her lack of ability to function without initial and proper programming. This makes her thoughts, emotions, and opinions nonhuman and unoriginal. Her lack of humanity and originality should not give her the right to do daily citizen activities like publicly speaking or stating a proper argument or thought. Sophia may have the absence of all these abilities, but neither does she have proper emotional impressions. Every single one of her emotional judgments is artificially programmed and embedded into her mother board. Another point is that she only speaks and responds in conversations with artificial intelligence; hence, her way of talking will be simplistic and not complex enough to replicate a human being. An article from Harvard University stated that Sophia's citizenship raises profound questions to be addressed in ethics and law about what it means to be considered a person, whether one is human, animal, or machine. This emphasizes the confusion of giving Sophia such large-scale rights and how it is a step too far for evolution.

Another doubt about Sophia's citizenship is her ability to malfunction. Giving an object such flexibility of rights, even when

it can be quite dangerous if anything goes wrong, is irresponsible. If an android such as Sophia doesn't function correctly, the issue can lead to misconceptions and miscommunications on a large scale. If Sophia is used for assistance only, then these malfunctions may be caught more easily than if she were individually functioning and replicating a human being. There are also risks of physical dangers and injury if Sophia is misused or used incorrectly. Even though Sophia does not possess any weapons or other dangerous components, there is still the possibility of physical harm if she were to malfunction or be used improperly. It is a foolish act to give something with such capabilities without any proper control over the responsibilities of a human being.

Many may state that giving Sophia the robot citizenship is a step further into evolution. The reason for this is that since Sophia has such advanced mechanisms and knowledge, she could be a useful tool for many different technical jobs. She could also be used to solve many advanced problems and used to work on projects of many departments with her infinite artificial intelligence. A commonly used argument states that Sophia, the AI Robot, has intelligence systems that can process large data and information. This proves the scale of Sophia's skills and how much she could aid mankind. Even if Sophia's abilities may aid the progression of society, this still doesn't grant her the rights of a citizen of any individual country. She could be of complete use without as many rights; therefore, her citizenship is unnecessary. Sophia should be used and have the same rights as a robot since she does not have humanoid ingenuities.

Sophia is a humanlike robot programmed by artificial intelligence. She is a significant sign of use to the world as an android, which assists society and should not be part of it. Robots and other objects such as her do not deserve citizenship of any country for their nonhuman selves, and because of the risks and the hazards their malfunctions can cause. They do not possess any initial thoughts or emotions; therefore, they are unoriginal and can only rely on their repetitive programming. The citizenship of Sophia is pointless and does not enhance the evolution of society.

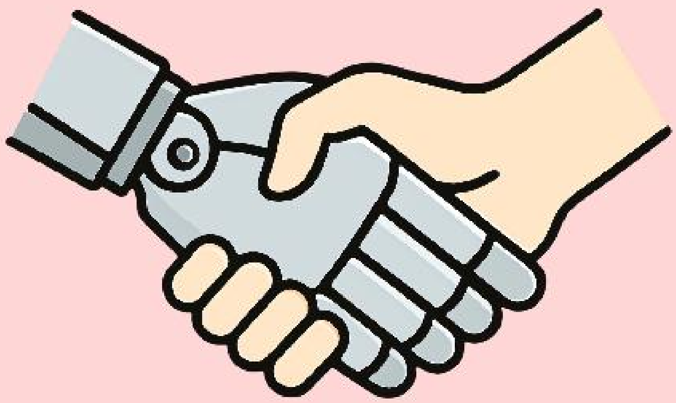

Trishan is a 14-year-old student preparing for high school. With a keen interest in writing, drawing, and mathematics, rishan selected the controversial subject of Sophia's AI citizenship for this essay to contribute their unique perspective to the ongoing global debate about the role of artificial intelligence.

Where I Am From

Vivian Uma Miko

I am from the beeps of cars and the nights of stars.
I am from crowded cities with taxis coming by, bribing you to come and ride.
I am from tall buildings that rise higher every day
With delicious foods that match my moods.

I am from the city.
I am from my nanny's food that tickles my throat.
I am from the cuddles of my mom and dad.
I am from whistling trees and blooming flowers.

I am from the warmth of my bed.
I am from my dida's biryani rice
And the sweet, white pudding that rides down my throat.
I am from my ancestors' home,
The dryness of India,
And the bravery of Europe.

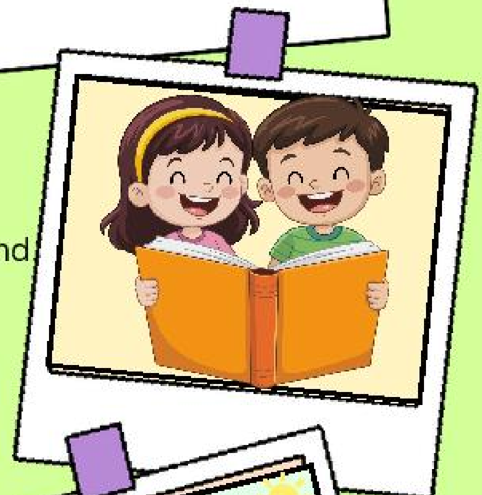

I am from tall roller coasters that touch the sky at Coney Island
I am from lots of skyscrapers that tower over me.
I am from triple scoops of vanilla ice cream.
I am from puffy brown hair and brown eyes.
I am from my peachy skin too!

I am from interesting books and magazines.
I am from tennis and softball that bruise me up.
I am from the city,
And I am proud of my story.

Vivian is a fourth grader from Brooklyn, NY. Immensely proud of her Bengali heritage, she enjoys singing, softball, and spending time with her extended family in New Jersey and Atlanta.

The Final Battle

Sharanya Kar Bhowmik

Blood red light dawns on a raging warscape, but only two figures stand out in the tumult. A bright red sari streaks across the field, the warrior it clothes sitting serenely on the back of a roaring lion. The majestic beast tosses his mane, sinking his sharpened teeth into a demon before continuing to carry his mistress across the warring demons. The goddess silently praises her lion, before spearing a demon and tossing it aside. As she crosses the battlefield, the goddess's inky black hair wreaths her enraged face, which in all its fearsomeness is still tilted into a curious smile. Her gaze is aimed onto a single target while her ten arms occupy the hundreds of demons surrounding her. And so, the goddess Durga approaches her lion, Kesari.

Across the field a gruesome demon surveys his land, smirking down at the warrior goddess. The blue rakshasa lounges in his chair, coiling a black strand of hair around his finger. He would almost be beautiful if it were not for the obvious evil twisting his face. He conveys smugness and mockery, so confident in his victory that his weapons lay at rest. But slowly, as his demons are torn down, he begins to ponder. As the battle progresses, his face conveys consternation, and as he sees his subjects' dead bodies, rage. He lurches out of his makeshift throne and swipes his scimitar in one go. Watching Durga smile as she races across the battlefield, Mahisasura growls and begins to plan.

As Durga watches Mahisasura lazily rise, she seethes with uncontrollable rage, her face almost twisting out of her serene smile. She sees his expression and knows that the coward will still not fight. The boon he has gained prevents him from being killed by any man, a power he takes too lightly and flaunts whenever he fights. But no longer will the tyrant reign. After all, the boon had said nothing about a woman. Durga was the gods' last hope, being created from their collective will, and she intended to carry out her task of ending Mahisasura. But first, she will have to tear through his endless legion of

demons.

The details of the battle get hazy here. According to some accounts, Durga's battle takes ten thousand years, as she cuts down Mahisasura's generals one by one, fighting the horde without rest. Other accounts say that Durga reaches Mahisasura in merely ten days, choosing to harm as few as she can. In the end, we know two things for sure. Sometime during this ten day, or maybe ten-thousand-year battle, Durga crosses the field to Mahisasura, and the goddess Kali is born.

So, knowing this information, we return to the battle. Durga has been making her way through the hordes for five days, or maybe it has been five thousand years. Time works differently for the divine. In any case, Durga is growing tired. Thousands of demons lay dead at her feet, and Mahisasura lay gloating in his throne, miles and miles away. Instead of succumbing to the endless exhaustion, the warrior changes. She channels her sadness, her fear, and her pain into a singular emotion of rage. And for two days, this rage keeps her awake. Her rage fuels her and more and more demons are laid to waste. But curiously, this fearsome anger seems to be taking on a new form.

s the battle continues and Durga's rage shows no sign of receding–a shadow, almost a shape, begins to form in her trace. This phenomenon is noticed only by the defeated gods watching the battle from far away, and their only explanation for the strange form is something almost inconceivable. However odd it seems, the conclusion has been reached by all the gods. Durga's rage is so vast, and so powerful that she's managed to create an entirely new being. Nobody knows what this god will be like, but if they have even half of the fury of Durga, they will be something to fear.

On the ninth day (or nine thousandth year) Kali is born. As Durga nears Mahisasura, her fury grows so large that she cannot contain it any longer. As Durga lets out a guttural scream, the shadow behind her finally begins to darken. And suddenly, as Durga takes a gasping breath, the shadow takes shape. A barely human shadow-like figure bursts onto the battlefield, cackling. The new goddess's body is pitch black, made from the night itself, and the only thing that is visible on her is her bright white pupils, and her blood-red tongue. Immediately Kali lunges. She has none of the graceful, learned battle of Durga, nor the fearful hazardous slashing of Mahisasura. All she has is rage. She attacks with her bare hands, stealing bloody swords from the floor of the battlefield, clawing demons heads off in one swipe. She laughs maniacally; her kinky hair matted with blood as she finds new targets. The gods from above observe her grimly, knowing she is uncontrollable. But right now, she is useful.

Durga smiles at the sight of Kali, and she knows the battle is nearing to an end. Now that there is someone to ensure the demons do not wreak further havoc, she will seek out Mahisasura. She whispers in

Kesari's ear, and once again, the goddess and her lion are off.

Now not very far away at all, Mahishasura paces. His forces have been decimated, and the new addition of Kali truly means the total annihilation of his soldiers. Durga approaches swiftly, and he knows she will be here before nightfall. Sighing, he thinks back to where his mistakes started. He began as nothing but a devout rakshasa, he had meditated through storms, and starved for years, to be granted the boon he had. Was it really so wrong, to want to have power? In truth, he already knows the outcome of this battle. Durga is fiercer, much fiercer than he will ever be, and behind her is Kali. But that does not mean he will not give her a fight.

The battle is frantic and awe inducing. While everyone almost certainly knows the outcome, Mahisasura is still a fearsome opponent. He thunders out onto the battlefield in the form of a roaring onyx bull. Kesari and Durga move in tandem, slashing and jabbing at the bull's horns as it weaves back and forth. Snorting in frustration, Mahisasura slips into the form of a lion, attempting to at least rid Durga of Kesari. But this doesn't work either, Kesari matching the demon's heavy claws with snarls and fangs of his own. Like this, the fight continues. Mahisasura shifts in and out of forms and Durga slowly beats him down, switching between weapons and arms. In the background, Kali continues her terrorization of the demons. Both goddesses have the upper hand, and they are aware of it.

After a long thousand years, or maybe it was merely a day, Mahisasura finally slows. He transforms into his original form, panting, with a scimitar in hand. Seeing this, Durga finally dismounts. She gestures Kesari away and drops all her weapons except for a single spear. Both beings drop into the proper battle stance, still observing proper etiquette.

Durga smiles and Mahisasura scowls. And then they rush at each other. Sword clashes against spear as they both channel the last of their energy into the fearsome battle. Slowly Durga's spear pushes the demon back, further and further, till they are sparring in front of Mahisasura's throne. Their battle carves valleys into the ground and shakes the ground till even thousand-year-old mountains dislodge. And finally, when even the gods have given up hope on the battle ever ending. Durga pins him.

The panting goddess stands with one foot on Mahisasura's bloodied body. He knows he is beat. He doesn't attempt to struggle as Durga raises her spear. All he does is look up and pray for the final time.

The spear comes down in a clean slice. Durga's smile drops. He was a good opponent; she didn't take joy in killing him. But her task was done, and she knew it was for the better. She stands panting above the limp body, all the phantom pains of her long battle finally catching up to her. She feels ready to cry but does not have a

single ounce of strength left to do so. Before slumping to the ground, she fumbles for her conch and blows a mournful victory tune. Then finally, she falls to the ground in exhaustion as Kesari pads towards her, rubbing his head along her sore body. Kali silently joins her, appearing from nowhere, her task presumably complete. Soon, they will celebrate, they will wipe the blood off their clothes and remove the bodies, and all the pain of the battle will be forgotten. But for now, the three figures gaze out onto the decimated land, and rest.

Sophomore at Gwinnett School of Mathematics, Science and Technology. Passionate about reading, hiking, and music. Enthusiastic about history, engaged in social causes.

What are we?

Anahita Chowdhury

I am part of more,
Than what the human eye see,
I am Brahman.

The world that we see,
Nothing but an illusion,
Our world is called Maya.

Maya is part of more,
A bigger reality,
Called Brahman.

I am Brahman,
And Brahman is me and you,
All is part of Brahman.

Anahita, 13, is a senior Bharatnatyam dancer, passionate about violin, guitar, and vocals. She excels in track and cross-country running, was a competitive swimmer for 3 years, and loves reading, writing, and drawing.

GEORGIA CONSULTING LLC

Pramod Sathe
FINANCIAL CONSULTANT & CEO
CELL: 404-642-4907
EMAIL: pramodgcllc@gmail.com
4411 Suwanee Dam Rd
STE 350, Suwanee GA 30024

Accounting: Bookkeeping, payroll, new business registration
Tax: Personal, business and non-profit tax returns
Financial: Retirement planning, annuities, life and term insurance

A Lasting Legacy: A Tribute to Our Departed Souls

Since 2023, we have mourned the loss of several incredible individuals. We remain profoundly indebted to them for their dedication to BAGA. Their contributions have left a lasting legacy for which we are deeply grateful.

- Anil Chakraberty
- Jagadjsh Deb Sildar
- Kiriti Gupta
- Nripen Bose
- P.K Das
- Parnika Chakraberty
- Pranab Lahiri
- Ranen Chattterjee
- Shyamali Das

Beyond these dear members, we also extend our deepest condolences to the families of other valuable people lost within the greater Bengali community.

CODE NINJAS®
Fun & Flexible
Coding Education
Join the Fun Today!
CREATE
Year-Round Coding Program
For Ages 8-14
JR
Learn Coding Through Play
For Ages 5-7
CAMPS
Fun During School Breaks
For Ages 5-14
ACADEMIES
Future-Ready Tech Skills
For Ages 5-14

Chamberlain Hrdlicka
Celebrating 60 Years of Excellence
191 Peachtree Street, N.E.
Forty-sixth Floor
Atlanta, GA 30303
(404) 659-1410
Our Services
Tax Law
Trusts & Estates
Brokers/Dealers
Commercical Litigation
Tax Controversy and Litigation
Corporate Securities & Finance
Tax Planning & Business Transactions
Employee Benefits & Executive Compensation
DRIVEN BY COMMITMENTS TO
EXCELLENCE, SERVICE, & VALUE
Scott M. Ratchick
Shareholder - Atlanta, GA
404.588.3434
scott.ratchick@chamberlainlaw.com

WELLS FARGO Advisors

Need a hand on the path to retirement?

Not knowing what changes life will bring from one day to the next means it's not that difficult to veer from your retirement path. So it's always nice to travel it with someone you trust.

If you're unsure if you're still tracking to your retirement goals, let's take a look at your plan together. We can help align your priorities with your values, helping you make the right decisions at the right moments to help you maximize both your money and its impact.

Contact us today and we can help you stay on track.

Sturges Cusenbary Wealth Management of Wells Fargo Advisors

320 Lincoln Ave
Steamboat Springs, CO 80487
Office: (970) 871-0028
Dan.Sturges@wellsfargo.com
https://home.wellsfargoadvisors.com/sturges-cusenbary
CA Insurance # 0M39342

Investment and Insurance Products: • NOT FDIC Insured • NO Bank Guarantee • MAY Lose Value

Wells Fargo Advisors is a trade name used by Wells Fargo Clearing Services, LLC, Member SIPC, a registered broker-dealer and non-bank affiliate of Wells Fargo & Company.
© 2025 Wells Fargo Clearing Services, LLC. PM-12252026-8114932.1.1

Scan to learn more:

শুভ নাথ সম্পাদিত

শারদীয়া ২০২৫

অপার বাংলা

www.aparbangla.net

লেখক সূচি :

ঔপন্যাসিকা:

ভগীরথ মিশ্র
বিনোদ ঘোষাল
রাজশ্রী বসু অধিকারী
অজিতেশ নাগ

গল্প:

হর্ষ দত্ত
অমর মিত্র
তসলিমা নাসরিন
হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত
রতনতনু ঘাটী
তপন বন্দ্যোপাধ্যায়
সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়
ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়
জয়ন্ত দে
এবং আরো ...

পুজোর আড্ডা:

কাবেরী নদীর তীরে
জয় গোস্বামীর সঙ্গে
এক আনন্দ - সন্ধ্যা

কবিতা:

সুবোধ সরকার
কণা বসু মিশ্র
সুধীর দত্ত
স্মরণজিৎ চক্রবর্তী
বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়
রুদ্রশংকর এবং আরো

বিবিধ :

রম্য: উল্লাস মল্লিক
ফিচার: নবকুমার বসু
মুক্তগদ্য: সুপ্রিয় চৌধুরী
এবং আরো ...

অণুগল্প ,প্রবন্ধ, ভ্রমণ, অনুবাদ, রান্নাঘর এবং বিনোদনের অনেক লেখা

অনলাইন এ পড়তে ক্লিক করুন নিচের লিংক এ

www. aparbangla.net

Wishing our wonderful community
joy, prosperity, and togetherness.
May the festive season bring smiles,
laughter, and cherished memories
for all!

Abhishek, Aaleyah & Tanushree

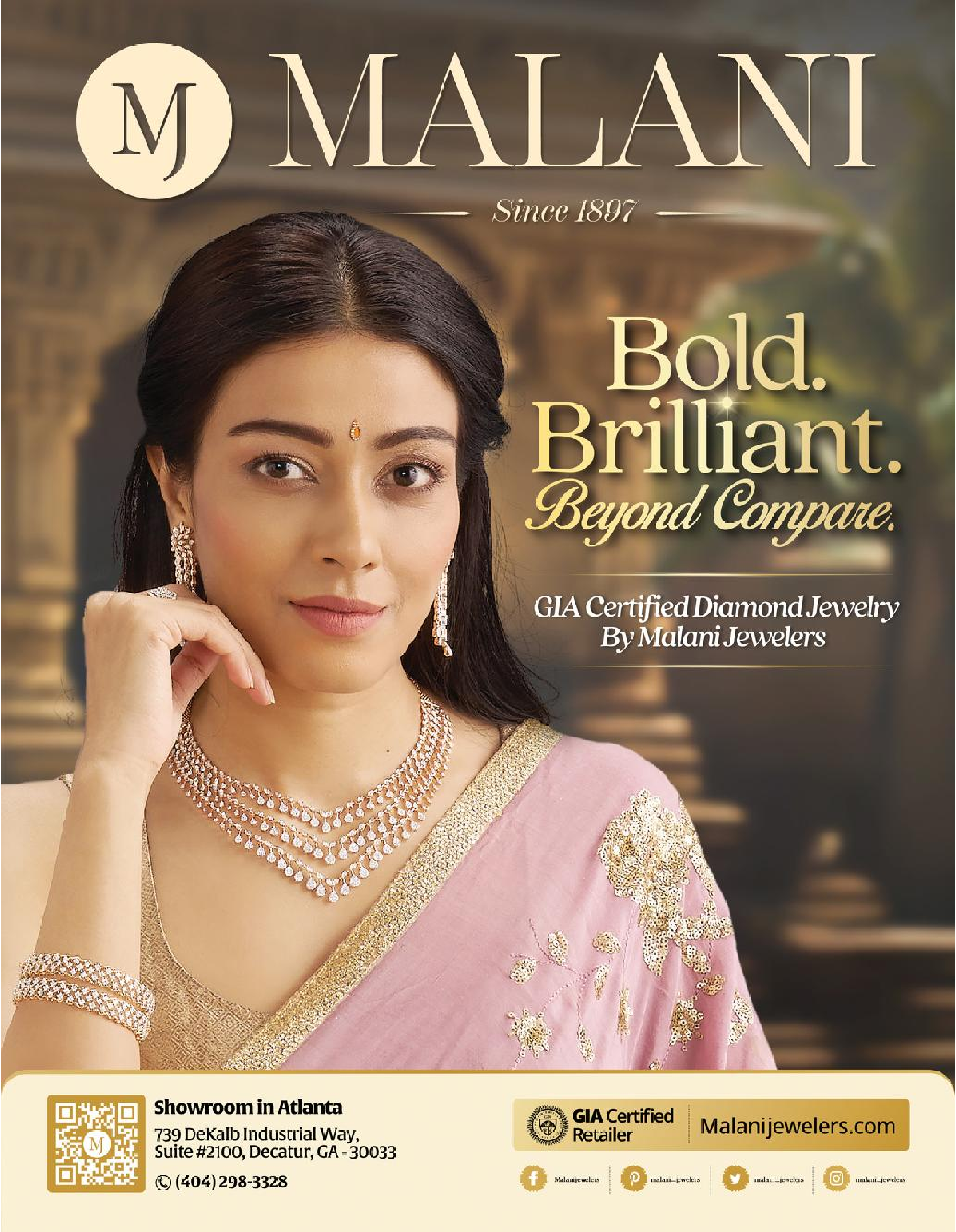
MJ
MALANI
Since 1897
Bold.
Brilliant.
Beyond Compare.
GIA Certified Diamond Jewelry
By Malani Jewelers
Showroom in Atlanta
739 DeKalb Industrial Way,
Suite #2100, Decatur, GA - 30033
(404) 298-3328
GIA Certified
Retailer
Malanijewelers.com
Malanijewelers
malani_jewelers
malani_jewelers
malani_jewelers